কবর ও মাযার সংলগ্ন মাসজিদে
সলাত আদায়ে সতর্ক হোন!
মূল ঃ
আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী
অনুবাদ ঃ
আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ

প্রকাশনায় ঃ দারুস সালাম পাবলিকেশন্স
৩০, মালিটোলা রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৯৫৫৯৭৩৮, ফ্যাক্স ঃ ৯৫৬৫১৫৫
মোবাইল ঃ ০১৮৯-১১৬২০৪

প্রথম প্রকাশ ঃ রবিউস সানী ১৪২৬ হিজরী
জুলাই ২০০৫
বৈশাখ ১৪২২ বাংলা

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ তাওহীদ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
২২১, বংশাল রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১২৭৬২; মোবাইল ঃ ০১৭১-৬৪৬৩৯৬

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ হুমায়ুন কাবীর

সার্বিক সহযোগিতায় ঃ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

মূল্য ঃ ৬০/- টাকা মাত্র

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা মহান রাব্বুল 'আলামীনের জন্য যিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক এবং শত কোটি দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক মানবতার মুক্তির দূত মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর।

কবরস্থান হলো যেখানে মৃতের লাশ দাফন করা হয়। আর মাসজিদ হলো যেখানে মহান আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সাজদাহ ও ইবাদাত করা হয়। অতএব, উভয়ের মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "তোমরা কবরসমূহকে মাসজিদে পরিণত করবে না।"

অতএব স্পষ্টই প্রতীয়মান হল, ক্বর ও মাসজিদ একসঙ্গে হতে পারে না। ইসলাম ধর্মে এ দু'টো একত্র হওয়ার কোন পথই নেই। অথচ এ দেশসহ বহু দেশে ক্বরের উপর মাসজিদ বা মাসজিদের ভেতরে ক্বর বিদ্যমান আছে। এতে করে সলাতের মত একটি শ্রেষ্ঠ ফরয ইবাদাত কিভাবে যে বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে সে বিষয়ে বহু মুসলিমই অসচেতন। তাই এ বিষয়ে বিশ্বের মুসলিমদেরকে সতর্ক ও সচেতন করার উদ্দেশে যুগ শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী **"যারা ক্বরকে মাসজিদ বানিয়ে তথায় সাজদাহ দেয় তাদের জন্য হুঁশিয়ারী!"** শীর্ষক পুস্তিকা রচনা করেন। যা আমি "ক্বর ও মাযার সংলগ্ন মাসজিদে সলাত আদায়ে সতর্ক হোন!" শিরোনামে প্রকাশ করছি।

এ পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পর্যবেক্ষণ করে দেয়ায় আমার সম্মানিত উস্তাদ শাইখ মানসুরুল হাক্ব আল-রিয়াদী ও শাইখ আব্দুল ওয়ারিস আল-মাদানীর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আরও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এ পুস্তকের কিয়দাংশের প্রাথমিক অনুবাদকর্মে সহযোগিতা করায় আমার সহপাঠী আমিনুল ইসলাম, 'উমার ফারুক ও নূরুল আবসারের প্রতি এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এ পস্তুকের প্রুফ সংশোধনে সহযোগিতা করায় আমার বড় ভাই মোঃ জাহাঙ্গীর আলম ও স্নেহের হুমায়ূন কাবীরের প্রতি। আল্লাহ তাদের প্রত্যেককে উত্তম প্রতিদান দিন এবং দীনি কাজে বেশী বেশী সহযোগিতা করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

সম্মানিত পাঠকদের প্রতি বিনীত অনুরোধ, অনুবাদে ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা জানালে কৃতজ্ঞ হব এবং ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করব।

পরিশেষে মহান আল্লাহর কাছে বিনীত প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের প্রতিটি মাসজিদকে ক্বরমুক্ত করে সঠিক আক্বীদা নিয়ে সলাত আদায়ের তাওফীক দান করেন।

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)-এর পরিচিতি

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় রসূল ﷺ-এর মুখ নিসৃত বাণীকে কলুষমুক্ত করে যাচাই বাছাই ও বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে পৃথিবীর মুসলমানদের সম্মুখে বিশুদ্ধ সুন্নাহ উপস্থাপন করার তাওফীক যে কয়জন বান্দাহকে দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে হাফিয যাহাবী (রহঃ) ও হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী (রহঃ)-এর পর আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর পুরো নাম আবূ আবদুর রহমান মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)।

জন্ম ঃ যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) ১৯১৪ ঈসায়ী সনে পূর্ব ইউরোপের একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ আলবেনিয়ার রাজধানী কুদরাহ্তে জন্মগ্রহণ করেন। আলবেনিয়ায় জন্মগ্রহণ করার কারণে তিনি "আলবানী" নামে অভিহিত হন। তাঁর পিতার নাম নূহ নাতাজী আলবানী। তিনি তৎকালীন সময়ে একজন প্রসিদ্ধ হানাফী আলিম ছিলেন। তিনি ঈমান রক্ষার্থে পরবর্তীতে সিরিয়ায় হিজরত করেন।

শিক্ষা দীক্ষা ঃ দামিশকের একটি মাদ্রাসা হতে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তাঁর পিতার বন্ধু শাইখ সায়ীদ আল-বুরহানীর নিকট ফিক্হের বিভিন্ন গ্রন্থ এবং আরবী সাহিত্য ও বালাগাত প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। একবার তিনি মিশরের আল্লামা রশীদ রিযা সম্পাদিত "আল-মানার" এর একটি সংখ্যায় ইমাম গাযযালী (রহঃ)-এর প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধই তাঁকে হাদীস চর্চা ও রিজাল শাস্ত্রের গবেষণায় পিপাসার্ত করে তুলে। পরবর্তীতে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে, সাধারণ মুসলমানদের সামনে আল্লাহর নাবী ﷺ-এর বিশুদ্ধ সুন্নাহ উপস্থাপন করবেন। আল্লাহ তাঁর এই ইচ্ছাকে বাস্তবরূপে দান করার তাওফীক করেছেন এবং তাঁর জন্য জ্ঞানের ভাণ্ডারকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।

কর্মজীবন ঃ আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) নিজেই বলেছেন– "আল্লাহ আমাকে অসংখ্য সম্পদ দান করেছেন। তার মধ্যে একটি হল, আমার পিতার আমাকে ঘড়ি মেরামত করার কাজ শিখানো।" যৌবনের প্রথম দিকে তিনি ঘড়ি মেরামত করে জীবিকা অর্জন করেন। কিন্তু পাশাপাশি অধিকাংশ সময় তিনি হাদীস অধ্যয়ন ও গবেষণা এবং বই লিখন কাজে ব্যয় করতেন। তিনি মাদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছর অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন। কর্ম জীবনের অধিকাংশ সময়ই তিনি গবেষণা, লেখালেখি ও বক্তৃতা দানে ব্যস্ত থাকেন। এর ফলে হাজার বছর ধরে হাদীস শাস্ত্রের যে খিদমাত হয়নি, বিংশ শতাব্দীতে তিনি তা করার তাওফীক লাভ করেন।

রচনাবলী ঃ আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)-এর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ৩০০। তাঁর বক্তৃতা ও পাঠদান সম্বলিত ক্যাসেটের সংখ্যা ৭০০০ (সাত হাজার)-এরও বেশি।

আলবানী সম্পর্কে মতামত ঃ শাইখ আবদুল আযীয বিন বা-য তাঁকে যুগ-মুহাদ্দিস নামে অভিহিত করেছেন। ইসলামী যুবকদের বিশ্ব সংগঠন-আনুনদ্অতুল আ-লামিয়্যাহ লিশ্শাবা-বিল ইসলামী'র জেনারেল সেক্রেটারী ডঃ মা-নি' ইবনু হাম্মাদ আলজুহানী বলেন, আল্লামা আলবানী সম্পর্কে এ কথা বলা যায় যে, বর্তমান যুগে আকাশের নীচে তাঁর চেয়ে বড় হাদীস বিশারদ আর কেউ নেই।

ডঃ সুহায়িব হাসান বলেন, আলবানী (রহঃ) বিংশ শতকের হাদীস শাস্ত্রের মুজিযাহ (অলৌকিক ঘটনা)।

মৃত্যু ঃ ১৯৯৯ ঈসায়ী সনের ২ অক্টোবর আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) জর্ডানের রাজধানী আম্মানে ৮৬ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। হাদীস শাস্ত্রের তাঁর অবদানের জন্য বিশ্ববাসী তাঁকে আজীবন স্মরণ করবে এবং উপকৃত হবে। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন-আমীন।

সূচীপত্র

সে মাসজিদে সলাত আদায় হবে না যার সামনে বা ক্বিবলার দিকে ক্ববর থাকে, যতক্ষণ না মাসজিদের দেয়াল ও ক্ববরস্থানের দেয়ালের মাঝে অন্য কোন দেয়াল না থাকবে। তাহলে সে মাসজিদে কি করে সলাত আদায় বৈধ হতে পারে যে মাসজিদের ভিতরে ক্ববর রয়েছে। কোন প্রকার দেয়াল ও বেড়া ছাড়া?

—ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.)

যদি কেউ এই আশায় কোন মাসজিদ নির্মাণ করে যে, ঐ মাসজিদের একাংশে তাকে সমাহিত করা হবে, তাহলে সে ব্যক্তি অভিশপ্ত হল। কারণ মাসজিদের মধ্যে ক্ববর দেয়া হারাম। যদি মাসজিদের মধ্যে তার ক্ববর দেয়ার শর্ত করে তাহলে মাসজিদ ওয়াক্বফের বিরোধী কাজ হওয়ার কারণে এ ধরনের শর্ত করা বিশুদ্ধ হবে না।

—হাফিয ইরাকী (রহ.)

যে মাসজিদের কোন একটি অংশে ক্ববর রয়েছে সেখানে ফরয, নফল কোন সলাতই আদায় করা যাবে না। কেননা তা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

—ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহ.)

ভূমিকা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ :

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্যই, আমরা তারই গুণগান বর্ণনা করছি এবং তাঁর কাছেই সাহায্য ও ক্ষমা চাচ্ছি। আমরা তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমাদের নফসের অনিষ্টতা ও খারাপ কার্য হতে। আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না এবং আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ পথ প্রদর্শন করতে পারে না। "আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। আর আমরা এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বান্দাহ ও রাসূল।"

আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথ ভয় কর আর মুসলমান না হয়ে মৃত্যু বরণ করো না"।(১)

এবং আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾

১। সূরা আল ইমরান, আয়াত- ১০২

"হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করে চল যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে তদীয় সহধর্মিণী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উভয় হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর তোমরা ভয় কর সেই আল্লাহকে যাঁর নামের দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরের কাছে প্রার্থনা কর এবং আত্মীয়দের সম্পর্কে সর্তক থাক নিশ্চয় আল্লাহই তোমাদের তত্ত্বাবধানকারী।"(১)

এবং আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

﴿يَـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং ন্যায় সঙ্গত কথা বল। আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলী সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপ মোচন করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে সে বিরাট সফলতা অর্জন করবে।"(২)

এ পুস্তকটি আমি ১৩৭৭ সনের শেষ দিকে **"যারা কবরকে মাসজিদ বানিয়ে তথায় সাজদা দেয় তাদের জন্য হুঁশিয়ারী"** শিরোনামে প্রকাশ করি। আমি প্রথম মুদ্রণের পট-ভূমিকায় দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে নির্ধারণ করি। তা হলোঃ

১। ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মাণের বিধান,

২। এবং এরূপ মাসজিদে সলাত আদায়ের বিধান।

অতঃপর আমি বিষয় দু'টিকে নিয়ে গবেষণায় মগ্ন হলাম। কারণ কতিপয় জ্ঞানহীন লোক বিষয় দু'টিতে মনোনিবেশ করেছিল। তারা এমন সব কথা বলেছিল যা পূর্ববর্তী আলিমগণের কেউ বলেননি। কিন্তু তারা যে উদাসীন ও সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ তা অধিকাংশ লোকই অবহিত ছিল। পরিতাপের বিষয় হল, আলিম সমাজ এ ব্যাপারে নীরব থেকে তাদেরকে সমর্থন দিয়েছেন। তবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় কতিপয় ব্যতীত। ঐ আলিমদের কতিপয় তো চুপ থেকেছে সাধারণ

১। সূরা ঃ আন-নিসা, আয়াত- ১

২। সূরা ঃ আহযাব, আয়াত- ৭০-৭১

জনগণের ভয়ে অথবা তাদের সেসব চাটুকারের ভয়ে যারা তাদের ঘরের মধ্যেই ছিল। কিন্তু তারা বরকতময় আল্লাহ্‌র বিধানের প্রতি খেয়াল করেনি যেখানে আল্লাহ স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন ঃ

﴿اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِ اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ﴾

"নিশ্চয় আমি যেসব উজ্বল নিদর্শন ও হিদায়াত বাণী অবতীর্ণ করেছি, ঐগুলো মানুষের নিকট বর্ণনা করার পরও যারা ঐসব বিষয়কে গোপণ করে, আল্লাহ তাদের অভিশম্পাত করেন এবং অভিশম্পাতকারীগণও তাদের প্রতি অভিশাপ করে থাকে।"(১)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

من كتم علماً ألجمه اللّٰه يوم القيامة بلجام من نار.

যে ব্যক্তি ইল্‌ম গোপন করবে কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাকে আগুনের লাগাম পড়াবেন।(২)

দ্বীনে ইসলামে কবর ও মাসজিদ একত্র না হওয়ার ব্যাপারে বিশ্বের অধিকাংশ আলিম মত প্রকাশ করেছেন। কারণ তা একত্র হওয়াটা তাওহীদ ও আল্লাহ্‌র একনিষ্ট ইবাদতের পরিপন্থি। তাছাড়া ইখলাসের সঙ্গে মাসজিদ নির্মাণের বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

﴿وَّاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا﴾

মাসজিদসমূহ তো আল্লাহকে স্মরণের জন্যই। অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাউকে আহ্বান কর না।(৩)

দুঃখের বিষয় সিরিয়া সহ বিভিন্ন দেশে এমন অসংখ্য মাসজিদ আছে যেখানে ক্ববর বিদ্যমান। অথচ প্রত্যেক মু'মিনের উচিত এ ব্যাপারে সতর্ক

১। সূরা ঃ আল-বাকারাহ, আয়াত- ১৫৯

২। হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে সহীহ ইবনু হিব্বানে (২৯৬) হাসান সহীহ সনদে, এবং হাকিম (১/১০২) সহীহ সনদে।

৩। সূরা ঃ জিন, আয়াত- ১৮

থাকা। কেননা এ সম্পর্কে আল্লাহ্র নির্দেশনা রয়েছে। তারা যদি মাসজিদগুলো ক্ববর মুক্ত করে মাসজিদ পবিত্র করতো তবে কতই না ভাল হতো।

আমার বিশ্বাস, এগুলো বর্ণনা করা অবশ্য কর্তব্য। এতে কোন (দুনিয়াবী) ফায়দা হাসিলের উদ্দেশ্য নেই। আমি এ পুস্তকে কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণ নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে অনেক ধারাবাহিক (মুতাওতির) হাদীস একত্র করেছি। পাশাপাশি প্রমাণ স্বরূপ বিভিন্ন মাযহাবের আলিমগণের নির্ভরযোগ্য অভিমত তুলে ধরেছি। আর সেসব যুগোপযোগী আলিমগণের সাক্ষ্যও উপস্থাপন করেছি যারা মানুষকে সুন্নাতের ব্যাপারে উৎসাহিত করেন, তা অনুসরণের আহ্বান জানান এবং সুন্নাতের বিরোধিতার ব্যাপারেও সতর্ক করে দেন।

মহান আল্লাহ যথার্থই বলেছেন ঃ

﴿فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا﴾

"আর তাদের পরে এল পরবর্তী অপদার্থরা। তারা সলাত নষ্ট করল এবং লালসা পরবশ হল। অতএব তারা অচিরেই কুকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে।"(১)

এ পুস্তকটি উপকারী সাতটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত যা সাধারণের উপকারে আসবে। পরিচ্ছেদগুলো হল ঃ

মহান আল্লাহ্র নিকটে আমি আশাবাদী যে, পূর্বের চেয়ে এই মুদ্রণের দ্বারা মুসলমানগণ বেশি উপকৃত হবেন এবং তিনি আমার পক্ষ হতে এ প্রচেষ্টা কবূল করবেন, আমার সৎকর্মগুলো উত্তমরূপে গ্রহণ করবেন। (আমীন)

দামেস্ক, জমাদিউল উলা হিজরী ১৩৯২ **মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী**

১। সূরা ঃ মারইয়াম, আয়াত- ৫৯

প্রথম পরিচ্ছেদ

ক্ববরকে মাসজিদে রূপান্তরে নিষেধাজ্ঞামূলক হাদীসসমূহ

হাদীস নং- ১ ঃ

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ﷺ في مرضه الذي لم يقم منه : لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت : فلولا ذاك أبرزَ قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً.

'আয়িশাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ অন্তিম সময়ের অসুস্থতায় বলেছিলেন ঃ "আল্লাহ ইয়াহূদ ও নাসারাদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করুন। কারণ তারা তাদের নাবীগণের ক্ববরকে মাসজিদে রূপান্তর করেছে।" 'আয়িশাহ (রাযিঃ) বলেন, যদি ঐরূপ আশঙ্কা না দেখা দিত তাহলে তাঁকে উন্মুক্ত স্থানে(১)

১। অর্থাৎ কোনরূপ প্রাচীর নির্মাণ ছাড়াই নাবী ﷺ-এর ক্ববর প্রকাশ করা হয়েছে। আর উন্মুক্ত স্থান বলতে তার বাড়ির বাইরে দাফন উদ্দেশ্য। অনুরূপ রয়েছে "ফাতহুল বারী" গ্রন্থে।

শিক্ষা ঃ আয়িশাহ (রাঃ)-এর এই বক্তব্য স্পষ্টভাবে নাবী ﷺ-কে তার ঘরে দাফন করার কারণ প্রমাণ করছে। জেনে রাখুন, তা হল তাঁর ক্ববরে মাসজিদ নির্মাণের সম্ভাবনার পথ বন্ধ করণ। তাই এ অবস্থাকে দলিল বানিয়ে নাবী ﷺ ব্যতীত অন্যদেরকেও ঘরে দাফন করা জায়িয হবে না। মূলের বিরোধী হওয়ায় এ মতটি আরো দৃঢ়। কেননা ক্ববরস্থানে দাফন করাই হল সুন্নাত। এজন্যই ইবনু উরওয়া "কাওয়াকিবুদ্ দুরারী" গ্রন্থে (ক্বাফ ১৮৮/১ তাফসীর ৫৪৮)-তে বলেছেন ঃ ইমাম আহমাদের নিকট মুসলমানদের ঘরে দাফন করার চেয়ে ক্ববরস্থানে দাফন করা উত্তম। কেননা এতে তার উত্তরাধিকারীর পক্ষ হতে ক্ষতির আশঙ্কা কম এবং মৃতের জন্য বসবাসের দিক থেকে আখিরাতের সাদৃশ্য আর। দু'আ ও দয়ার দিক হতেও অধিক (ভাল)। ইমাম আহমাদ, তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলেই এ মতটি পছন্দ করেছেন।

যদি বলা হয় ঃ নাবী ﷺ-কে তো তাঁর ঘরেই দাফন করা হয়েছে এবং তাঁর সঙ্গে তাঁর সাহাবীকেও। আমরা বলেছি ঃ আয়িশাহ (রাঃ) বলেছেন, ঐরূপ করা হয়েছে এজন্যই যে, তাঁর ক্ববর যেন মাসজিদে রূপান্তরিত না হয়। তাছাড়া নাবী ﷺ তো তাঁর সাহাবীদেরকে বাক্বী ক্ববরস্থানেই দাফন করতেন। অন্যের কর্মের চেয়ে নাবী ﷺ-এর কর্মই উত্তম ধর্তব্য। আর সাহাবীগণ নাবী ﷺ-কে এক্ষেত্রে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখেছেন। কেনন বর্ণিত আছে, يدفن الأنبياء حيث يموتون। "নাবীগণকে তাদের মৃত্যুবরণের স্থানেই দাফন করা হয়"।

ক্ববরস্থ করা হতো। যেহেতু তিনি ﷺ আশঙ্কা করেছিলেন, তাঁর ক্ববরকে সিজদার স্থানে পরিণত করা হতে পারে সেহেতু তাঁকে উন্মুক্ত স্থানে ক্ববর দেয়া হয়নি।(২)

'আয়িশাহ্র এ কথার অনুরূপ কথা তার পিতা সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। সে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইবনু যানজাবি গুফরার আযাদকৃত গোলাম উমার হতে, তিনি বলেছেন ঃ

لما ائتمروا في دفن رسول الله ﷺ قال قائل : ندفنه حيث كان يصلي في مقامه وقال أبو بكر : معاذ الله أن نجعله وثناً يعبد، وقال الآخرون : ندفنه في البقيع حيث دفن إخوانه من المهاجرين، قال أبو بكر : إنا نكره أن يخرج قبر رسول الله ﷺ إلى البقيع، فيعوذ به من الناس لله عليه حق، وحق الله فوق حق رسول الله، فإن أخرجناه (الأصل : أخرناه) ضيعنا حق الله، وإن أخفرناه(لا) أخفرنا قبر رسول الله ﷺ، قالوا : فما ترى أنت يا أبا بكر؟ قال سمعت رسول الله ﷺ يقول : ما قبض الله نبياً قط إلا دفن حيث قبض روحه، قالوا : فأنت والله رضي مقنع، ثم خطوا حول الفراش خطاً، ثم احتمله علي والعباس والفضل وأهله ووقع القوم في الحفر يحفرون حيث كان الفراش.

যখন রসূলুল্লাহ ﷺ -এর দাফন নিয়ে পরামর্শ হচ্ছিল তখন জনৈক ব্যক্তি বললেন ঃ নাবী ﷺ যেখানে সলাত পড়তেন আমরা তাকে সেখানে দাফন করব। আবূ বাক্র (রাযিঃ) বললেন, আমরা তাঁকে প্রতিমা বানাবো আর তাকে উপাসনা করা হবে- এমন হীন কাজ থেকে আল্লাহ রক্ষা করুন। অন্যজন বললেন

২। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন বুখারী (৩/১৫৫, ১৯৮, ৮/১৪৪), মুসলিম (২/৭৬), আবূ আওয়ানা (১/৩৯৯), আহমাদ (৬/৮০, ১২১, ২৫৫), সিরাজ 'মুসনাদ' (৩/৪৮/২) উরওয়া হতে তার সূত্রে এবং আহমাদ (৬/১৪৬, ২৫২), বাগাবী "শরহে সুন্নাহ" (জিলদ্ ১, পৃঃ ৪১৫), মাকতাবুল ইসলামী কর্তৃক প্রকাশিত, সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব হতে তাঁর সূত্রে এবং এর সনদ ইমাম বুখারী ও মুসলিমের শর্ত মোতাবেক সহীহ।

ঃ আমরা নাবী ﷺ-কে বাক্বী ক্ববরস্থানে দাফন করবো যেমন তাঁর ভাই মুহাজিরদের করা হয়েছে। আবূ বাক্র (রাযিঃ) বললেন ঃ আমরা নাবী ﷺ -কে বাক্বী ক্ববরস্থানে দাফন করতে অপছন্দ করি। কেননা এর ফলে যাদের উপর আল্লাহ তা'আলার এই মর্মে হক্ব রয়েছে যে, তারা কেবল আল্লাহ্র নিকটেই আশ্রয় চাইবে, সে ক্ষেত্রে তারা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে রসূলের (ক্ববরের) মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। অথচ আল্লাহর হক্ব তো রসূলের হক্বের ঊর্ধ্বে। যদি আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বাইরে ক্ববরস্থ করি তাহলে এতে আল্লাহর হক্ব ক্ষুণ্ন করা হবে। অতএব আমরা যদি (এখানে) ক্ববর খনন করতে চাই তবে রসূলের ক্ববর খনন করবো। তাঁরা বললেন ঃ হে আবূ বাক্র! এ ব্যাপারে আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন? তিনি বললেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ কোন নাবীকে মৃত্যু দেন না যতক্ষণ না রূহ কবয করার স্থানেই উক্ত নাবীকে দাফন করা হয়। তাঁরা বললেন ঃ আল্লাহর শপথ! আপনি সন্তোষজনক (জবাব দিয়েছেন)। অতঃপর বিছানার চারপাশে দাগ টানা হলো এবং বিছানাকে আলী, আব্বাস, ফাযল এবং তাঁর পরিবারের লোকেরা সরিয়ে নিলেন। আর একদল ক্ববর খননে নিয়োজিত হয়ে বিছানার অনুরূপ খনন করতে লাগলেন।(১)

হাদীস নং- ২ ঃ

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.

আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ ইয়াহূদীদের ধ্বংস করুন। তারা তাদের নাবীগণের ক্ববরকে সিজদার স্থান (মাসজিদ) বানিয়ে নিয়েছে।(২)

১। ইবনু কাসীর (রহঃ) বলেছেন ঃ উপরোক্ত সূত্রে বর্ণনাটি মুনকাতি (বিচ্ছিন্ন)। কেননা গুফরার আযাদকৃত গোলাম উমার হাদীস বর্ণনায় দুর্বল, তদুপরি সে আবূ বাক্র সিদ্দিকের যুগ পায়নি। অনুরূপ রয়েছে- সুয়ূতীর 'আল জামিউল কাবীর' গ্রন্থে (৩/১৪৭/২-১)।

২। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন বুখারী (২/৪২২), মুসলিম, আবূ আওয়ানা, আবূ দাউদ (২/৭২), আহমাদ (২/২৮৪, ৩৬৬, ৩৯৬, ৪৫৩, ৫১৮), আবূ ইয়ালা 'মুসনাদ' (২৭৮/১), সিরাজ, সাহমী 'তারীখু জুরজান (৩৪৯), ইবনু আসাকির (১৪/৩৬৭/২), সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব হতে তার থেকে এবং মুসলিম অনুরূপ ইয়াযীদ বিন আসাম হতে আবূ হুরাইরাহ (রা.) সূত্রে এবং আবদুর রাজ্জাক 'মুসান্নাফ' (১/৪০৬, ১৫৮৯) প্রথশ অংশটি আবূ হুরাইরাহ হতে, কিন্তু সেটা মওকুফ।

হাদীস নং ৩-৪ ঃ

عن عائشة وابن عباس أن رسول الله ﷺ لما حضرته الوفاة جعل يلقي على وجهه طرف خميصة له، فإذا اغتم كشفها عن وجهه وهو يقول : لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة : يحذر مثل الذي صنعوا.

'আয়িশাহ (রা.) ও ইবনু আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ ﷺ -এর মৃত্যুর সময় যখন ঘনিয়ে এলো, তিনি ﷺ চাদরের অংশ[১] টেনে টেনে মুখমণ্ডলের উপর দিচ্ছিলেন। আর যখন অস্বস্তিবোধ করছিলেন তখন চাদরখানি সরিয়ে দিচ্ছিলেন এবং এমতাবস্থায় তিনি বলছিলেন ঃ "ইয়াহূদ ও নাসারাদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ (লা'নত) বর্ষিত হোক। (কেননা) তারা তাদের নাবীগণের ক্ববরকে সিজদার স্থান (মাসজিদ) বানিয়েছে।" আর 'আয়িশাহ (রাযিঃ)-কে তিনি ইয়াহূদদের সাদৃশ্য না করার জন্য (বার বার) সতর্ক করছিলেন।"[২]

হাফিয ইবনু হাজার বলেন ঃ নাবী ﷺ যেন বুঝে গিয়েছিলেন, তিনি সেই অসুস্থতা থেকে প্রস্থান করবেন। তাই তিনি আশঙ্কা করেছেন পূর্ববর্তীদের মত হয়ত তাঁর ক্ববরকেও সম্মান দেখানো হবে। আর ইয়াহূদ-নাসারাদের প্রতি লা'নত দ্বারা তাদের অনুরূপ কর্ম সম্পাদনকারীর পাপের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আমি বলি ঃ তারা এই উম্মাতের লোক। এ সম্পর্কে (৬ নং) হাদীসে নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত স্পষ্ট বর্ণনা আসছে।

১। রেশমী কাপড় অথবা ডোরা পশমী কাপড়। যেমন 'নিহায়া' গ্রন্থে রয়েছে। আমি বলি ঃ এখানে দ্বিতীয়টি উদ্দেশ্য। কেননা (الخز) হলো রেশম। যেমন তা এ যুগে পরিচিত। আর সেটা পুরুষের জন্য হারাম হওয়া সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত। তবে যারা তাকে হালাল করে এবং সুন্নাত অবজ্ঞা করে তাদের কথা ভিন্ন।

২। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন- বুখারী (১/৪১৬, ৪২২), মুসলিম (২/৬৬), নাসাঈ (১/১১৫), ইবনু আবী শাইবা 'মুসান্নাফ' (৪/১৪০ হিন্দের ছাপা), আহমাদ (৬/৫১, মাকতাবুল ইসলামী প্রকাশিত), আবূ আওয়ানা তার 'সহীহ' (১/৪০০-৪০১) উপরোক্ত বর্ণনাবলী তাঁর, ইবনু সা'দ "ত্বাবাকাত" (২/২৪১), সিরাজ "মুসনাদ" (৪৮/২), আবূ ইয়ালা "ত্বাবাকাত" (ক্বাফ, [illegible]০/২), বাইহাকী (৪/৮০) এবং বাগাবী (২/৪১৫-৪১৬)।

হাদীস নং- ৫ ঃ

عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما كان مرض النبي ﷺ تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال لها : مارية-وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتتا أرض الحبشة-فذكرن من حسنها وتصاويرها قالت : فرفع النبي ﷺ رأسه فقال : أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً، ثم صوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة.

'আয়িশাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ অসুস্থ থাকাবস্থায় তাঁর কতিপয় স্ত্রী হাবশায় দেখা এমন গির্জার কথা উল্লেখ করেন যাকে মারিয়া বলা হতো। ইতিপূর্বে উম্মু সালামাহ ও উম্মু হাবিবাও হাবশায় গিয়েছিলেন। তারা নাবী ﷺ -এর সামনে তাদের দেখা উক্ত গির্জার সৌন্দর্য ও প্রতিকৃতির বর্ণনা দিলেন। 'আয়িশাহ (রাযিঃ) বলেন, তাদের কথা শুনে নাবী ﷺ মাথা উত্তোলন করে বললেন ঃ "তারা এমন সম্প্রদায়, তাদের মধ্যে কোন সৎ লোক মারা গেলে তারা উক্ত ব্যক্তির ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করে। অতঃপর তাতে ছবি বা মূর্তি স্থাপন করে। ক্বিয়ামাতের দিন এরাই হবে আল্লাহর নিকট সৃষ্টিকুলের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি।"[১]

হাফিয ইবনু রজব 'ফাতহুল বারী'তে বলেছেন ঃ এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, নেককার লোকদের ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মাণ এবং সেখানে তাদের ছবি বা প্রতিকৃতি রাখা হারাম। যেমনটি নাসারারা করছে। সন্দেহ নেই যে, উভয়টিই পৃথকভাবে হারাম প্রমাণিত। মানুষের ছবিও যেমন হারাম তেমনি ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করাও হারাম। এ বিষয়ে ভিন্ন দলীল রয়েছে। যার কতিপয় বর্ণনা সামনে আসবে। তিনি আরো বলেন ঃ "উম্মু হাবিবা ও উম্মু সালামাহ গির্জার যে প্রতিকৃতির কথা উল্লেখ করেছেন তা দেয়ালে ও অন্যান্য স্থানে স্থাপিত ছিল। যার

১। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন- বুখারী (১/৪১৬, ৪২২), মুসলিম (২/৬৬), নাসাঈ (১/১১৫), ইবনু আবী শাইবা 'মুসান্নাফ' (৪/১৪০, হিন্দের ছাপা), আহমাদ (৬/৫১, মাকতাবুল ইসলামী প্রকাশিত), আবূ আওয়ানা তার 'সহীহ' (১/৪০০-৪০১)।

উপরোক্ত বর্ণনাবলী তাঁর, ইবনু সা'দ "ত্বাবাকাত" (২/২৪১), সিরাজ "মুসনাদ" (৪৮/২), আবূ ইয়ালা "ত্বাবাকাত" (ক্বাফ, ২২০/২), বাইহাকী (৪/৮০) এবং বাগাবী (২/৪১৫-৪১৬)।

ছায়া নেই। অতএব বরকত হাসিল বা শাফায়াত কামনার উদ্দেশে নাবীগণ ও সৎ লোকদের সাদৃশ্য ছবি বা প্রতিকৃতি টাঙ্গানো ইসলাম ধর্মে হারাম। কেননা তা মূর্তি পূজার অন্তর্ভুক্ত। আর নাবী ﷺ তো এ প্রসঙ্গেই বলেছেন, নিশ্চয় ঐরূপ লোকেরাই ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহর নিকটে সৃষ্টিকূলের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট পরিগণিত হবে।

সমবেদনা প্রদর্শন বা বিনোদনের উদ্দেশেও প্রতিকৃতি তৈরি হারাম। বরং তা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি তা করবে সে ক্বিয়ামাতের দিন কঠোর শাস্তি ভোগ করবে। কেননা সে জালিম, সে তো আল্লাহর এমন কর্মের সাদৃশ্য করে যা করার ক্ষমতা আল্লাহ ব্যতীত আর কারোর নেই। আল্লাহ তা'আলার সাদৃশ্য কোন কিছুই নেই। না তাঁর জাতে, না সিফাতে, না কর্মে। (কাওয়াকিবুদ্ দুরারীর (২/৮২/৬৫)-তে এর উল্লেখ হয়েছে)

আমি বলি ঃ হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে হস্তে অঙ্কিত ছবি এবং ক্যামেরা বা ফটোগ্রাফি ছবির মাঝে কোন পার্থক্য নেই। বরং উভয়ের মাঝে পার্থক্য কাঠিন্য ও আধুনিকতায়, যেমন আমি তা আমার "আদাবুয যিফাফ" কিতাবে বর্ণনা করেছি।(১)

হাদীস নং- ৬ ঃ

عن جندب بن عبد الله البجلي أنه سمع النبي ﷺ قبل أن يموت بخمس وهو يقول: قد كان لي فيكم إخوة وأصدقاء، وإني أبرأ إلى الله أن يكون لي فيكم خليل، وإن الله عز وجل قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً، ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً، لا تخذت أبا بكر خليلاً، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك.

জুনদুব বিন আবদুল্লাহ আল-বাজালী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নাবী ﷺ-কে ইন্তিকালের পাঁচদিন পূর্বে বলতে শুনেছি ঃ "তোমাদের মধ্যে আমার ভাই ও বন্ধু রয়েছে। তবে আমি তোমাদের মধ্যকার কাউকে

১। মাকতাবুল ইসলামী প্রকাশিত ১০৬-১১৬ পৃঃ, ২য় সংস্করণ।

একান্ত বন্ধু রাখার ব্যাপারে আল্লাহ্র নিকট দায়মুক্ত। কেননা মহিয়ান আল্লাহ যেমন ইব্রাহীমকে একান্ত বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন ঠিক তেমনি আমাকেও একান্ত বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন। আর আমি যদি আমার উম্মাতের কাউকে একান্ত বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে চাইতাম তবে আবূ বকরকেই গ্রহণ করতাম। হুশিয়ার থাক! তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাদের নাবী ও সৎ লোকদের ক্ববরগুলোকে সিজদার স্থানরূপে গ্রহণ করেছিল। সাবধান, তোমরা ক্ববরগুলোকে সিজদার স্থানে পরিণত করবে না। আমি তোমাদেরকে এরূপ করতে (কঠোরভাবে) নিষেধ করে যাচ্ছি।"(১)

হাদীস নং- ৭ ঃ

عن الحارث النجراني قال: سمعت النبي ﷺ قبل أن يموت بخمس وهو يقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك.

হারিস নাজরানী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ -কে তাঁর মৃত্যুর পাঁচ দিন পূর্বে বলতে শুনেছি ঃ সাবধান! নিশ্চয় তোমাদের পূর্ব যুগের লোকেরা তাদের নাবীগণের ও সৎ লোকদের ক্ববরসমূহকে সিজদার স্থান বানিয়ে নিয়েছিল। সতর্ক হও, তোমরা ক্ববরসমূহকে মাসজিদে পরিণত করবে না। আমি তোমাদেরকে ঐরূপ করতে নিষেধ করে যাচ্ছি।(২)

১। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন- মুসলিম (২/৬৭-৬৮), আবূ আওয়ানা (১/৪০১) উপরোক্ত বর্ণনাটি তার, ত্বাবারানী 'কাবীর' (১/৮৪/২) এবং ইবনু সা'দ (২/২৪০) সংক্ষিপ্তভাবে اخوة। واتخاذ خليلا কথাটি বাদে।

তার নিকটে (২/২৪১)-তে আবূ উমামাহ হতে সমার্থক হাদীস রয়েছে। হাদীসটির আরেকটি সমার্থক হাদীস রয়েছে ত্বাবারানীতে উবাই ইবনু কা'ব সূত্রে এমন সনদে যাতে কোন সমস্যা নেই (لا بأس به)। যেমন বলেছেন ইবনু হাজার হাইতামী 'আয্ যাওয়াজির' গ্রন্থের (১/১২০) আর এটিকে যঈফ করেছেন হাফিয নূরুদ্দীন হাইসামী "মাজমাউয যাওয়ায়িদ" গ্রন্থে (৮/৪১৫)।

২। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইবনু আবী শাইবাহ (ক্বাফ, (২/৮৩/৩ এবং ত্বোয়া ২) এবং এর সনদটি ইমাম মুসলিমের শর্ত মোতাবেক সহীহ।

হাদীস নং- ৮ ঃ

عن أسامة بن زيد أن رسول الله ﷺ قال في مرضه الذي مات فيه : أدخلوا علي أصحابي.

فدخلوا عليه وهو متقنع ببردة معافري، فكشف القناع فقال : لعن الله اليهود (والنصارى) اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.

উসামাহ বিন যায়েদ হতে বর্ণিত; রসূলুল্লাহ ﷺ মৃত্যুকালের অসুস্থ শয্যায় বলেছেন ঃ "সাহাবীদেরকে আমার কাছে আসতে দাও"। ফলে তাঁরা নাবী ﷺ -এর ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি তখন মুআফিরি চাদরে আবৃত অবস্থায় ছিলেন।(১) (অতঃপর চাদর সরিয়ে চেহারা উন্মুক্ত করে) বললেন ঃ "আল্লাহ ইয়াহূদ (ও নাসারাদের) অভিসম্পাত করেছেন, কেননা তারা তাদের নাবীগণের ক্বরকে মাসজিদে পরিণত করেছে।"(২)

হাদীস নং- ৯ ঃ

عن أبي عبيدة بن الجراح قال : آخر ما تكلم به النبي ﷺ : أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب، واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا (وفي رواية : يتخذون) قبور أنبيائهم مساجد.

১। ইয়ামানের চাদর, যাকে মুআফিরার দিকে সম্পর্কিত করা হয়েছে। তা ইয়ামানের একটি গোত্রের নাম, দেখুন "নিহায়া"।

২। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তায়ালিসি 'মুসনাদ' (২/১১৩), আহমাদ (৫/২০৪), ত্বাবারানী 'কাবীর' (প্রথম জিল্দ, ক্বাফ ২২/১) এবং এর সনদটি সমার্থতার কারণে হাসান, আল্লামা শাওকানী "নাইলুল আওতার" গ্রন্থে (২/১১৪) বলেছেন ঃ এর সনদ ভাল (جيد)। আর হাইসামী (রহঃ) মাজমাউয্ যাওয়ায়িদ গ্রন্থে (২/২৭) বলেছেন ঃ এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য (মাওসূক)।

অতঃপর এই হাদীসটিকে হাইসামী অন্যত্র (৯২/৮২) অনুরূপ উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন ঃ "হাদীসটি বর্ণনা করেছেন বায্যার এবং এর রিজাল নির্ভরযোগ্য"। এটির সমার্থক মুরসাল বর্ণনা রয়েছে উমার বিন আবদুল আযীয হতে মারফুভাবে, তার অনুরূপ। এটি বর্ণনা করেছেন- ইবনু সা'দ (২/২৫৪)।

আবূ উবাইদাহ বিন জার্রাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নাবী ﷺ এর শেষ (মৃত্যুর পূর্বের) কথাটি হলো ঃ "তোমরা হিজায ও নাজরান অধ্যুষিত ইয়াহূদদের আরব উপদ্বীপ থেকে বের করে দাও। আর জেনো রাখ, মানবকুলের মাঝে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হচ্ছে তারা, যারা তাদের নাবীগণের ক্ববরগুলোকে মাসজিদে পরিণত করেছে।(১) (অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যারা মাসজিদে পরিণত করবে)।"(২)

হাদীস নং- ১০ ঃ

عن زيد بن ثابت ان رسول الله ﷺ قال : لعن الله (وفي رواية : قاتل الله) اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.

যায়দ বিন সাবিত (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। নিশ্চয় রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "আল্লাহ লা'নত করেছেন (অন্য বর্ণনায় রয়েছে আল্লাহ ধ্বংস করেছেন) ইয়াহূদদেরকে। কারণ তারা তাদের নাবীগণের ক্ববরসমূহকে মাসজিদে পরিণত করেছে।"(৩)

১। দু'টি বর্ণনার মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট। প্রথম বর্ণনা দ্বারা পূর্ববর্তী লোকদের বুঝানো হয়েছে। তারা হলো ইয়াহূদ ও নাসারা, যেমন পূর্বের হাদীসসমূহে এসেছে। আর দ্বিতীয় বর্ণনা দ্বারা এ উম্মাতের সেই লোকদের বুঝানো হয়েছে যারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। (এ প্রসঙ্গে ৬, ৭, ১২ নং হাদীস দ্রঃ)

২। হাদীস বর্ণনা করেছেন আহমাদ (ক্রমিক নং- ১৬৯১, ১৬৯৪), ত্বাহাবী "মুশকিলুল আসার (৪/১৩), আবূ ইয়ালা (৫৭/১), ইবনু আসাকির (৮/৩৬৭/২) বিশুদ্ধ সনদে। হাইসামী মাজমাউয্ যাওয়ায়িদ গ্রন্থে (৫/৩২৫) বলেছেন ঃ

"হাদীসটি ইমাম আহমাদ কয়েকটি সনদে বর্ণনা করেছেন (মূলত দু'টি সনদে), সনদদ্বয়ের একটির রিজাল নির্ভরযোগ্য, সংযুক্ত এবং তা আবূ ইয়ালাও বর্ণনা করেছেন।"

আমি বলি ঃ এই বক্তব্যে সুস্পষ্ট লক্ষণীয় দিক রয়েছে। কেননা উপরের ইঙ্গিতকৃত সূত্রটির মিলটি সূত্র নির্ভর করছে ইব্রাহীম বিন মাইমুনের উপর সাঈদ বিন সামুরা হতে। তবে তৃতীয় সূত্রটি বাদে। কেননা কতিপয় বর্ণনাকারী সেখানে ইব্রাহীম বিন মাইমুন ও সাঈদ বিন সামুরার মাঝে ইসহাক বিন সা'দ বিন সামুরাকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আর সে সন্দেহযুক্ত। যেমন হাফিয "আত্ তা'জীল" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন ঃ তাতে (واعلموا أن شرار الناس) এ কথা নেই।

৩। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আহমাদ (৫/১৮৪, ১৮৬)-তে এবং এর বর্ণনাকারীরা নির্ভরযোগ্য তবে উক্বা বিন আবদুর রহমান ব্যতীত। সে হলো ইবনু আবী মা'মার, সে অজ্ঞাত ব্যক্তি; যেমন রয়েছে 'তাকরীব' গ্রন্থে। আর হাইসামীর এই কথায় ধোঁকায় পড়া ঠিক হবে ===

হাদীস নং- ১১ ঃ

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : اللهم لا تجعل قبري وثناً، لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.

আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "হে আল্লাহ্! আমার ক্ববরকে প্রতিমার(১) স্থানে পরিণত করো না।

=== না যা তিনি (২/২৭) বলেছেন ঃ "হাদীসটি ত্বাবারানী বর্ণনা করেছেন যার ব্যক্তিবর্গ নির্ভরযোগ্য।" তবে শাওকানী তা করেননি বরং তিনি (২/১১৪) বলেছেন ঃ "এর সনদ ভাল"। এজন্যই তার 'মুসিকুন' কথাটি মূলত 'সিকাত' নয়। কেননা মুসিকুন কথাটি তার এমন কিছু বর্ণনার দিকে ইঙ্গিত দেয় যার তাওসীক শক্তিশালী নয়।

হাইসামী এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, সনদের উকবাকে কেবল ইবনু হিব্বান নির্ভরযোগ্য বলেছেন, আর ইবনু হিব্বানের তাওসীক (সমর্থন) করাটা তার প্রকৃত তাওসীক নয়। আল্লাহই ভাল জানেন।

ইবনু হিব্বানের এরূপ তাওসীক যে তাওসীক হিসেবে গণ্য নয় এ ব্যাপারে রিজাল শাস্ত্রের পণ্ডিত মাত্রই জানেন। এ সম্পর্কে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি আমার প্রকাশিত "তাআক্কুবুল হাসীস" রিসালাতে, যা লিখেছেন আবদুল্লাহ আল-হাবাসী। তামাদ্দুন আল-ইসলামী সেটিকে প্রবন্ধ আকারে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেছেন। পরবর্তীতে তা "রাদ্দু আলা তাআক্কুবিল হাসীস" নামে প্রকাশ পেয়েছে। অতএব কেউ যদি কোন হাদীস সম্পর্কে বলেন ঃ "এর রিজাল নির্ভরযোগ্য" অথবা "এর রিজাল সহীহ রিজাল" এর অর্থ এই নয় যে, তার সনদটি সহীহ যেমন আমি অন্যত্রও বলেছি। এর উপমা দেখুন, "সিলসিলাতুল আহাদীসস্ সহীহা (ত্বোয়াজিম ২, পৃঃ ৫, মাকতাবুল ইসলামী প্রকাশিত), তবে হাদীসটি তার সমার্থক (শাহেদ) হাদীসের কারণে সহীহ।

১। ইবনু আবদুল বার বলেছেন ঃ (وثنا) হল প্রতিমা, মূর্তি। তিনি বলেছেন ঃ আমার ক্ববরকে মূর্তি হিসেবে গ্রহণ করে তাতে সলাত, সিজদা বা অনুরূপ কোন ইবাদত করো না। যে সেরূপ করবে তার উপর আল্লাহ্র ক্রোধ কঠোর হবে। আর নাবী ﷺ তাঁর সাহাবাদের এবং তাঁর সমস্ত উম্মাতকে পূর্ববর্তী উম্মাতদের খারাবীর ব্যাপারে সতর্ক করেছিলেন। যারা নাবীগণের ক্ববরের দিকে মুখ করে সলাত আদা করেছে এবং তাকে কিবলা ও সিজদার স্থান রূপে গ্রহণ করেছে। যেমন করেছিল মূর্তিপূজারীরা তাদের দেব-দেবীদের সাথে। তারা সেগুলোকে সামনে রেখে সিজদা করতো এবং সেগুলোর প্রতি সম্মান দেখাতো। এটাই হলো সবচেয়ে বড় শির্ক। নাবী ﷺ তাদেরকে এও জানিয়েছেন যে, তাদের ঐরূপ আচরণের ফলে আল্লাহর ক্রোধ ও গযব কিরূপ হয়েছিল। তিনি ঐরূপ কাজে সন্তুষ্ট নন। এই আশঙ্কায় যে, তা কাফিরদের পদাঙ্ক অনুসরণ হয়ে যাবে। আর আল্লাহর নাবী ﷺ পছন্দ করতেন আহলে কিতাব ও সমস্ত কাফিরদের বিপরীত করতে। তিনি তাঁর উম্মাতের জন্য শঙ্কিত ছিলেন তাদের অনুসরণের ব্যাপারে। তোমরা কি নাবী ﷺ -এর এই বাণীর অর্থ ও তিরস্কারের প্রতি লক্ষ্য করো না ঃ ===

আল্লাহর লা'নত তো সেই কওমের উপর যারা তাদের নাবীগণের ক্ববরসমূহকে সিজদার স্থান বানিয়ে নিয়েছে।"(২)

হাদীস নং- ১২ ঃ

عن عبد الله بن مسعود قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد.

আবদুল্লাহ বিন মাস'উদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ "নিশ্চয় মানবকুলের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হলো ঐ ব্যক্তি যে ক্বিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার সময় জীবিত থাকবে এবং ঐ ব্যক্তি যে ক্ববরকে সিজদার স্থানে পরিণত করবে।"(৩)

لتتبعن سنن الذين كانوا من قبلكم حذو النعل بالنعل، حتى إن أحدكم لو دخل جحر ضب لدخلتموه.

অনুরূপ রয়েছে ইবনু রজবের 'ফাতহুল বারী' (২/৯০/৬৫) 'কাওয়াকিব' হতে।

২। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আহমাদ (৭৩৫২), ইবনু সা'দ (২/২৪১-২৪২), মুফাজ্জল জুনদী "ফাযায়েলে মাদীনা' (৬৬/১), আবূ ইয়ালা 'মুসনাদ' (৩১২/১), হুমাইদী (১০২৫), আবূ নুআইম 'হিলয়া' (৬/৩৮২, ৭/৩১৭) বিশুদ্ধ সনদে।

হাদীসটির সমর্থনে মুরসাল বর্ণনা রয়েছে যা বর্ণনা করেছেন, আবদুর রায্যাক 'মুসান্নাফ' (১/৪০৬/১৫৮৭), অনুরূপ ইবনু আবী শাইবাহ (৪/১৪১) যায়েদ বিন আসলাম হতে মজবুত সনদে।

অন্যটি বর্ণনা করেছেন মালিক 'মুয়াত্তা' ৯১/১৮৫) এবং তার থেকে ইবনু সা'দ (২/২৪০-২৪১) আত্বা বিন ইয়াসার হতে মারফুভাবে। এর সনদ সহীহ।

৩। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইবনু খুযাইমাহ তার 'সহীহ' গ্রন্থে (১/৯২/২), ইবনু হিব্বান (৩৪০, ৩৪১), ইবনু আবী শাইবাহ 'মুসান্নাফ' (৪/১৪০ হিন্দোর ছাপা), আহমাদ (ক্রমিক নং- ৩৮৪৪, ৪১৪৩), ত্বাবারানী "মু'জামুল কাবীর" (৩/৭৭/১), আবূ ইয়ালা 'মুসনাদ' (২৫৭/১), আবূ নুআঈম "আখবারু আসবাহান" (১/১৪২) হাসান সনদে এবং আহমাদও (৪৩৪২) অন্য সনদে হাসানভাবে যা এর পূর্বে রয়েছে, তাদের হাদীসটি সার্বিকভাবে সহীহ। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহঃ) মিনহাজুস্ সুন্নাহ (১৩১১) ও 'আল-ইকতিজা' (১৮৫ পৃঃ) বলেছেন ঃ এর সনদ ভাল। আল্লামা হাইসামী (২/২৭) বলেছেন ঃ "হাদীসটি ত্বাবারানী কাবীরে বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ হাসান।"

আর হাদীসের প্রথম অংশটি ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে তালীক হিসেবে বর্ণনা করেছেন (১৩/১৫)।

হাদীস নং- ১৩ ঃ

عن علي بن أبي طالب قال : لقيني العباس فقال : يا علي انطلق بنا إلى النبي ﷺ فإن كان لنا من الأمر شيء وإلا أوصى بنا الناس، فدخلنا عليه، وهو مغمى عليه، فرفع رأسه فقال : لعن الله اليهود اتخذوا قبور الأنبياء مساجد. زاد في رواية : ثم قالها الثالثة.

আলী বিন আবূ তালিব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আব্বাস (রাযিঃ) আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন ঃ হে আলী! আমাদের সঙ্গে রসূলুল্লাহর নিকট চলুন। আমাদের জন্য কোন বিষয়ের নির্দেশ হয়তো হবে নতুবা তিনি ﷺ আমাদের দ্বারা লোকদের অসিয়ত করবেন।

অতঃপর আমরা নাবী ﷺ-এর কাছে গেলাম, তখন তিনি অচেতন অবস্থায় ছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁর মাথা উত্তোলন করে বললেন ঃ "ইয়াহূদদের উপর আল্লাহর অভিশাপ, কেননা তারা তাদের নাবীগণের ক্ববরসমূহকে মাসজিদ বানিয়ে নিয়েছে"। অন্য বর্ণনাতে এ কথাটুকু অতিরিক্ত রয়েছে যে, তিনি ﷺ উক্ত কথাটি তিনবার বলেছেন।(১)

হাদীস নং- ১৪ ঃ

عن أمهات المؤمنين أن أصحاب رسول الله ﷺ قالوا : كيف نبني قبر رسول الله ﷺ؟ أنجعله مسجدا؟ فقال أبو بكر الصديق : سمعت رسول الله ﷺ يقول : لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.

১। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইবনু সা'দ (৪/২৮), ইবনু আসাকির (১২/১৭২/২) দু'টি সনদে উসমান বিন আল-ইয়ামান হতে, আবূ বকর ইবনু আবী আওস হতে, তিনিও শুনেছেন, আবদুল্লাহ বিন ঈসা বিন আবদুর রহমান বিন আবূ লায়লা হতে তার পিতা সূত্রে, তিনি তার দাদা সূত্রে অথবা বলেছেন ঃ তার পিতা সূত্রে, অথবা তার দাদা সূত্রে বলেছেন ঃ আমি আলী বিন আবূ তালিবকে বলতে শুনেছি। আমি বলি, সনদটি হাসান, যদি না আমি সনদে আবূ বাকরকে চিনতে পারতাম। দুলাবী এবং আবূ আহমাদ হাকিম 'আল কুনা' গ্রন্থে তার উল্লেখ করেননি।

উম্মুল মু'মিনীনগণের (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ বলছিলেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ক্ববর কিরূপে তৈরী করবো, আমরা কি তা মাসজিদরূপে বানাবো? তখন আবূ বাকর সিদ্দিক বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ "ইয়াহূদ নাসারাদের উপর আল্লাহর লা'নত। কেননা তারা তাদের নাবীগণের ক্ববরসমূহকে মাসজিদ বানিয়েছে।"(১)

১। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইবনু যানজাওয়াই "ফাযায়িলে সিদ্দিক" গ্রন্থে যেমন রয়েছে- "আল জামিউল কাবীর" গ্রন্থে (৩/১৪৭/১)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ক্ববরসমূহকে মাসজিদে পরিণত করার অর্থ

ইতিপূর্বে উল্লেখিত হাদীসগুলোতে ক্ববরসমূহকে সিজদার স্থানে পরিণত করার ভয়াবহ পরিণতির কথা বর্ণনা হয়েছে। যে ব্যক্তি এ সত্ত্বেও ঐরূপ করবে আল্লাহর পক্ষ থেকে সে কঠোর শাস্তি ভোগ করবে। অতএব আমাদের কর্তব্য হচ্ছে ক্ববরকে মাসজিদে পরিণত করার অর্থ জানা, যেন এর ভয়াবহতা থেকে বাঁচতে পারি। তাই আমি বলব, ক্ববরকে মাসজিদে পরিণত করার তিনটি অর্থ রয়েছে। যথা ঃ

১। ক্ববরের উপর সলাত পড়া। অর্থাৎ ক্ববরের উপর সিজদা করা।

২। ক্ববরের দিকে সিজদা করা এবং সলাত ও দু'আতে ক্ববরকে ক্বিবলা গণ্য করা।

৩। ক্ববরের উপর মাসজিদ তৈরী করা এবং তাতে সলাতের ইচ্ছা করা।

উপরোক্ত অর্থগুলোর ব্যাপারে আলিমগণের উক্তি–

ক্ববরকে মাসজিদরূপে গ্রহণের ব্যাপারে উক্ত তিনটি অর্থের প্রত্যেকটিই আলিমগণের এক দল ব্যক্ত করেছেন। আর এ সম্পর্কে নাবীকূল সম্রাট ﷺ হতে সুস্পষ্ট দলীলও রয়েছে।

আল্লামা ইবনু হাজার হাইতামী "আযযাওয়ায়িদ" গ্রন্থে (১/১২১) বলেছেন ঃ "ক্ববরকে মাসজিদ বানানোর অর্থ হলো ক্ববরের উপর বা ক্ববরের দিকে সলাত আদায় করা।"

আল্লামা সিনআনী "সুবুলুস্ সালাম" গ্রন্থে (১/২১৪) বলেছেন ঃ "ক্ববরসমূহকে মাসজিদরূপে গ্রহণের অর্থ ক্ববরের দিকে সলাত আদায় অথবা ক্ববরের উপর সলাত আদায়ের চেয়েও ব্যাপক।"

আমি বলি ঃ তিনি উভয় অর্থকেই ব্যাপক ধরেছেন। আবার এটাও সম্ভাবনা আছে যে, তিনি এর দ্বারা তৃতীয় কোন অর্থের ইচ্ছা করেছেন। ইমাম শাফিয়ী তা-ই বুঝেছেন। এ সম্পর্কে তার বক্তব্যের দলীল সামনে আসছে।

হাদীসসমূহে প্রথম অর্থের দলীল ঃ

عن ابي سعيد الخدري : أن رسول الله ﷺ نهى أن يبنى على القبور، أو يقعد عليها، أو يصلى عليها.

১। আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন ক্ববরকে পাকা করতে, অথবা ক্ববরের উপর বসতে বা ক্ববরের উপর সলাত আদায় করতে।"(১)

২। নাবী ﷺ -এর বাণী ঃ

لا تصلوا إلى قبر، ولا تصلوا على قبر.

"তোমরা ক্ববরের দিকে এবং ক্ববরের উপর সলাত আদায় করবে না।"(২)

عن أنس : أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة إلى القبور.

৩। আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। "নাবী ﷺ ক্ববরের দিকে মুখ করে সলাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।"(৩)

১। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আবূ ইয়ালা "মুসনাদ" (ক্বাফ ৬৬/২) এবং এর সনদ সহীহ। আর আল্লামা হাইসামী (৩/৬১) বলেছেন ঃ "এর রিজাল নির্ভরযোগ্য"।

২। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ত্বাবারানী "মু'জামুল কাবীর" (৩/১৪৫/২) এবং তার থেকে জিয়া আল-মাকদেসী "আল-মুখতার" আবদুল্লাহ কায়সান হতে, ইকরিমা থেকে, ইবনু আব্বাস সূত্রে মারফুভাবে এবং মাকদেসী বলেছেন ঃ আবদুল্লাহ বিন কায়সান সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেছেন ঃ সে হাদীসে অস্বীকৃত (মুনকারুল হাদীস), আবূ হাতিম রাযী বলেছেন ঃ সে যঈফ। আর ইমাম নাসাঈ বলেছেন ঃ সে শক্তিশালী নয়।

আমি বলি ঃ কিন্তু হাদীসটি সহীহ। কেননা ত্বাবারানীর নিকটে (৩/১৫০/১) হাদীসটির ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) সূত্রে এর চেয়ে ভাল অন্য একটি সনদ রয়েছে।

ইমাম বুখারী সেটিকে "তারীখুস্ সগীর" গ্রন্থে (১৬৩ পৃঃ) তালীক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর আবূ মারসাদ হতে হাদীসের প্রথম অংশের সমর্থক (শাহেদ) হাদীস রয়েছে। হাদীসটি সামনে আসছে।

৩। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইবনু হিব্বান (৩৪৩)।

عن عمرو بن دينار-وسئل عن الصلاة وسط القبور-قال : ذكر لي أن النبي ﷺ قال : كانت بنو إسرائيل اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فلعنهم الله تعالى.

৪। আমর বিন দিনার হতে বর্ণিত। তাকে ক্ববরে সলাত আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল, তিনি বললেন ঃ আমাকে অবহিত করা হল যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ "বানী ইসরাঈলরা তাদের নাবীগণের ক্ববরকে মাসজিদে পরিণত করায় তাদের উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হয়েছে।"(১)

দ্বিতীয় অর্থ ঃ

আল্লামা মানাবী (রহ.) 'ফায়যুল ক্বাদীর' গ্রন্থে উপরোল্লিখিত তৃতীয় হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ "অর্থাৎ তারা (অবান্তর) বাতিল বিশ্বাসের সাথে ক্ববরকে কিবলার দিক বানিয়েছিল। যদি ক্ববরকে মাসজিদ বানানো হতো তবে ক্ববরের দিকের মাসজিদে সিজদা অপরিহার্য(২) হতো যা কিনা তার বিপরীত। আর এটা তাদের অভিসম্পাতের কারণ, যা সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে সীমাতিক্রমের কথা বলে দিচ্ছে।

কাযী বায়যাবী বলেছেন ঃ "ইয়াহূদরা সম্মানের উদ্দেশে নাবীগণের ক্ববরে সিজদা করত, ক্ববরকে কিবলা বানিয়ে সলাতে তথায় মুখ ফিরাতো, পরবর্তীতে তারা ক্ববরকে মূর্তিরূপে গ্রহণ করল ফলে আল্লাহ তাদেরকে অভিশম্পাত করলেন। আর মুসলমানদের অনুরূপ কাজ হতে নিষেধ করলেন।"

আমি বলি ঃ নাবী ﷺ-এর বাণীতে এ অর্থের স্পষ্ট দলিল রয়েছে। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ

لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها

১। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আবদুর রাযযাক (১৫৯১)। তা সহীহ সনদে মুরসাল বর্ণনা।

২। অর্থাৎ তার উপর মাসজিদ নির্মাণের ফলে তার দিকে সিজদা দেয়া আবশ্যক হয়ে যাবে। যেমন কোন মাসজিদ নির্মাণ করলে উক্ত মাসজিদের দিকে সিজদা আবশ্যক হয়ে যায়।

"তোমরা ক্ববরের উপর বসবে না এবং সেদিকে সলাত আদায় করবে না।"(১)

১। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম (৩/৬২), আবূ দাউদ (১/৭১), নাসাঈ (১/১২৪), তিরমিযী (২/১৫৪), ইমাম ত্বহাবী 'শরহুল মাআনী' (৩/১/২৯৬), বাইহাকী (৩/৪৩৫), ইমাম আহমাদ 'মুসনাদে' (৪/১৩৫), ইবনু আসাকির (২/১৫১২ এবং ২/১৫২), আবূ মুরসাদ গানাবীর হাদীস থেকে, ইমাম আহমাদ বলেছেন- হাদীসটির সনদ "ভাল"।

'আল-মুকনি' গ্রন্থের (১/১২৫৪) টীকায় মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাবের উসতাদ শাইখ সুলাইমান হাফীর কথা হল ঃ "তা ইমাম বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনা" কিন্তু এ হচ্ছে তার ভুল।

এরপর তিনি ঐ গ্রন্থের (২৮১ পৃষ্ঠায়) সনদটি শুধু মুসলিমের বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি সঠিক করেছেন। তার মত (জ্ঞান ও মর্যাদার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ লোকের) রিজাল শাস্ত্রের আলোচনাতে এ ধরনের অনেক ভুল রয়েছে। তার রিজাল শাস্ত্রের সিদ্ধান্তের উপর অনির্ভরতার সাথে নির্ভর করা যায়। আমি এর কিছু উদাহরণ ছাত্রদেরকে সাবধান ও মঙ্গলজনক মনে করে উল্লেখ করব। কেননা দীনই হচ্ছে একে অন্যের কল্যাণ কামনা করা।

উদাহরণ- ১ ঃ 'আল-মুকনি' গ্রন্থের (২০ পৃষ্ঠায় রয়েছে) জাবির (রাযিঃ) বলেছেন, নিশ্চয় নাবী ﷺ বলেছেন ঃ لا تنتفعوا من الميتة بشيء "তোমরা মৃত প্রাণী থেকে কোন প্রকার উপকার লাভ করো না।" ইমাম দারাকুতনী এটি ভাল (জাইয়্যিদ) সনদে বর্ণনা করেছেন।

আমি বলি ঃ হাদীসটি দুর্বল। সহীহ সূত্রে এমন হাদীস আছে যাতে এ হাদীসের বিপরীত কথা রয়েছে। বর্ণনাটিকে ইমাম দারাকুতনীর দিকে সম্পৃক্ত করন তার ধারণা মাত্র। আমি সেখানে এটি পাইনি।

উদাহরণ- ২ ঃ তিনি (২৮ পৃষ্ঠায়) বলেছেন, নাবী ﷺ -এর বাণীঃ من استنجي من ريح فليس منا "যে ব্যক্তি হাওয়া দ্বারা সৌচ কার্য সম্পাদন করবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। হাদীসটি ইমাম ত্বাবারানী তাঁর "মু'জামুস সাগীর" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

আমি বলি ঃ এ হাদীসটি ত্বাবারানীর মু'জাম গ্রন্থে নেই। আমি মানুষকে এ সম্পর্কে খবর দিতে অধিক সক্ষম। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যে, আমি গ্রন্থটির খিদমাত করতে পেরেছি। তাঁর গ্রন্থটিকে আমি সাহাবীদের সনদ অনুসারে মুসনাদ হিসাবে সাজিয়েছি, সূত্র বর্ণনা করেছি এবং সমস্ত হাদীসের একটি সূচীপত্র তৈরী করেছি।

হাদীসটি নাবী ﷺ-এর দিকে সম্পৃক্তে সন্দেহ আছে। কেননা হাদীসটি জাবির হতে আবূ যুবাইর কর্তৃক বর্ণিত। যা ইমাম জুরজানী ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন। সনদের আবূ যুবাইর একজন মুদাল্লিস। হাদীসটি তিনি (عن عن) 'হতে - হতে' শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন (যা হাদীস দুর্বল হওয়ার জন্য কখনো কখনো কারণ হয়ে থাকে)।

উদাহরণ- ৩ ঃ তিনি (২৯ পৃষ্ঠায়) বলেছেন ঃ নাবী ﷺ বলেছেন, لخلوف فحم الصائم ..... "অবশ্যই রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ ...." হাদীসটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন।

আমি বলি ঃ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম গ্রন্থে!

শায়খ মোল্লা আলী ক্বারী "মিরকাত" গ্রন্থে (২/৩৭২) বলেছেন ঃ নিষেধের কারণ হল–

"এমন পূর্ণাঙ্গ সম্মান প্রদর্শন যা মা'বুদের পর্যায় পৌছায়। এ সম্মান প্রদর্শন যদি প্রকৃতই ক্ববর বা ক্ববরবাসীর উদ্দেশে হয় তবে তা হবে বড় কুফরী। এর দ্বারা সাদৃশ্য অবলম্বন অপছন্দনীয়। এ অপছন্দনীয়তা হারাম হওয়া উচিত। এর চেয়ে জানাযার স্থান (মুসল্লীদের ক্বিবলা) উত্তম। এর দ্বারাই মক্কার অধিবাসীরা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে থাকে। যেমন তারা কা'বার সম্মুখে জানাযা রাখেন, অতঃপর সে দিকে পশ্চিমমুখী হন।"

আমি বলি ঃ ফরয সলাতের ক্ষেত্রে এরূপ হয়ে থাকে। যা একটি সাধারণ পরীক্ষা মাত্র। এরূপ (অভ্যাস) তারা শাম ও অন্যান্য শহর থেকে গ্রহণ করেছে। আমি খুবই জঘন্য সৌর ছবির স্থানে একবার অবস্থান করেছি। ছবিটি মূর্তির মত করে মুসল্লীদের সামনে সিজদারত অবস্থায় কাতারবন্দী হয়ে মৃত দেহের মুখোমুখী হয়ে আছে। এরূপ বিষয়কে আমরা রাসূল ﷺ-এর পথ নির্দেশের দিকে সম্পর্কিত করতে চাই। তা হলো মাসজিদের বাইরে ঈদগাহে জানাযার সলাত আদায় করা। এতে হিকমাত হলো- এরূপ পরিপন্থী কাজে লিপ্ত হওয়া হতে মুসল্লীগণ বিরত থাকবে। আল্লামা ক্বারী (রহ.) তো এ বিষয়েই সতর্ক করেছিলেন।

সাবিত বুনানী হতে আনাস সূত্রে বর্ণিত হাদীসে এসেছে ঃ

كنت أصلى قريباً من قبر، فرآني عمر بن الخطاب، فقال : القبر القبر.

فرفعت بصري إلى السماء وأنا أحسبه يقول : القمر!

"আনাস (রাঃ) বলেন ঃ আমি ক্ববরের সন্নিকটে সলাত আদায় করছিলাম। এমতাবস্থায় উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) আমাকে দেখে ফেললেন। তিনি বললেন ঃ ক্ববর, ক্ববর! ফলে আমি আকাশের দিকে চোখ উঠালাম। আমি ভেবেছিলাম, তিনি বলেছেন ঃ (কামার) চাঁদ!"(১)

১। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আবুল হাসান দায়নুরী "জুয্‌উ ফীহি মাহালিস মিন আমালী আবীল হাসান কায্‌বীনী" গ্রন্থে (ক্বাফ ৩/১) বিশুদ্ধ সনদে, ইমাম বুখারী একে তালীক করেছেন (১/৪৩৭ ফাত্‌হ), আবদুর রায্‌যাকও এটিকে মিলিত করেছেন "মুসান্নাফ (১/৪০৪/১৫৮১)। আর তিনি বৃদ্ধি করেছেন ঃ (إنما أقول القبر : لا تصل اليه) "আমি বলছি ক্ববর। সেটিকে ফিরে সলাত আদায় কর না।"

তৃতীয় অর্থ ঃ

ইমাম বুখারী এ বিষয়ে নিজ মত ব্যক্ত করে প্রথম হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ "ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মাণ অপছন্দনীয় কাজ" তিনি এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন– ক্ববরে মাসজিদ বানানোর নিষেধাজ্ঞা ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মাণ নিষেধ হওয়াকে অপরিহার্য করে। এটি স্পষ্ট কথা। ইমাম মানাবী ইতিপূর্বে এ বিষয়ে স্পষ্ট আলোচনা করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ "কিরমানী বলেন, হাদীসটির সারসংক্ষেপ হল ক্ববরকে সিজদার স্থান বানানো নিষেধ। ব্যাখ্যাটির ভাবার্থ হল ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মাণ। যার তাৎপর্য একটি অপরটির বিপরীত। তবুও তার উত্তর এভাবে দেয়া হয় যে, ঐ দু'টি অর্থ একটি অপরটিকে অপরিহার্য করে।" আর এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন আয়িশাহ (রাযিঃ) প্রথম হাদীসটির শেষের দিকে এই বলে, যদি **এই অভিশাপ না হতো তাহলে দৃশ্যমান স্থলে তার সমাধি করা হত। কিন্তু এই ভয়ে তা করা হয়নি যে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ক্ববরকে মাসজিদ বানানো হবে।** কেননা হাদীসটির অর্থ হলো, ইয়াহূদী-নাসারারা ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মাণ অপরিহার্য করে নেয়ার কারণে যে অভিশাপে অভিশপ্ত হয়েছে, সেই অভিশাপ যদি না হত, তাহলে উন্মুক্ত দৃশ্যমান স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সমাধি করা হত। কিন্তু সাহাবাগণ তা করেননি এই আশংকায় যে, তাদের পরে কেউ ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করতে পারে। যার ফলে তাদের উপরেও অভিশাপ নাযিল হতে পারে। হাসান বাসরী থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত ইবনে সায়াদ (২/২৪১) এর বর্ণনা উল্লেখিত ব্যাখ্যার সমর্থন করছে। তা হলো ঃ

عن الحسن وهو (البصري) قال : ائتمروا أن يدفنوه ﷺ في المسجد،

فقالت عائشة : إن رسول الله ﷺ كان واضعاً رأسه في حجري إذ قال :

قاتل الله أقواماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، واجتمع رأيهم أن يدفنوه

حيث قبض في بيت عائشة.

হাসান বাসরী বলেন ঃ সাহাবাগণ পরস্পর পরামর্শ করলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সমাধি মাসজিদে করবেন। অতঃপর আয়িশাহ (রাযিঃ) বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কোলে তাঁর মাথা রাখলেন, হঠাৎ বলে উঠলেন; আল্লাহ তাআলা ধ্বংস করুন এমন জাতিকে যে জাতি তাদের নাবীগণের ক্ববরে মাসজিদ নির্মাণ

করে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়িশাহ (রাযিঃ) এর ঘরের যে স্থানে মৃত্যু বরণ করলেন সেখানেই তার সমাধি করার উপর সাহাবাগণ সিদ্ধান্ত নিলেন।

আমি বলব ঃ এ হাদীসটি মুরসাল হওয়া সত্ত্বেও দু'টি জিনিস প্রমাণ করছে। প্রথমত আয়িশাহ (রাযিঃ) হাদীসটিতে উল্ল্যেখিত মাসজিদ নির্মাণ দ্বারা এমন মাসজিদকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যার মধ্যে ক্ববর দেয়া হয়। অতঃপর সঠিক কথা হচ্ছে ক্ববরের উপর যে মাসজিদ নির্মাণ করা হয়।

দ্বিতীয়তঃ সাহাবাগণ আয়িশাহ (রাযিঃ)-এর এ উপলব্ধিকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এ কারণেই তাঁরা আয়িশাহ (রাযিঃ)-এর সিদ্ধান্তের দিকে ফিরে এসেছেন। অতঃপর তাঁর ঘরেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সমাহিত করেছেন। সুতরাং প্রমাণ হয়ে গেল, **ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মাণ অথবা মাসজিদে ক্ববর দেয়া এতদুভয়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। উভয়টিই হারাম।** উভয়ের ভয়াবহতা একই। এ কারণেই হাফিয ইরাকী বলেন ঃ **যদি কেউ এই আশায় কোন মাসজিদ নির্মাণ করে যে, ঐ মাসজিদের একাংশে তাকে সমাহিত করা হবে, তাহলে সে ব্যক্তি অভিশপ্ত হল। কারণ মাসজিদের মধ্যে ক্ববর দেয়া হারাম। যদি মাসজিদের মধ্যে তার ক্ববর দেয়ার শর্ত করে তাহলে মাসজিদ ওয়াক্বফের বিরোধী কাজ হওয়ার কারণে এ ধরনের শর্ত করা বিশুদ্ধ হবে না।**(১)

আমি বলব ঃ এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, ইসলাম ধর্মে মাসজিদ এবং ক্ববর একত্রে হতে পারে না। যেমন ইতিপূর্বে আলোচনা হয়েছে এবং সামনেও বিস্তারিত ব্যাখ্যা আসছে। এই অর্থকে প্রমাণ করছে পঞ্চম হাদীস, যা নিম্নোক্ত ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

أُولئكَ قوم إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً ... أُولئكَ شرار الخلق ....

"তারা এমন জাতি যখন তাদের মাঝে সৎ ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করত, তখন তার ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করত। তারাই হচ্ছে নিকৃষ্টতম সৃষ্টিজীব।"

১। মানাবী "ফায়যুল ক্বাদীর" নামক গ্রন্থে (৫/২৭৪) বর্ণণা করে এতে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

নবীগণ এবং সৎ ব্যক্তিবর্গের ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মাণ হারাম হওয়ার ব্যাপারে এটা সুস্পষ্ট উদ্ধৃতি। কেননা এই উদ্ধৃতিটি সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ তা'আলার নিকটে তাদের নিকৃষ্টতম সৃষ্ট জীব হওয়ার কারণ বর্ণনা করে দিয়েছে। আর জাবির (রাযিঃ)-এর হাদীস এই উদ্ধৃতিটিকে আরো শক্তিশালী করছে। তিনি বলেন ঃ

نهى رسول الله ﷺ أن يجصص القبر، وان يقعد عليه، وأن يبنى عليه

"রাসূলুল্লাহ ﷺ ক্ববর পাকা করা, ক্ববরের উপরে বসা এবং ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করা হতে নিষেধ করেছেন।"(১)

১। ইমাম মুসলিম (৩/৬২), ইবনু আবী শাইবা (৪/১৩৪), তিরমিযী (২/১৫৫) হাদীসটিকে বর্ণনা করেছেন এবং তার বিশুদ্ধতাকে সত্যায়িত করেছেন। ইমাম আহমদও (৩/৩৩৯-৩৯৯) হাদীসটিকে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটি বিশুদ্ধ। সহীহ ও যয়ীফ সাব্যস্ত করার পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত কোন আলিম এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেননি। সুতরাং কাওসারী "মাক্বালাত"(১৫৯পৃঃ)-তে ঐ সূত্রটির মধ্যে আবূ যুবাইরের (عن عن) 'হতে হতে' শব্দ থাকার যে ত্রুটি বর্ণনা করেছেন, তার দ্বারা প্রতারিত হওয়া যাবে না। কেননা ইমাম মুসলিম এবং ইমাম আহমাদের নিকট আবূ যুবাইর থেকে ([illegible]) শব্দযোগে হাদীস বর্ণনার ব্যপারটি, ইবনু যুবাইর সুস্পষ্ট করেছেন। আমি বিশ্বাস করি না যে, এ ব্যাপারটি কাওসারীর নিকটে অস্পষ্ট। কিন্তু তিনি এ ধরনের কাজ ইচ্ছাকৃত ভাবেই করে থাকেন, যা অতীত ও বর্তমানের কুপ্রবৃত্তির অনুসারীগণের স্বভাব। যারা সহীহ্ হাদীসসমূহকে যয়ীফ সাব্যস্ত করে থাকেন, যখন সহীহ্ হাদীসগুলি তাদের প্রতিকূলে হয় এবং যয়ীফ হাদীসসমূহকে সহীহ সাব্যস্ত করে থাকেন, যখন যয়ীফ হাদীসগুলি তাদের অনুকূল হয়। কাওসারী এ ব্যাপারে মুহাদ্দিসীনগণের নিকটে প্রসিদ্ধ। আমি এ সম্পর্কে "আল আহাদীসিয্ যঈফা অল মাওযুআহ ওয়া আসারুহাস সায় ফিল উম্মাতি" নামক গ্রন্থের ২৩,২৪,২৫ নং হাদীসে কিছু আলোকপাত করেছি। যে ব্যক্তি নিশ্চিত হতে চায় সে যেন গ্রন্থটির সাথে মিলিয়ে দেখে নেয়। এই কিতাবটিতে অপর একটি উদাহরন আসছে।

হাদীসটির বিশুদ্ধতা আরও সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করছে, আবূ যুবাইর ঐ হাদীসের ব্যাপারে মুতাফাররিদ (একক) নয়। অর্থাৎ হাদীসটিকে শুধু আবূ যুবাইর-ই বর্ণনা করেননি, বরং ইমাম আহমাদ এবং অন্যান্যদের নিকটে, সুলাইমান ইবনে মূসাও ঐ হাদীসটি সম্বন্ধে আবূ যুবাইরের অনুসরণ করেছেন। আর ইমাম তিরমিযীও হাদীসটির বিশুদ্ধতা বর্ণনা করেছেন এই বলে যে, জাবির থেকে হাদীসটি বিভিন্ন সুত্রে বর্ণিত হয়েছে। ইবনু নাজ্জার 'জাইলু তারীখু বাগদাদ' গ্রন্থের (১০/২০১/১) উল্লেখ করেছেন আবূ নাজরাও ঐ হাদীসটির ব্যাপারে জাবিরের অনুসরণ করেছেন। ইমাম আহমাদ বলেন ঃ উম্মে সালামাহ থেকেও হাদীসটির সমার্থক হাদীস আছে। আবূ সাঈদ "কাওয়াকিবুদ দুরারী" গ্রন্থে (ক্বাফ ৮৬-৮৭ তাফসীর ৫৪৮) উল্লেখ করেছেন, অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ থেকে এ হাদীসটির সমার্থক হাদীস বিদ্যমান আছে।

সুতরাং হাদীসটি ব্যাপক হওয়ার কারণে ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মাণের বিষয়টি এর অন্তর্ভুক্ত। যেমনিভাবে ক্ববরের উপর গম্বুজ নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত। বরং প্রথমটি নিষেধ হওয়ার দিক দিয়ে অগ্রগণ্য, যা সুস্পষ্ট। অতএব এ অর্থটিই বিশুদ্ধ প্রমাণ হল। হাদীসে বর্ণিত শব্দও তা প্রমাণ করছে এবং এর সমর্থনে অন্যান্য দলীল রয়েছে। হাদীস সমূহের ব্যাপকতাই সুস্পষ্ট প্রমাণ করে, ক্ববরের উপর নির্মিত মাসজিদে সলাত আদায় নিষেধ। কেননা ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মাণের নিষেধাজ্ঞা উক্ত মাসজিদে সলাত আদায় নিষেধ হওয়াকে অপরিহার্য করে। আর এটি (আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের জন্য কোন ব্যক্তিকে) মাধ্যম ধরা নিষেধ হওয়ার অন্তর্ভুক্ত। যা মাধ্যম ধরা ও মাধ্যম ধরা দ্বারা অর্জিত উদ্দেশ্য উভয়টির নিষেধাজ্ঞাকে অপরিহার্য করে।

উদাহরণ স্বরূপ ঃ বিধান প্রণেতা যখন নাকি মদের ক্রয়-বিক্রয়কে নিষিদ্ধ করলেন, তখন তা পান করাও ঐ নিষেধাজ্ঞার বিধানে সুস্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল, বরং নিষেধ হওয়াই অধিকতর উপযোগী।

আরও সুস্পষ্ট কথা হলো, ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মাণের নিষেধাজ্ঞা মূল উদ্দেশ্য নয়, যেমন নাকি গ্রাম-গঞ্জে মাসজিদ নির্মাণের ব্যাপারটি মূল উদ্দেশ্য নয়। বরং উদ্দেশ্য প্রত্যেক ঐ মাসজিদ যা সলাত আদায়ের জন্য নির্মাণ করা হয়। পরবর্তী উদাহরণ দ্বারা বিষয়টি আরো পরিস্ফুটিত হবে- যদি কোন ব্যক্তি জনশূন্য ময়দানে মাসজিদ নির্মাণ করে এবং সেখানে কোন ব্যক্তি সলাত আদায় করতে না আসে, তাহলে ঐ মাসজিদ নির্মাণে সে ব্যক্তির কোন পূণ্য হবে না। বরং আমার দৃষ্টিতে সে ব্যক্তি সম্পদ অপচয় এবং অনুপোযুক্ত স্থানে মাসজিদ নির্মাণের কারণে গুনাহগার হবে। সুতরাং **রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মাসজিদ নির্মাণের আদেশ দিয়েছেন, তার দ্বারা পরোক্ষভাবে মাসজিদে সলাত আদায়ের আদেশও হয়ে গেছে। কেননা সলাত আদায় করাই হল মাসজিদ নির্মাণের মূল উদ্দেশ্য। এমনিভাবে তিনি ﷺ যখন ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন, এই নিষেধাজ্ঞার দ্বারাই পরোক্ষভাবে ঐ মাসজিদে সলাত আদায় নিষেধ হয়ে গেছে। কেননা সলাত আদায়ই হল মাসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্য।** আর এটাতো সুস্পষ্ট ব্যাপার। ইন্শাআল্লাহ কোন জ্ঞানীর নিকটে তা অসম্পষ্ট নয়।

সবগুলো অর্থই হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব। এ বিষয়ে ইমাম শাফিয়ী (রহঃ)-এর বক্তব্য ঃ

বক্তব্যটির সারসংক্ষেপ হল ঃ ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মাণ সম্পর্কে পূর্ববর্তী হাদীসগুলোর মধ্যে এই তিনটি অর্থই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর সেটা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ব্যাপক অর্থবোধক বাণী। ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) তার উম্ম (১/২৪৬) নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ঃ ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করা, ক্ববরকে সমতল করা, সুস্পষ্ট ক্ববরের উপর সলাত আদায়, অথবা ক্ববরের দিকে মুখ করে সলাত আদায় আমি অপছন্দ করি। তিনি আরো বলেন; যদি ক্ববরের দিক হয়ে সলাত আদায় করা হয় তাহলে সলাত আদায় হয়ে যাবে কিন্তু সে ব্যক্তি খারাপ আচরণই করল। ইমাম মালিক (রহঃ) আমাকে অবহিত করেছেন,

أن رسول الله ﷺ قال : قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "আল্লাহ ইয়াহুদ নাসারাদের ধ্বংস করুন। কেননা তারা তাদের নাবীগণের ক্ববরসমূহকে মাসজিদে পরিণত করেছে।"

ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) বলেন ঃ ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মাণ নিষেধ হওয়ার ব্যাপারে হাদীস এবং আসার বিদ্যমান থাকায় আমি তা অপছন্দ করি। আল্লাহই ভাল জানেন তিনি এও অপছন্দ করেছেন যে, তার ক্ববরের উপরে কেউ যেন মাসজিদ নির্মাণ না করে। তার মৃত্যুর পর ফিতনা এবং বিভ্রান্তি আপতিত হওয়ার ব্যাপারে তিনিও নিরাপদ ছিলেন না। অতঃপর তিনি হাদীস দ্বারা ঐ তিনটি অর্থের প্রমাণ পেশ করেছেন যা তিনি তার কথার বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। এতে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় তিনি হাদীসটিকে ব্যাপকতার দৃষ্টিতে দেখেছেন। তেমনিভাবে মুহাক্কিক্ব শাইখ আলী কারী "মিরক্বাতুল মাফাতীহ শরহু মিশকাতুল মাসাবীহ" (১/৪৫) এর মধ্যে হানাফীগণের কতিপয় ইমাম সূত্রে, ইয়াহুদীদেরকে অভিশাপ করার কারণগুলি বর্ণনা করেছেন ঃ

তারা নাবীগণের ক্ববরসমূহকে তাদের সম্মানার্থে সিজদা করত। অথচ তা প্রকাশ্য শিরক্। অথবা আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশে তাদের নাবীগণের ক্ববরস্থানে সলাত আদায় করত, তাদের ক্ববরে সিজদা করত এবং সলাত আদায় অবস্থায় তাদের ক্ববরে এই ধারণায় মনোনিবেশ করত যে, এর মাধ্যমে তারা আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের দিকেই মনোনিবেশ করছে আর নাবীগণের মর্যাদার ক্ষেত্রে

তারা বাড়াবাড়ি করত। এগুলোই হচ্ছে শিরকে খফী (গুপ্ত শির্ক)। তা এমন কতগুলো জিনিসকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়ার কারণে, যা সৃষ্টিকূলের এই পরিমাণ সম্মান করার দিকে নিয়ে যায় যে পরিমাণ সম্মান করার জন্য তাকে অনুমতি দেয়া হয়নি। সুতরাং নাবী ﷺ তার উম্মতকে এ থেকে নিষেধ করেছেন, হয়ত ঐ কাজটি ইয়াহূদীদের সাদৃশ্য হওয়ার কারণে। অথবা শিরকে খফীর অন্তর্ভুক্ত বলে। যেমন আমাদের (হানাফী) ইমামগণের মধ্যকার কোন কোন ব্যাখ্যাকার ইমাম এভাবেই বলেছেন। হাদীসেও এর পক্ষে সমর্থন এসেছে, يحذر ما صنعوا এই বাক্যের দ্বারা। অর্থাৎ "ইয়াহূদীরা যা করে তা থেকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে"।

আমি বলব ঃ প্রথম যে কারণটি তিনি উল্লেখ করেছেন, তা হল নাবীগণের ক্ববর সমূহকে সম্মানার্থে সাজদাহ করা। যদিও তা ইয়াহূদ-নাসারাদের পক্ষে সম্ভব, কিন্তু তা রাসূলুল্লাহ ﷺএর এ হাদীস থেকে সরাসরি বুঝে আসে না ঃ

اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

"তারা তাদের নাবীগণের ক্ববর সমূহকে মাসজিদে পরিণত করেছে।"

কেননা হাদীসটির বাহ্যিক অর্থ প্রমাণ করে, তারা প্রভুর উপাসনার জন্য তাদের নাবীগণের ক্ববরসমূহকে মাসজিদ বানিয়ে নিয়েছে। পূর্বল্লোখিত অর্থ সমূহের উপর ভিত্তি করে নাবীগণ হতে বরকত হাসিল করার উদ্দেশে। যদি নাবীগণের ক্ববরকে সম্মানার্থে সাজদাহ করাটা ইয়াহূদ-নাসারাদের থেকে সংগঠিত হত যেমন নাকি তারা ব্যতীত অন্যান্য মুশরিকরা এ ধরনের উপাসনার মাধ্যমে প্রকাশ্য শিরক গুনাহের মধ্যে নিপতিত হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই শাইখ মোল্লা আলী ক্বারী তা উল্লেখ করতেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মাণ কবীরা গুনাহ

পূর্ববর্তী হাদীস সমূহে বর্ণিত (اتخاذ) বা 'ক্ববরকে মাসজিদরূপে গ্রহণের' অর্থ আমাদের নিকট স্পষ্ট হওয়ার পর হাদীসগুলি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা দরকার। যেন আমরা এ বিষয়ে ঐ সমস্ত হাদীসে আলিমগণ যা আলোচনা করেছেন সেগুলির দ্বারা সঠিক পথের সন্ধান পাওয়ার উদ্দেশে উল্লেখিত (اتخاذ) 'ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করার বিধান' সম্পর্কে অবহিত হতে পারি। অতঃপর আমি বলব ঃ নিশ্চয় যে ব্যক্তি ঐ হাদীসগুলো গবেষণা করবে, তার নিকট এমন একটি চিত্র প্রকাশিত হবে যার মধ্যে উল্লেখিত (اتخاذ) অর্থাৎ ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। বরং তা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত, কেননা অভিশাপ সে ব্যাপারেই উপনীত হয়েছে। এসব হাদীস অমান্যকারীদের বৈশিষ্ট্য হল তারা আল্লাহ তা'আলার নিকটে নিকৃষ্টতম সৃষ্টিজীব। কিন্তু যারা কবীরা গুনাহে লিপ্ত নয় বরং সাগীরা গুনাহে লিপ্ত তাদের ক্ষেত্রে এরূপ বাক্য প্রয়োগ অসম্ভব।

এ সম্পর্কে আলিমগণের মাযহাব ঃ

চার মাযহাবের আলিমগণ তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। যিনি একে স্পষ্টভাবে কবীরা গুনাহ বলবেন তিনিও তাদের অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্কে মাযহাব সমূহের বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান বিশেষ প্রয়োজন ঃ

১- শাফিয়ীগণের মাযহাব; হল তা কবীরা গুনাহ।

ফাক্বীহ ইবনু হাজার হাইতামী তার "আয্যাওয়াজির আন ইক্বতিরাফিল কাবায়ির" (১/১২০) নামক গ্রন্থে বলেছেন ঃ

ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মাণ, বাতি জ্বালানো, ক্ববরকে মূর্তি বানানো, ক্ববরের পার্শ্বে তাওয়াফ করা, ক্ববরকে চুম্বন করা, ক্ববরের দিকে সলাত আদায়। অতঃপর তিনি পূর্বোল্লিখিত হাদীস সমূহের মধ্য থেকে কতিপয় হাদীস বর্ণনা করেছেন যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়নি। তারপর (১১১ পৃঃ)-তে তিনি একটি সতর্কবাণী উল্লেখ করে বলেছেন, এই ছয়টিকে কবীরা গুনাহ গণ্য করা হয়েছে, যা শাফিয়ী মাযহাবের কতিপয় আলিম বলেছেন।

মনে হচ্ছে তিনি যেন উল্লেখিত কবীরা গুনাহগুলিকে সে হাদীসসমূহ থেকেই গ্রহণ করেছেন যেগুলি আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি। ক্বরের উপর মাসজিদ নির্মাণের কারণ ঐ হাদীসগুলির দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। কেননা যে জাতি তাদের নাবীগণের ক্বরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের উপর অভিশাপ করেছেন এবং যে জাতি তাদের সৎ লোকদের ক্বরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলার নিকটে নিকৃষ্টতম সৃষ্ট জীব হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। এতে আমাদের জন্যও সতর্কবাণী রয়েছে। যেমন-এক বর্ণনায় এসেছে, يحذر ما صنعوا "ইয়াহূদীরা যা করে তা থেকে দূরে থাকতে হবে" অর্থাৎ তিনি এ কথার দ্বারা তার উম্মতকে সতর্ক করছেন যে, যদি তারা ইয়াহূদীদের সাদৃশ্য আচরণ করে, তাহলে তাদেরকেও ইয়াহূদীদের মত অভিশাপ করা হবে। এ কারণেই আমাদের (শাফিয়ী) আলিমগণ বলেছেন, বরকত লাভ করা এবং সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশে নাবী ও অলীগণের ক্বরের দিকে সলাত আদায় হারাম। তেমনিভাবে বরকত লাভ এবং সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশে ক্বরের উপরে সলাত আদায় হারাম। উল্লেখিত হাদীসগুলি দ্বারা সুস্পষ্টভাবে জানা যায়, তা কবীরা গুনাহ। হাম্বলী মাযহাবের আলিমগণের কোন কোন আলিম বলেছেন ঃ বরকত লাভের উদ্দেশে ক্বরের নিকটে কোন ব্যক্তির সলাত আদায়ের ইচ্ছা করাটা আল্লাহ এবং রাসূলের সাথে শত্রুতা পোষণ এবং ধর্মের মধ্যে এমন নতুন বিষয় আবিস্কারের নামান্তর যার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে কোন প্রকার অনুমতি নেই। **অতঃপর সবাই ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, হারাম জিনিসসমূহের মধ্য থেকে সবচেয়ে বড় ধরনের হারাম এবং শিরকের প্রকার সমূহের মধ্য বড় ধরনের শিরক হল, ক্বরের নিকটে সলাত আদায় এবং ক্বরকে মাসজিদ বানানো**। অথবা ক্বরের উপর মাসজিদ নির্মাণ অপছন্দনীয় হওয়ার ব্যাপারে যে উক্তিটি এসেছে, তা এগুলি ব্যতীত অন্যগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আলিমগণ সম্পর্কে যেন এমন কোন কাজকে পছন্দ করার ধারণা না করা হয়, যে কাজ সম্পাদনকারীর অভিশাপের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে মুতাওয়াতির (ধারাবাহিক) সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সেগুলোকে দ্রুত ধ্বংস করা অপরিহার্য। **আর ঐ গম্বুজ ধ্বংস করা অপরিহার্য, যেগুলো ক্বরের উপর নির্মাণ করা হয়েছে। কেননা সেগুলো "মাসজিদে জেরার" অর্থাৎ ক্ষতি সাধনকারী মাসজিদ থেকেও বেশী ক্ষতিকারক**। কারণ সেগুলোর ভিত্তি স্থাপিত

হয়েছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবাধ্যতার উপর। তিনি তা থেকে নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ উঁচু উঁচু ক্বরসমূহকে ভেঙ্গে ফেলার আদেশ দিয়েছেন। **ক্বরের উপর থেকে সর্বপ্রকারের মোমবাতী অথবা চেরাগকে দূর করা অপরিহার্য। সেগুলোকে ওয়াক্ফ করা এবং মানৎ করা কোনটিই জায়িয নেই**। এ কথাগুলো ফক্বীহ ইবনু হাজার হায়তামীর। মুহাক্কিক আলূসী তার "রূহুল মাআনী"(৫/৩১) নামক গ্রন্থে হাইতামীর কথা স্বীকৃতি দিয়েছেন এই বলে যে, ঐ কথাগুলি দ্বীন সম্পর্কে তার জ্ঞানের গভীরতাই প্রমাণ করে। ইবনু হাজার হাইতামী হাম্বালী মাযহাবের কতিপয় ওলামা থেকে যে কথাগুলি বর্ণনা করেছেন তার একটি হল ঃ 'অপছন্দনীয় কাজ হওয়ার ব্যাপারে যে উক্তিটি এসেছে তা এগুলো ব্যতীত অন্যগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য'। মনে হয় তিনি এ কথা দ্বারা ইমাম শাফিয়ীর বক্তব্য ঃ "আমি ক্বরের উপর মাসজিদ নির্মাণ অপছন্দ করি"। এর দিকে ইঙ্গিত করেছেন। আর এ কথার উপরই শাফিয়ী মাযহাবের অনুসারীগণ রয়েছেন। যেমন- "আত্ তাহযীব" এবং এর ব্যাখ্যা "আল মাজমু" নামক গ্রন্থে এসেছে। বিস্ময়কর কথা হল ঃ ঐ কাজগুলি হারাম হওয়ার ব্যাপারে এবং তা সম্পাদনকারী অভিশাপের ব্যাপারে এই হাদীসগুলি সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও শাফিয়ীগণ উল্লেখিত হাদীসগুলির মধ্য থেকে কতিপয় হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করে থাকেন। যদি এগুলো মাকরুহ হওয়ার বিষয় শাফিয়ীগণের নিকটে মাকরুহে তাহরীমী হতো, তাহলে প্রকৃত বিধানের কিছুটা নিকটবর্তী হত। কিন্তু তা না হয়ে বরং এগুলি তাদের নিকটে মাকরুহে তানজীহী। সুতরাং যে হাদীস দ্বারা তারা ঐ কাজগুলোর বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করে থাকেন, সে হাদীসগুলো বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও শুধু "মাকরুহ" বলার দ্বারা কথাটি কিভাবে সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে?

আমি এটা বলব, যদিও ইমাম শাফিয়ীর পূর্বল্লোখিত বর্ণনার মধ্যে "মাকরুহ" শব্দটিকে বিশেষ করে মাকরুহে তাহরীমীর উপর প্রয়োগ করা অসম্ভব মনে করছি না। কেননা তা-ই শরয়ী অর্থ যা কুরআন মাজীদের ব্যবহারের মধ্যে উদ্দেশ্য। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইমাম শাফিয়ী কুরআনের রীতির সাথে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছেন। সুতরাং যখন আমরা তার কথাগুলোতে এমন একটি শব্দ সম্পর্কে অবহিত হলাম, কুরআনুল কারীমে যার একটি বিশেষ অর্থ আছে তখন ঐ শব্দটিকে সেই অর্থেই প্রয়োগ করা অপরিহার্য। অন্য কোন পারিভাষিক অর্থের উপর নয়, যা পরবর্তী আলিমগণের নিকট স্বীকৃতি প্রাপ্ত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ﴾

"তিনি তোমাদের নিকট কুফরী, সত্য বিমুখতা ও গুনাহর কাজকে অপ্রিয় করে দিয়েছেন।" (সূরা হুজরাত ৭)

এ সবের প্রত্যেকটিই হারাম। সুতরাং এ অর্থটি ইমাম শাফিয়ী তার উল্লেখিত শব্দ (أكره) 'আমি অপছন্দ করি' এর মধ্যে গ্রহণ করেছেন। এর সমর্থন করছে ঐ বাক্যটি যা তিনি তার পরে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ "যদি ক্ববরের দিক হয়ে সলাত আদায় করে তাহলে আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু সে খারাপ আচরণ করল" এর মধ্যে (أساء) শব্দটির অর্থ হল; সে খারাপ কাজে লিপ্ত হল। অর্থাৎ সে হারাম কাজে লিপ্ত হল। কুরআনের রীতি অনুসারে এটাই (السيئة) শব্দের অর্থ। আল্লাহ তা'আলা সূরা আল-ইস্‌রার মধ্যে সন্তান হত্যা করা, যেনার নিকটবর্তী হওয়া এবং কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা ইত্যাদি নিষেধ করার পর বলেন ঃ

﴿كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾

"এগুলো প্রত্যেকটিই আল্লাহ তা'আলার নিকটে মাকরূহ" অর্থাৎ হারাম। এই আলোচনা ইমাম শাফিয়ীর বক্তব্যে অপছন্দনীয় শব্দের অর্থকে আরও নিশ্চিত করছে। তার মাযহাব হল ঃ "নিষেধের ক্ষেত্রে আসল হচ্ছে হারাম করা" কিন্তু যদি এমন একটি দলীল পাওয়া যায়, যা ঐ শব্দটির অন্য একটি অর্থ বুঝায় তাহলে সেক্ষেত্রে ঐ অর্থটিই প্রযোজ্য হবে। যেমন তিনি তার "জিমাউল ইল্‌ম" নামক গ্রন্থের ১২৫ পৃষ্ঠায় এবং "আররিসালা" নামক গ্রন্থের ৩৪৩ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। আরও জ্ঞাতব্য বিষয় হল, যে ব্যক্তি প্রমাণসহ এ বিষয়টি আলোচনা করার ইচ্ছা পোষণ করবে, নিশ্চয়ই সে এমন কোন প্রমাণ পাবে না, যা পূর্বল্লেখিত কতিপয় হাদীসে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞাকে বৈধ করতে পারবে। এটা কিভাবে সম্ভব? অথচ পূর্বোল্লেখিত হাদীস সমূহ তা হারাম নিশ্চিত করছে। এ কারণেই আমি নিশ্চিত যে, ইমাম শাফিয়ীর নিকটেও এটা হারাম। বিশেষ করে তিনি "আল্লাহ ইয়াহূদ নাসারাদের ধ্বংস করুন, তারা তাদের নাবীগণের ক্ববরকে মাসজিদে পরিণত করেছে" পূর্বোল্লেখিত এই হাদীসকে উল্লেখ করে 'মাকরূহ' সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। হাফিয ইরাক্বী যদি শাফিয়ী মাযহাবের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মাণ হারাম হওয়া সম্পর্কে পূর্বে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে থাকেন, তাহলে সে ক্ষেত্রে আর কোন প্রকার অস্পষ্টতা নেই।

ইবনুল কাইয়্যিম তার 'ই'লামুল মুকিঈন' গ্রন্থের (১/৪৭-৪৮)-তে বলেছেন ঃ ইমাম শাফিয়ী, কোন ব্যক্তি তার জারজ মেয়ের সাথে বিবাহ মাকরুহ হওয়ার উপর প্রমাণ পেশ করেছেন। কিন্তু তিনি কখনও তা বৈধ বলেননি। শরীয়তের যে সমস্ত জিনিস আল্লাহ তা'আলা নিজ পক্ষ থেকে বৈধ করে দিয়েছেন। ঐ সমস্ত জিনিসকে বৈধ বলাই তার সম্মান, ইমামত ও পদমর্যাদার জন্য উপযুক্ত। নিশ্চয়ই এই মাকরুহটিও তার পক্ষ থেকেই মাকরুহে তাহরীমী। তিনি মাকরুহ শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে রেখেছেন। কেননা হারাম জিনিসকেও আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ মাকরুহ মনে করেন। যেমন আল্লাহ বলেন-

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ .....﴾

"তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন, তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে।"(১)

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ .....﴾

"আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন এমন কাউকে যথার্থ কারণ ছাড়া হত্যা করো না।"(২)

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾

"যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তার পিছনে লেগো না।"(৩)

আল্লাহ তা'আলা যে সমস্ত জিনিসকে হারাম করে দিয়েছেন তার মধ্যকার কতিপয় হারাম এই আয়াতগুলোতে উল্লেখ করার পর আল্লাহ বলেছেন ঃ

﴿كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾

"এগুলো সবই মন্দ কাজ, এর মন্দের দিকগুলো তোমার প্রতিপালকের নিকট একান্ত ঘৃণিত (মাকরূহ)।"(৪)

অর্থাৎ এসবের মধ্যে যেগুলি মন্দ কাজ সেগুলো তোমাদের পালনকর্তার নিকটে মাকরূহ।

১। সূরা বানী ইসরাঈল, আয়াত- ২৩।
২। সূরা আনআম, আয়াত-১৫১।
৩। সূরা বানী ইসরাঈল, আয়াত- ৩৬।
৪। সূরা বানী ইসরাঈল, আয়াত- ৩৮।

সহীহ বুখারীতে আছে–

إن الله عز وجل كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال.

"আল্লাহ তা'আলা অসার কথাবার্তা বা বিতর্ক, অধিক প্রশ্ন এবং সম্পদ অপচয় করাকে মাকরূহ মনে করেন।"

পূর্বসুরী আলিমগণ মাকরূহ শব্দটিকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ এর বাণীতে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, ঐ অর্থে ব্যবহার করতেন। কিন্তু পরবর্তী আলিমগণ মাকরূহ শব্দটিকে নির্দিষ্ট করার উপর এমন একটি পরিভাষা গঠন করে নিয়েছেন, যা কোন জিনিসকে হারাম সাব্যস্ত করে না। বরং সেই জিনিসটি করার চেয়ে ছেড়ে দেওয়া অগ্রাধিকার প্রাপ্ত বুঝায়। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে যিনি ইমামগণের কথাকে হাদীসের পরিভাষার বিপরীত প্রয়োগ করেছেন তিনি সে ক্ষেত্রে ভুল করেছেন। তার চেয়ে নিকৃষ্টতর ভুল হল, যিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর বাণীতে 'অপছন্দনীয়' অথবা অন্য কোন শব্দকে হাদীসের পারিভাষিক অর্থের বিপরীতে প্রয়োগ করেছেন।

এই সামঞ্জস্যতার কারণেই আমরা বলব ঃ

আলিমগণের অপরিহার্য কর্তব্য হল, তারা যেন আরবী ভাষার আধুনিক অর্থের দিকে লক্ষ্য রাখেন। আরবী ভাষীদের নিকট যে শব্দগুলির প্রসিদ্ধ বিশেষ অর্থ আছে সেই অর্থগুলি আধুনিক অর্থের বিপরীত। কেননা কুরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং আরবী একক শব্দ ও বাক্যগুলিকে আরবী ভাষীগণ যে সংজ্ঞায় উপলব্ধি করেছিলেন ঐ সংজ্ঞায় করা অপরিহার্য। কেননা তাদের উপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। পরবর্তী আলিমগণ যে পরিভাষা গঠন করেছেন সে পারিভাষিক অর্থের সাথে ব্যাখ্যা করা বৈধ নয়। অন্যথায় এই অর্থের সাথে ব্যাখ্যাকারী ভুলের মধ্যে পতিত হবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ব্যাপারে জানা সত্ত্বেও কথা বানিয়ে বলা বৈধ নয়। এ সম্পর্কে একটি উদাহরণ 'অপছন্দনীয়' শব্দের মধ্যে উল্লেখ করেছি। আরো একটি উদাহরণ হল ঃ 'সুন্নাত' শব্দের। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে পথ, পদ্ধতি। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে হিদায়াত এবং আলোকোজ্জ্বল পথের উপর ছিলেন, এটি ঐ সব পথকে অন্তর্ভুক্ত করে, ফরজ হোক অথবা নফল। কিন্তু পারিভাষিক অর্থ হলো এটা এমন বিধানের সাথে নিদিষ্ট, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রদর্শিত পথ অনুসারে ফরজ নয়। সুতরাং কোন হাদীসের মধ্যে যে 'সুন্নাত' শব্দটি বর্ণিত হয়েছে তা এই পারিভাষিক অর্থ

অনুসারে ব্যাখ্যা করা বৈধ হবে না। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাদীস ঃ (عليكم بسنتي) "আমার সুন্নাত মেনে চলা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য" ও من رغب عن سنتي فليس مني "যে আমার সুন্নাত হতে বিমুখ হয়েছে যে আমাদের দলভুক্ত নয়" এবং অনুরূপ হাদীস যাকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরার উপর উৎসাহিত করার উদ্দেশে পরবর্তী কতিপয় শাইখগণ বর্ণনা করে থাকেন। তা হলো-

من ترك سنتي لم تنله شفاعتي

"যে ব্যক্তি আমার প্রদর্শিত পথ ছেড়ে দিল, সে আমার সুপারিশ লাভ করতে পারবে না।"

আমি বলি, তারা দু'বার ভুল করেছেন ঃ

প্রথমতঃ এমন একটি হাদীসকে রাসূলের দিকে সম্পর্কিত করা, আমার জানা মতে যার কোন ভিত্তি নেই।

দ্বিতীয়তঃ শারয়ী অর্থকে উপেক্ষা করে অলসতাবশত পারিভাষিক অর্থ অনুযায়ী 'সুন্নাহ্‌র' ব্যাখ্যা করা। আমরা (শব্দকে কেন্দ্র করে) যে আলোচনায় রয়েছি সেরূপ আলোচনায় অধিকাংশ মানুষই ভুল করে থাকে একমাত্র এরূপ অসতর্কতার কারণে।

এজন্যই শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ এবং তার ছাত্র ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) এ ব্যাপারে অধিক সতর্ক করে দিয়েছেন এবং শারয়ী শব্দের ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে পরিভাষার দিকে নয় বরং অভিধানের দিকে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিয়েছেন।

২– হানাফীগণের মাযহাব হল তা মাকরূহে তাহরীমী।

হানাফী আলিমগণ 'অপছন্দনীয়' শব্দটিকে এখানে শারয়ী অর্থেই গ্রহণ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) এর ছাত্র ইমাম মোহাম্মদ তার 'আল আসার' গ্রন্থের (৪০ পৃষ্ঠায়) বলেছেন ঃ ক্ববর থেকে যা কিছু বের হবে, তার উপর আমরা বেশী কিছু মনে করি না। ক্ববরকে প্লাস্টার করা, পাকা করা অথবা ক্ববরের নিকটে মাসজিদ নির্মাণ করা মাকরূহ। হানাফীগণের নিকটে মাকরূহ শব্দটি যখন ব্যাপক অর্থে রাখা হয়, তখন এর দ্বারা মাকরূহে তাহরীমী উদ্দেশ্য হয়। এটা তাদের প্রসিদ্ধ নীতিমালা, ইবনু মালিক এই বিষয়টি হারাম হওয়ার ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

৩– মালিকীগণের মাযহাব হল; তা হারাম।

ইমাম কুরতুবী তার তাফসীরে (১০/৩৮)-তে ৫ নং হাদীসটি উল্লেখ করার পর বলেন, আমাদের (মালিকী) আলিমগণ বলেছেন ঃ নাবী ও আলিমগণের ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করা মুসলমানদের জন্য হারাম।

৪– হাম্বলীগণের মাযহাব হল; তা হারাম।

হাম্বলীগণের মাযহাব অনুসারেও তা হারাম, যেমন 'শরহে মুনতাহা' (১/৩৫৩) ও অন্যান্য গ্রন্থে আছে। বরং তাদের কেউ কেউ ক্ববরের উপর নির্মিত মাসজিদে সলাত বাতিল হওয়া ও উক্ত মাসজিদ ভেঙ্গে ফেলা অপরিহার্য বলে মত দিয়েছেন। ইবনুল কাইয়্যিম 'যাদুল মাআদ' গ্রন্থের (৩/২২ পৃষ্ঠায়) গাযওয়ায়ে তাবুকের অধ্যায়ে ইসলামী ফিক্বাহ শাস্ত্র এবং যুদ্ধের উপকারীতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সে সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। মাসজিদে জেরার (ক্ষতি সাধনকারী মাসজিদ, যে মাসজিদে সলাত আদায়ে আল্লাহ তা'আলা তার নাবীকে নিষেধ করেছেন, সেই মাসজিদে জেরারের ঘটনাকে উল্লেখ করার পর) তিনি (ঐ বিষয় সম্পর্কে) আলোচনা করেছেন। তাহলে শুধু রাসূলুল্লাহ ﷺ কেমন করে সেটাকে ভেঙ্গে ফেললেন এবং জ্বালিয়ে দিলেন। তিনি আরও বলেছেন ঃ উল্লেখিত বিধানে ঐ সমস্ত গুনাহের স্থান জ্বালিয়ে দেয়াও অন্তর্ভুক্ত, যেখানে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নাফরমানী হয়। মাসজিদে জেরার-যেখানে সলাত পড়া হয়, আল্লাহর নামের যিক্‌র হয়, অথচ ঐ মাসজিদের ভিত্তিই স্থাপিত হয়েছিল ক্ষতি সাধনে, মুমিনদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টিকরণ ও মুনাফিকদের আশ্রয় স্থানের জন্যে। অতএব যে সমস্ত স্থানের এ অবস্থা, সে স্থানগুলোকে ভেঙ্গে ফেলা, জ্বালিয়ে দেয়া অথবা তার আকৃতি পরিবর্তন করে দেয়া এবং যে জন্য এগুলো নির্মাণ হয়েছে তা থেকে বাহির করে ফেলার মাধ্যমে সেটা বন্ধ করে দেয়া ইমাম বা রাষ্ট্র প্রধানের উপর অপরিহার্য কর্তব্য। যখন নাকি মাসজিদে জেরারের এই অবস্থা, তাহলে সে সমস্ত শিরকের ঘর, যেখানে প্রগতীরা আল্লাহ ব্যতীত স্বহস্তে বানানো প্রতিমাকে প্রভুরূপে গ্রহণ করতে আহবান করে, ঐ ঘরগুলোকে ভেঙ্গে ফেলা আরও অধিকতর শ্রেয় বরং অপরিহার্য কর্তব্য। তেমনিভাবে অন্যান্য পাপ এবং অপকর্মের কেন্দ্রসমূহের বিধান একই। যেমন- মদের দোকান, মদ্যপায়ীদের ঘর এবং অন্যায়ের যাবতীয় পথ। তাইতো উমার বিন খাত্তাব (রাযিঃ) একটি গ্রামকে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন যেখানে মদ বিক্রয় হতো এবং তিনি জ্বালিয়ে

দিয়েছিলেন রুআইশাদ সাক্বাফীর[১] মদের দোকান, যাকে পাপাশালা নামে অবহিত করা হতো এবং তিনি জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন সাদ এর সেই প্রাসাদ[২] সেখানে প্রবেশ করা প্রজাদের জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন ঘরসমূহ জ্বালিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যে ঘরের অধিবাসীরা জামাআতে জুমু'আর সলাত আদায়ে উপস্থিত হয় না।[৩] তিনি ﷺ কেবল এজন্যই তা জ্বালাতে নিষেধ করেছেন যে, তাতে নারী ও শিশুরা রয়েছে যাদের উপর জামা'আতে বা জুমু'আর সলাতে উপস্থিতি হওয়া ওয়াজিব নয়।[৪] অতএব এর দ্বারা বুঝা যায়, যে জিনিস কল্যাণকর নয় তার নিকটবর্তী হওয়া বা তা উচ্ছেদে বিলম্ব করা উচিত নয়। তাই কোন ভাবেই এরূপ মাসজিদের ব্যাপারে বিলম্ব করা ঠিক নয়। এর উপর ভিত্তি করে বলা যায়, **ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মাণ হলে সেই মাসজিদ ভেঙ্গে ফেলা হবে যেমনভাবে মাসজিদে কাউকে দাফন করা হলে উক্ত লাশ উপড়ে ফেলা হবে।** এর পক্ষে ইমাম আহমাদ এবং অন্যান্যরাও দলীল পেশ করেছেন। ইসলাম ধর্মে মাসজিদ ও ক্বরর একত্রিত হওয়ার বিধান নেই। বরং যেটিকে প্রথমে সম্পাদন করা হবে সেটি অন্যটিকে তথায় স্থাপনে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। অর্থাৎ **যদি কোথাও ক্ববর দেয়া হয় তাহলে এ ক্ববরের**

১। এটি বর্ণনা করেছেন দুলাবী "আলকুনা" গ্রন্থে (১/১৮৯) ইব্রাহীম বিন আব্দুর রহমান বিন আত্তফ হতে। তিনি বলেন ঃ **আমি উমার কে রুআইশাদ সাক্বাফির ঘর জ্বলিয়ে দিতে দেখেছি। এমনকি তা জ্বলন্ত অঙ্গারে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। সে আমাদের প্রতিবেশি ছিল। সে মদ বিক্রি করতো।** এর সনদ বিশুদ্ধ। এছাড়াও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আব্দুর রাজ্জাক সাফিয়া বিনতে আবূ উবাইদ হতে, যেমন রয়েছে "জামেউল কাবীর" (৩/২০৪/১), আবূ উবাইদ "আল আমওয়াল"(১০৩পৃঃ) ইবনু উমার হতে। এর সনদ বিশুদ্ধ।

২। অর্থাৎ প্রাসাদের দরজা, ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন আব্দুলাহ বিন মুবারাক "যুহ্‌দ" (১৭৯/১) "কাওয়াকিবুদ দুরারী" হতে তাফসীর (৫৭৫ ক্রমিক নং ৫১৩-৫২৮ত্বোয়া), আহমাদ (ক্রমিক নং ৩৯০) সনদের ব্যক্তিবর্গ নির্ভরযোগ্য।

৩। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত বুখারী ও মুসলিমের হাদীসটি রয়েছে সহীহ আবী দাউদ (৫৫৭, ৫৫৮)-তে । বিঃদ্রঃ ইবনু মাসউদ সূত্রে মারফুভাবে বণিত জুমাআর হাদীসটি ইমাম বুখারী বাদে কেবল ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

৪। আমি বলি ঃ যদিও তা যুক্তি সঙ্গত ছিল কিন্তু রাসূলল্লাহর ﷺ সূত্রে সনদটি ঐভাবে সহীহ নয়। কেননা সনদে আবূ মা'শার নাজীহ আল মাদীনী রয়েছে, সে স্মৃতি দূর্বলতার কারণে যঈফ। বরং তার এই হাদীসটি মুনকার পর্যায়ে রয়েছে। যেমন আমি বর্ণনা দিয়েছি"তাখরীজুল মিশকাত"(১০৭৩)।

কারণে সেখানে ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মাণ হবে না। এমনিভাবে যদি প্রথমে মাসজিদ নির্মাণ হয় তাহলে মাসজিদের কারণে উক্ত স্থানে ক্ববর দেয়া যাবে না। পূর্বে যেটি স্থাপন করা হয় বিধান সেটির পক্ষে হয়। উভয়টিকে একই সাথে রাখা বৈধ নয়। তাই এক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণে বিলম্ব করা সঠিক নয় এবং এরূপ মাসজিদে সলাত আদায়ও সঠিক হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ তা হতে নিষেধ করেছেন, যে ব্যক্তি ক্ববরকে মাসজিদে পরিণত করে অথবা তার উপর বাতী জ্বালায় তার উপর লা'নাত করেছেন।(৫) এটিই হলো প্রকৃত দ্বীন ইসলাম। যে দ্বীন দিয়ে আল্লাহ মানুষের মাঝে তাঁর নাবী-রাসূলদের প্রেরণ করেছেন।

অতএব আলিমগণ হতে আমরা যা কিছু উদ্ধৃত করলাম তাতে স্পষ্ট প্রতিয়মান হল, পূর্বোল্লেখিত হাদীসমূহে বর্ণিত **ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মাণ হারাম হওয়ার সাথে চার মাযহাব ঐকমত্য পোষণ করেছে।** একদা শায়খুল

৫। এটি ইবনু আব্বাসের হাদীসের দিকে ইঙ্গিত করছে। তা হল ঃ لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج **"আল্লাহ ক্ববর যিয়ারতকারিণী এবং ক্ববরের উপর মাসজিদ ও প্রদীপ স্থাপনকারীর উপর অভিশম্পাত করেছেন।"** হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আবূ দাউদ ও অন্যান্যরা । কিন্তু হাদীসের সনদ দূর্বল। যদিও পূববর্তী আলিমগণের অনেকে এই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। অতএব উচিত হবে সঠিক কথা বলা এবং তার অনুসরণ করা পূর্ববর্তীগণের মধ্যে ইমাম মুসলিম একে যঈফ বলেছেন। তিনি "কিতাবুত্ তাফসীল' এ বলেছেন ঃ এই হাদীস প্রমাণযোগ্য নয়। এর সনদে আবূ সালিহ বাজাম রয়েছে। লোকেরা তার হাদীস গ্রহণে সর্তক থাকতো। তাছাড়া ইবনু আব্বাস থেকে সে হাদীসটি শ্রবণ করেছে তাও প্রমাণিত নয়। ইবনু রজব "ফাতহ্" গ্রন্থে এর বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন রয়েছে "আল কাওয়াকিব"(৫৬/৮২/১)-এ। ইতিপূর্বে আমি হাদীসটির দুর্বলতা সম্পর্কে "আহাদীসিয যাঈফা অল মাওযুআ" গ্রন্থে বর্ণনা করেছি এবং উম্মতের মাঝে এর প্রভাবও উল্লেখ করেছি ক্রমিক নং (২২৫)-তে এবং সেখানে উল্লেখ করেছি হাদীসটি সহীহ লি গাইরিহি তবে (اتخاذ السرج) 'প্রদীপ জ্বালানো' কথাটি বাদে। কেবল এ অংশটি মুনকার, এই দূর্বল সনদ ছাড়া অন্য কোন সনদে হাদীসটি বর্ণিত হয়নি। এই হাদীসটিকে ঘিরে যে মারাত্মক ভুলের সৃষ্টি হয়েছে তা এখন অবগত হয়েছি। বর্তমানে একজন সালাফী আলিমের লিখিত "কওলুল মুবীন" বইতে তিনি লিখেছেন ঃ 'এই হাদীসটির সনদ সম্পর্কে যদিও সুনান প্রণেতাদের সমালোচনা রয়েছে তথাপিও ইমাম হাকিমের নিকটে এর সনদ উক্ত সমালোচনা হতে মুক্ত। কেননা হাকিমের সনদ তাদের সনদ হতে ভিন্ন!'

আমি বলি ঃ মূল বিষয় বর্তায় আবূ সালিহ এর উপর ইবনু আব্বাস সূত্রে। আর ইমাম হাকিম বরাবরই (১/৩৭৪) বলেছেন ঃ সনদে আবূ সালিহ হলো বাজাম। ইমাম বুখারী ও মুসলিম তার দ্বারা দলিল গ্রহণ করেননি (বা তার ব্যাপারে কোন অস্পষ্টতা রাখেননি)। ===

ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ঃ ক্ববর রয়েছে এমন মাসজিদে সলাত পড়া সঠিক হবে কি? লোকেরা তাতে জামা'আতে এবং জুমু'আতে একত্রিত হবে কি হবে না, ক্ববরটি কি সমান করে দেয়া হবে নাকি তাতে প্রাচীর দেয়া হবে? অতঃপর তিনি উত্তর দিলেন ঃ আল-হামদুলিল্লাহ, ইমামগণ এ ব্যাপারে একমত যে, ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মিত হবে না। কেননা নাবী ﷺ বলেছেন ঃ **"নিশ্চয় তোমাদের পূর্ববর্তীরা ক্ববরসমূহকে মাসজিদে পরিণত করেছিল। সাবধান! তোমরা ক্ববরকে মাসজিদে পরিণত করবে না। আমি তোমাদেরকে এরূপ কাজ করতে নিষেধ করে যাচ্ছি।"** এবং মাসজিদের ভিতর মৃতকে ক্ববর দেয়াও জায়িয নয় যদি মাসজিদটি দাফনের পূর্বে নির্মাণ হয়ে থাকে। মাসজিদটি যদি দাফন করার পূর্বে হয় তবে অবস্থান পরিবর্তন করতে হবে। হয়ত ক্ববরকে ভেঙ্গে মাটি সম করতে হবে নতুবা যদি ক্ববর নতুন হয় তবে লাশ সেখান থেকে তুলে অন্যত্র দাফন করতে হবে। আর যদি ক্ববর ছিল এমন স্থানে মাসজিদটি তৈরি হয় তবে হয়ত মাসজিদকে স্থানান্তরিত করতে হবে নতুবা ক্ববরের অবস্থান পরিবর্তন করতে হবে। **অতএব যে মাসজিদের কোন একটি অংশে ক্ববর রয়েছে সেখানে ফরয, নফল কোন সলাতই পড়া যাবে না। কেননা তা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।** অনুরূপ রয়েছে তার ফতোয়া (১/১০৭, ২/১৯২)-তে।

মিশরের দারুল ইফতা সংস্থা শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহর (রহঃ) এই ফতোয়া প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। দারুল ইফতা হতে প্রকাশিত ফতোয়া থেকে আমি তা উদ্ধৃত করেছি। সেখানে মাসজিদে লাশ দাফন জায়েয না হওয়ার বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যার ইচ্ছে হয় তিনি যেন দেখে নেন "মাজাল্লা আযহার"(খণ্ড ১১২, পৃঃ ৫০১ ও ৫০৩)।(১)

===

আমি বলি ঃ জমহুর ওলামার নিকট সে দুর্বল বর্ণনাকারী। কেবল আজলী ব্যতীত কেউ তাকে নির্ভরযোগ্য বলেননি। হাফিয (রহঃ) "তাহযীব" গ্রন্থে বলেছেন ঃ আজলী, ইবনে হিব্বানের মতই নির্ভরযোগ্য আখ্যায়িত করণে শিথিল পরিচিত। আর হাদীসটির জন্য ভিন্ন এমন কোন সনদ পাইনি যা দ্বারা দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে সেটিকে শক্তিশালী করবো। যে দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে আমি ঐখানে সেসব প্রমাণাদি উল্লেখ করেছি। কিন্তু সেখানে 'প্রদীপ' কথাটি নেই। তিনি ও অন্যান্যরা এ ব্যাপারে সন্দিহান রয়েছেন।

১। উক্ত পত্রিকার অন্য প্রবন্ধে যে কোন ক্ববরের উপর ঘর নির্মাণকে সাধারণভাবে হারাম বলা হয়েছে। (দেখুন ঃ মাজাল্লা, বর্ষ ৪৯৩০. পৃঃ ৩৫৯-৩৬৪)।

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহঃ) 'ইখতিয়ারাতু ইলমিয়াহ' গ্রন্থের (৫২পৃঃ)-তে বলেছেন ঃ ক্ববরে প্রদীপ জ্বালানো হারাম। একইভাবে ক্ববরের উপর বা ক্ববরের মাঝে মাসজিদ নির্মাণ হারাম। অতএব তা গুড়িয়ে দিতে হবে। প্রসিদ্ধ আলিমদের কেউ এর বিপরীত মত প্রকাশ করেছেন বলে আমার জানা নেই।

ইবনু উরওয়া হাম্বলী 'কাওয়াকিবুদ্ দুরারী' (২/২৪৪/১)-তে তা বর্ণনা করে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

এমনিভাবেই আমরা দেখতে পাই যে, প্রত্যেক আলিমই হাদীসে বর্ণিত ক্ববরের উপর মাসজিদ বানানো হারাম হওয়া সম্পর্কে একমত পোষণ করেছেন। অতএব আমরা মুমিনদেরকে তাদের বিপরীত করা হতে এবং তাদের সে পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার ব্যাপারে সর্তক করছি। তা করছি এজন্যই যেন তারা আল্লাহর ঘোষিত শাস্তিতে পতিত না হন।

আল্লাহ বলেন ঃ

﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾

"মু'মিনদের যে কেউ হিদায়াত স্পষ্ট হওয়ার পরও রাসূলের বিরোধিতা করবে এবং মু'মিনদের পথ ছেড়ে অন্যপথ অনুসরণ করবে, সে যেদিকে ইচ্ছে যেতে চায় আমি তাকে সে দিকেই নিব এবং পরিশেষে তাকে আমি জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো। আর তা কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল।"(১)

আল্লাহ আরো বলেন ঃ

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾

"এতে উপদেশ রয়েছে ঐ ব্যক্তির জন্য যার অনুধাবন করার মত অন্তর রয়েছে অথবা সে নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করে।"(২)

১। সূরা আল-নিসা, আয়াত-১১৫।

২। সূরা ক্বাফ, আয়াত-৩৭।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সংশয় ও তার জবাব

কেউ বলতে পারে ঃ ক্ববরের উপর মাসজিদ বানানো হারাম হওয়াটা যদি শরীয়ত স্বীকৃত হারাম হয় তাহলে এক্ষেত্রে এমন কতগুলি ব্যাপার আছে যা এর বিপরীত বুঝায়। এর বর্ণনা হলো ঃ

প্রথমতঃ সূরা কাহাফে আল্লাহর বাণী ঃ

﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا﴾

"তাদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল হল, তারা বলল, আমরা অবশ্যই তাদের স্থানে মাসজিদ নির্মাণ করব।"(১)

আয়াতের মর্মার্থ প্রমাণ করে ঃ এ কথা যারা বলেছে তারা ছিল খ্রীষ্টান। যা তাফসীরের কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়েছে। অতএব ক্ববরে মাসজিদ নির্মাণ করা তাদের শরীয়তের কাজ। আর যখন আল্লাহ পূর্ববর্তীদের শরীয়ত আমাদেরও বর্ণনা করে দিবেন এবং তা আমাদের শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত নয় বলে ঘোষণা দিবেন না তখন তা আমাদেরও শরীয়ত হয়ে যাবে। যেমন বর্ণিত আয়াতটি। এতে ক্ববরে মাসজিদ বানাতো নিষেধ করা হয়নি।

দ্বিতীয়তঃ নাবী ﷺ-এর ক্ববর তাঁর পবিত্র মাসজিদে। যদি ক্ববরে মাসজিদ বানানো (নিষেধই) নাজায়িয হতো তাহলে তাঁকে তাঁর মাসজিদে দাফন করা হতো না।

তৃতীয়তঃ যেমন নাবী ﷺ বলেছেন, মাসজিদে খাইফে সত্তরজন নাবীর ক্ববর রয়েছে তথাপিও সে মাসজিদে নাবী ﷺ সলাত আদায় করেছেন। এতে প্রমাণ হয় ক্ববরে মাসজিদ নির্মাণ জায়িয।

চতুর্থতঃ কোন কোন কিতাবে উল্লেখ আছে, মাক্কা মাসজিদে হারামের পাথরে ইসমাঈল ('আ.) ও অন্যান্যদের ক্ববর রয়েছে। এটি হলো সর্বোত্তম মাসজিদ এবং নামাযীরা এ মাসজিদেই তাদের চাওয়া পাওয়াকে অনুসন্ধান করে থাকে।

১। সূরা কাহাফ, আয়াত- ২১।

পঞ্চমতঃ যেমন ইবনু আব্দিল বার্ (রহঃ)-এর 'আল ইসতীআব' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে ঃ নাবী ﷺ-এর যুগে আবূ জানদাল (রা.) আবূ বাসীর (রা.)-এর ক্ববরে মাসজিদ নির্মাণ করেছিলেন।

ষষ্ঠতঃ ক্ববরে মাসজিদ নির্মাণকারীদের কারো কারো মত হচ্ছে, ক্ববরে মাসজিদ নির্মাণ করাকে নিষেধ করা হয় সম্ভবত ক্ববরস্থ ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে ফিতনা হওয়ার আশঙ্কার জন্য। এ ধরনের ফিতনার ভয় মু'মিনদের মনে ঈমান সুদৃঢ় হওয়ার কারণে দূরীভূত হয়ে গেছে। অতএব ক্ববরে মাসজিদ নির্মাণের নিষেধাজ্ঞাও বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

প্রথম সংশয় বা প্রশ্নের জবাব ঃ

প্রথম সংশয়ের জবাব তিনভাবে দেয়া হলো ঃ

প্রথম উত্তর ঃ ইল্‌মে উসূল তথা মৌলনীতি শাস্ত্রের বিশুদ্ধ মত হলো ঃ পূর্ববর্তীদের শরীয়ত আমাদের শরীয়ত বলে গণ্য হবে না। যা অনেক দলীল দ্বারা প্রমাণিত। তার একটি হলো, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ

اعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي ..... (فذكرها، وآخرها) وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة

আমাকে শরীয়তের কার্যাবলী হিসাবে পাঁচটি জিনিস দেয়া হয়েছে, যা পূর্বের কোন নাবীকে দেয়া হয়নি। (প্রথম থেকে শেষটি বর্ণনা করে) নাবী ﷺ বলেন ঃ পূর্বের নাবীদেরকে বিশেষ কোন এক জাতির জন্য পাঠানো হতো। আমি প্রেরিত হয়েছি সমগ্র মানব জাতির জন্য।(১)

এ বিষয়টি যখন আমাদের নিকট স্পষ্ট হবে যে, পূর্ববর্তীদের শরীয়ত আমাদের শরীয়ত নয় তাহলে সূরা কাহাফের যে আয়াতটি ক্ববরে মাসজিদ নির্মাণ বৈধ প্রমাণ করছে তা গ্রহণে আমরা বাধ্য নই। কারণ এ রীতি ছিল আমাদের পূর্ববর্তীদের।

দ্বিতীয় উত্তর ঃ "আমাদের পূর্ববর্তীদের শরীয়ত আমাদেরও শরীয়ত" কথাটি যিনি বলেছেন, তার কথা যদি সঠিক বলে মেনে নেই তাহলে এতে একটি শর্ত থাকতে হবে, তা হলো আমাদের শরীয়তে যেন তার বিপরীত কোন কিছু বর্ণিত না থাকে। অথচ তাদের যুক্তিতে এ ধরনের শর্ত অনুপস্থিত।

১। বুখারী, মুসলিম এবং ইরওয়াউল গালীল (২৮৫)।

কেননা ক্ববরে মাসজিদ নির্মাণ নিষেধ সম্পর্কে বহু ধারাবাহিক (মুতাওয়াতির) হাদীস রয়েছে। যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। ঐ হাদীসগুলিই প্রমাণ করে ক্ববরে মাসজিদ বানানোর যে কথা আয়াতে বলা হয়েছে তা আমাদের শরীয়তের বিধান নয়।

তৃতীয় উত্তর ঃ আয়াতটি ক্ববরে মাসজিদ নির্মাণ পূর্ববর্তীদের শরয়ী কাজ প্রমাণ করছে এ কথা মানতে আমরা অপারগ। বরং একদল লোক এ কথাটি বলেছিল ঃ

﴿لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا﴾

"তাদের (ক্ববরের) উপর আমরা মাসজিদ নির্মাণ করব"।

এখানে স্পষ্ট উল্লেখ নেই যে, তারা মু'মিন লোক ছিল। যদিও মু'মিন ধরে নেয়া হয় তাহলে এ কথা মানতে হবে যে, তারা সৎ মু'মিন ছিল না। আর তারা কোন প্রেরিত নাবী বা রসূলের শরীয়ত পালনকারী ছিল তা-ও বলা হয়নি। বরং স্পষ্ট কথা হলো, তারা মু'মিন ছিল না বা কোন নাবীর শরীয়তের অনুসারীও ছিল না। হাফিয ইবনু রজব বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'ফাতহুল বারী' (৬৫/১২০)-তে 'কাওয়াকিবুদ্ দুরারী' সূত্রে বলেছেন, "আল্লাহ ইয়াহূদীদের অভিসম্পাত করুন, তারা তাদের নাবীদের ক্ববরকে মাসজিদ (সিজদার জায়গা) বানিয়ে নিয়েছে"। (হাদীস)

কুরআন মাজীদও এমন মতের প্রমাণ যেমনি মত প্রকাশ করা হয়েছে এ হাদীসটিতে। আর সেটা হলো আসহাবে কাহাফ সম্পর্কে আল্লাহর বাণী ঃ

﴿قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا﴾

"যাদের মতামত প্রবল হলো তারা বলল, আমরা তাদের উপর মাসজিদ নির্মাণ করব।" ক্ববরে মাসজিদ নির্মাণ করার বিষয়ে মতের প্রাধান্য বিস্তারকারীরাই মূলত মাসজিদ নির্মাণ করেছে।

এতেই প্রমাণিত হয়, আসহাবে কাহাফের ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করেছে মূলত পেশী শক্তি, প্রাধান্য বিস্তারকারী ও প্রবৃত্তির অনুসারীরা। আর এ কাজ ঐ জ্ঞানী সম্প্রদায়ের নয় যারা আল্লাহর রাসূলের উপর নাযিলকৃত হিদায়াতের সাহায্যকারী (সঠিক ব্যাখ্যা দানকারী)। শাইখ আলী বিন উরওয়াহ 'মুখতাসার আল কাওয়াকিব' গ্রন্থের (১০/২০৭/২)-তে হাফিয ইবনু কাসীরের তাফসীরের (৩/৮৭) অনুসরণ করে বলেছেন ঃ "আল্লামা ইবনু জারীর এ ধরনের

কথা যারা বলে, তাদের সম্পর্কে দু'য়ের একটি মত দিয়েছেন। এক ঃ যারা আসহাবে কাহাফের ক্ববরে মাসজিদ নির্মাণ করতে বাধা দিয়েছিল তারা সেই সম্প্রদায়ের মু'মিন ছিল।

দুই ঃ যারা মাসজিদ নির্মাণের পক্ষে মতামত দিয়েছে তারা ঐ সম্প্রদায়ের মুশরিক ছিল। (আল্লাহ্ই ভাল জানেন)

আহলে সুন্নাত ওয়াল হাদীসগণ কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে এভাবেই দলীল গ্রহণ করে থাকেন। ক্ববরে মাসজিদ নির্মাণ করা বৈধতার দলীল গ্রহণকারীর ধারণা, আমি তাদেরই একজন। কিন্তু এ ধারণা অসত্য এবং স্পষ্ট মিথ্যা।

কুরআন মাজীদে সূরা কাহাফের আয়াতে তাঁদের ক্ববরে মাসজিদ নির্মাণ প্রত্যাখ্যান হওয়াকে অস্বীকার করেছে। হাদীসে ধারাবাহিকভাবে তাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। তাহলে কিভাবে তারা বলে ঃ আল্লাহ তাঁদের মাসজিদ নির্মাণ করাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, প্রত্যাখ্যান করেননি। তাঁর নাবীর বাণীর দ্বারা তাদের উপর লা'নত করার পরও। এর চাইতে আর কোন ধরনের প্রত্যাখ্যান স্পষ্ট ও পরিষ্কার হতে পারে?

যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের এ আয়াত দ্বারা ক্ববরে মাসজিদ নির্মাণ করা মুস্তাহাবের দলীল গ্রহণ করে পূর্বে বর্ণিত হাদীসের বিরোধিতা করে, তার উপমা ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে সুলাইমান ('আ.)-এর অনুগত ছিল। জ্বিনদের সম্পর্কে নাযিলকৃত আয়াত দ্বারা ছবি বানানো ও মূর্তি তৈরী জায়িয হওয়ার দলীল গ্রহণ করেছিল। আল্লাহ বলেন ঃ

﴿يَعۡمَلُونَ لَهُۥ مَا يَشَآءُ مِن مَّحَٰرِيبَ وَتَمَٰثِيلَ وَجِفَانٖ كَٱلۡجَوَابِ وَقُدُورٖ رَّاسِيَٰتٍ﴾

"তারা সুলাইমানের ইচ্ছানুযায়ী দুর্গ ভাস্কাট, হাউযসদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং চুল্লির উপর স্থাপিত বিশাল ডেগ নির্মাণ করত।"(১)

তারা এ আয়াত দ্বারা সহীহ হাদীসগুলির বিপরীত দলীল গ্রহণ করে থাকে, যেখানে ভাস্কর্য ও ছবি বানানোকে হারাম করা হয়েছে। নাবী ﷺ-এর হাদীসে

১। সূরা সাবা, ১৩ আয়াত।

বিশ্বাসী কোন মুসলমান এ ধরনের কাজ করতে পারে না। এরই মাধ্যমে প্রথম সংশয়ের জবাব শেষ হচ্ছে। আর সংশয়টি হলো সূরা কাহাফের আয়াত দ্বারা মাসজিদ নির্মাণ করা বৈধতার জবাব।

দ্বিতীয় সংশয়ের জবাব ঃ

সংশয়টি হচ্ছে ঃ নাবী ﷺ-এর ক্ববর তাঁর মাসজিদে অবস্থিত, যা আজও বিদ্যমান রয়েছে। মাসজিদে ক্ববর দেয়া যদি হারাম হতো তাহলে তাঁকে মাসজিদে দাফন করা হতো না?

জবাব ঃ নাবী ﷺ-এর ক্ববর যদিও আজ মাসজিদে বিদ্যমান। কিন্তু সাহাবীদের (রা.) যুগে তাঁর ক্ববর মাসজিদে ছিল না। কেননা নাবী ﷺ যখন মারা গেলেন তখন তাঁরা তাঁকে সে ঘরেই দাফন করেছেন যে ঘরটি তাঁর মাসজিদের পাশে ছিল। ঘর ও মাসজিদের মাঝে দেয়াল ছিল যা উভয়কে আলাদা করে রাখত এবং তাতে একটি দরজাও ছিল। নাবী ﷺ সেই দরজা দিয়ে মাসজিদে যেতেন। আলিম সম্প্রদায়ের কাছে এটা একটি প্রসিদ্ধ অকাট্য সত্য ব্যাপার। তাদের মাঝে এ নিয়ে কোন মতবিরোধ নেই।

সাহাবীগণ (রা.) নাবী ﷺ-কে ঘরেই দাফন করেছেন। তাঁরা এ কাজ এ জন্যই করেছেন যেন তাদের পরে কেউ তাঁর ক্ববরকে মাসজিদ বানাতে না পারে। এর বর্ণনা পূর্বে আয়িশাহ (রাঃ) ও অন্যান্যদের হাদীসে গত হয়েছে। কিন্তু তাদের পরে এমন কাজ হয়ে গেছে যা তাঁদের ধারণায় ছিল না। ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক ৮৮ হিজরী সালে মাসজিদে নাববী ভাঙ্গার আদেশ দেন এবং এর সাথে নাবী ﷺ-এর বিবিদের ঘরের জায়গাগুলি মাসজিদের সাথে সংযুক্ত করতে বলেন (মাসজিদ বড় করার উদ্দেশে)। যার ফলে নাবী ﷺ-এর ক্ববর অবস্থিত আয়িশার ঘরটি মাসজিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।(১) ঘটনাটি এমন সময়ে ঘটেছে যখন মাদীনাতে একজন সাহাবীও ছিলেন না যারা এর বিরুদ্ধে কিছু বললেন। এরূপ বক্তব্য আল্লামা হাফিয মুহাম্মাদ বিন আবদুল হাদী "আস্‌সারিমুল মানকী" গ্রন্থের ১৩৬ পৃষ্ঠায় বলেছেন ঃ

নাবী ﷺ-এর ক্ববরের হুজরা বা ঘরটি মাসজিদে ঢুকানো হয়েছে ওয়ালীদ বিন আবদুল মালিকের খিলাফাতকালে মাদীনায় অবস্থানরত সকল

১। তারীখে ইবনু জারীর (৫-২২-২২৩), তারীখে ইবনু কাসীর (৯/৭৪-৭৫)।

সাহাবীর ইন্তিকালের পরে। তাঁদের মধ্যকার সর্বশেষ মৃত্যুবরণকারী সাহাবী ছিলেন জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ), যিনি আবদুল মালিকের শাসনামলে ৭৮ হিজরী সনে মারা গেছেন। আর ওয়ালীদ খিলাফাতের দায়িত্ব পান ৮৬ হিজরীতে এবং মারা যান ৯৬ হিজরীতে। এ সময়ের মধ্যেই মাসজিদ নির্মাণ হয় ও আয়িশার হুজরাকে মাসজিদের ভিতরে প্রবেশ করানো হয়।(২)

২। আমি বলি ঃ হাফিয ইবনু আবদুল হাদী মাসজিদে নাববীতে নাবী ﷺ-এর ক্ববর কখন ঢুকানো হয়েছে তার নির্দিষ্ট কোন সন উল্লেখ করেননি। কেননা মুহাদ্দিসগণের এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ কোন বর্ণনা নেই। আমরা ইবনু জারিরের সূত্র দিয়ে যে তারিখ উল্লেখ করেছি তা ওয়াকীদের বর্ণনাতে এসেছে। তিনি মিথ্যা অপবাদে দূষিত। আর হাফিয ইবনু আবদুল হাদীর কথাতে ইবনু শুবাহর যে বর্ণনা সামনে আসতেছে তার ভিত্তিও অজ্ঞতার উপর। তারা অজ্ঞাত বর্ণনাকারী। যা স্পষ্ট। এ ব্যাপারে সঠিক কোন দলীল নেই। সর্বোত্তম পন্থাটি হচ্ছে ঐতিহাসিকগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, নাবী ﷺ-এর ক্ববর মাসজিদে ঢুকানোর ঘটনা ঘটেছিল ওয়ালীদের শাসনামলে। এ সংখ্যাটিই এ তথ্য সঠিক হওয়ার জন্য যথেষ্ট যে, ঘটনা ঘটেছিল মাদীনাতে বসবাসকারী সকল সাহাবীর মৃত্যুবরণের পর।

হাফিয ইবনু হাদীর মতটি ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে আবূ আবদুল্লাহ আল রাবিঈ তাঁর 'মাশায়িখ' গ্রন্থে (১/৮৭-)-তে যে আসারটি বর্ণনা করেছেন তা দ্বারা। তিনি মুহাম্মাদ বিন রাবিঈ হাইযারী হতে বর্ণনা করেন, "সাহল বিন সা'দ মাদীনাতে একশত বছর বয়সে ৯১ হিজরীতে মারা যান। নাবী ﷺ-এর সাহাবীদের মধ্যে যারা মাদীনাতে মারা গেছেন তিনি ছিলেন তাদের সর্বশেষ সাহাবী। কিন্তু আমরা (মুহাদ্দিসগণ) হাইযারীকে চিনি না। সে মু'দাল রাবী। অনুরূপ কথা উল্লেখ করেছেন হাফিয ইবনু হাজার 'ইসাবা' গ্রন্থের (২/৮৭) পৃষ্ঠায় আযহারী হতে ঃ "সে মু'দাল বা মুরসাল বর্ণনাকারী" এবং এরপর বলেছেন, "এর পূর্বে বলা হয়েছে ইবনু আবী দাউদ মনে করেন যে, সাহল বিন সা'দ ইসকান্দা দরিয়াতে মারা গেছেন"। 'তাকরীব' গ্রন্থে দৃঢ়তার সাথে বলেছেন তিনি ৮৮ হিজরীতে মারা গেছেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

সারকথা ঃ মাসজিদে ক্ববর ঢুকানোর সময় কোন সাহাবী জীবিত ছিলেন এ ধরনের কোন ভাষ্য (হাদীস) নেই যা দ্বারা দলীল দেয়া যাবে। যদি কেউ দাবী করে যে, এ কাজের সময় কোন সাহাবী বেঁচে ছিলেন তাহলে তাকে অবশ্যই দলীল দিতে হবে। যেমন মুসলিমের ব্যাখ্যা (৫/১৩/১৪ পৃষ্ঠায়) এসেছে ঃ এ কাজ হয়েছিল সাহাবীদের যুগে। তবে এ সনদ বর্ণনাকারী রিওয়াতটি মু'দাল অথবা মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এ ধরনের হাদীস বা আসার দলীলযোগ্য নয়। যদি তাদের এ দাবী সহীহ হয় তাহলে তখন একজন সাহাবীর অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করবে একাধিক সাহাবীর নয়।

বিভিন্ন কিতাবে এ মাসআলা সম্পর্কে জ্ঞানহীনভাবে বলা হয়েছে ঃ "উসমান (রা.) কর্তৃক মাসজিদে নাববী প্রশস্ত করার পর থেকে তাঁর ক্ববরকে মাসজিদের ভিতর ঢুকানো হয়েছে যা পূর্বে ছিল না। তখন থেকেই ক্ববর তিনটি (নাবী ﷺ, আবূ বকর ও উমারের ক্ববর) মাসজিদের

সীমার ভিতরে পড়ে গেছে। যা কোন সালাফ (পূর্বসুরী) অপছন্দ করেননি বা খারাপ মনে করেননি।"

তাদের অজ্ঞতার কোন সীমা নেই। আমি বলতে চাই না ঃ এগুলো তাদের মিথ্যা রটনার অংশ। কেননা একজন আলিমও বলেননি যে, ক্ববর তিনটি উসমান (রা.)-এর খিলাফাতকালে মাসজিদে ঢুকানো হয়েছে। বরং তারা সবাই ঐকমত্য হয়েছেন যে, এ ঘটনা ঘটেছিল ওয়ালীদ বিন আবদুল মালিকের শাসনামলে। অর্থাৎ উসমান (রা.)-এর প্রায় অর্ধ শতাব্দীর পর। কিন্তু ঐ জিনিসের স্তুতিগায় তারা জানে না। তারা উসমানের কাজ সম্পর্কে যা বর্ণনা করেছে তিনি তার বিপরীত কাজ করেছেন। কেননা তিনি যখন মাসজিদে নাববী প্রশস্ত করেন তখন পূর্বে বর্ণিত হাদীসের আলোকে মতভেদে পড়া থেকে নিজেকে বাঁচিয়েছেন। তিনি হুজরার দিকে মাসজিদ প্রশস্ত করেননি। আর তিনি নাবী ﷺ, আবূ বকর ও উমারের ক্ববরকে মাসজিদে ঢুকাননি। এটাই হচ্ছে আসল অবস্থা। যা তাঁর পূর্বসুরী উমার বিন খাত্তাব (রা.) করে গেছেন।

তাদের কথা ঃ "কোন সালাফ একে খারাপ মনে করেননি বা প্রত্যাখ্যান করেননি।"

আমরা বলি ঃ এ সম্পর্কে আপনাদের কে জানাল! বিবেকবান ব্যক্তিদের নিকট সব চাইতে কঠিন জিনিস হলো অস্তিত্বহীন কোন জিনিসকে প্রমাণিত করা, যা হওয়ার সম্ভাবনা আছে অথচ সে জানে না। আলিমগণের নিকট এটা জানাশোনা কথা। এ জন্য পরিপূর্ণভাবে মিথ্যা রটনা এবং প্রবাহমান কোন জিনিসকে সীমাবদ্ধ করে দেয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ ঘটনা সম্পর্কে যা বলা হয় তা নিষিদ্ধ উচ্ছিষ্ট বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। তারা যদি এ মাসআলা সংক্রান্ত কিতাবাদি পড়ত তাহলে এ ধরনের স্পষ্ট অজ্ঞতায় পড়ত না।

যদি তারা চেষ্টা করত তাহলে তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করতে উদ্বুদ্ধ করত না এবং তারা ইল্‌ম দ্বারা একে সীমাবদ্ধ করত না। হাফিয ইবনু কাসীর তারীখে (৭৫, খণ্ড ৯)-তে মাসজিদে নাববীতে ক্ববর ঢুকানোর কাহিনী বর্ণনা করার পর বলেছেন ঃ

"বলা হয়ে থাকে সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব আয়িশার ঘরকে মাসজিদে ঢুকানো অপছন্দ করেছেন। তিনি ভয় করেছেন হয়তো ক্ববরকে মাসজিদ বানিয়ে নেয়া হবে।"

এ হাদীসের (আসারের) বিশুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা নিয়ে আমাকে বেশী উৎকণ্ঠা পোহাতে হয়নি। কেননা এর উপর শরয়ী কোন হুকুমের ভিত্তি রচনা করব না। কিন্তু সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব ও অন্যান্য আলিম যারা এ পরিবর্তনকে দেখেছেন তাদের সম্পর্কে আসল ধারণা হলো তারা পূর্বে উল্লেখিত হাদীসগুলিতে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞার কারণে এ কাজকে কঠোরভাবে অপছন্দ (প্রত্যাখ্যান) করেছেন। এর মধ্যে আয়িশাহ (রাযিঃ)-এর বর্ণনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, "যদি এরূপ অবস্থা না হতো তাহলে তাঁর ক্ববরকে প্রকাশ করা হত (উন্মুক্ত স্থানে দেয়া হত)। কিন্তু তিনি ভয় করেছেন হয়তো ক্ববরকে মাসজিদ বানিয়ে নেয়া হবে।"

সাহাবীগণ যা ভয় করতেন দুঃখজনকভাবে অন্যদের দ্বারা ক্ববরকে মাসজিদে ঢুকানোর ফলে তা-ই সংগঠিত হয়েছে। কিন্তু তখন কোন পার্থক্যকারী ছিলেন না। তবে ক্ববরকে মাসজিদ বানানোর জন্য যে ভয় পূর্বের হাদীসে দেখানো হয়েছে তা সর্বাবস্থায় বহাল থাকবে। যেমন পূর্বে ইমাম হাফিয ইরাকী, শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্‌র আলোচনাতে আলোকপাত করা

হয়েছে। এ মতটি আরো শক্তিশালী হয়, কেননা সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব দ্বিতীয় হাদীসের একজন বর্ণনাকারীও বটে। যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। যে ব্যক্তি তার জ্ঞান, মর্যাদা ও সত্যের ব্যাপারে তার পৌরষত্বকে স্বীকার করে তার কি এ ধরনের কথা বলা সাজে যে, সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব যে হাদীসের বর্ণনাকারী সে হাদীসের বিরোধী কোন কাজ তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন অথবা করেননি। যেমন ক্ববরে মাসজিদ নির্মাণ বৈধ পক্ষাবলম্বীর কেউ কেউ বলেছেন, "নাবীর ক্ববরকে মাসজিদে ঢুকানোর কাজকে কোন সালাফ অপছন্দ করেননি বা নিষেধ করেননি"?

আসল কথা হলো ঃ তাদের এ কথাগুলি সকল সালাফের বিরুদ্ধে স্পষ্ট অপবাদ (যদি তারা জানত)। কেননা পূর্বে বর্ণিত হাদীসগুলি অথবা হাদীসের অর্থ সম্পর্কে যারা অবহিত ছিলেন তাদের সবার নিকটেই ক্ববরকে মাসজিদে অন্তর্ভুক্ত করা স্পষ্ট গর্হিত কাজ। এও অসম্ভব যে, এ ব্যাপারে সকল সালাফ অজ্ঞ ছিলেন। অথবা কিছু সংখ্যক লোকই এটা ভালভাবে জানতেন। ব্যাপারটি যদি এরূপ হয় তাহলে আমরা বলতে পারি নিশ্চয় তারা এ কাজকে অপছন্দ করেছেন। যদিও আমরা এ ক্ষেত্রে দলীল দিতে পারব না। কেননা তখন যা কিছু ঘটেছিল তার সবই ইতিহাস আমাদেরকে সংরক্ষণ করে দেয়নি। তাহলে এ কথা কী করে বলা যাবে যে, তারা এ কাজকে অপছন্দ বা প্রত্যাখ্যান করেননি? আল্লাহ ক্ষমা করুন!

তাদের অজ্ঞতার আরও একটি দৃষ্টান্ত হলো ঃ তারা তাদের পূর্বের কথার সাথে তাল মিলিয়ে বলে, মাসজিদে বানী উমাইয়্যার অবস্থাও মাসজিদে নাববীর মতই। সাহাবীগণ ও অন্যান্য মুসলমানরাও দামেস্কের উমাইয়্যা মাসজিদে গিয়েছেন। তখন তো মাসজিদের ভিতরে ক্ববর ছিল, এ কথা কি কেউ অস্বীকার করতে পারবে?

তাদের যুক্তি আশ্চর্যজনক। কোন জ্ঞানী ব্যক্তি কি এ কথা বলতে পারে যে, বর্তমানে উমাইয়্যা মাসজিদের যে অবস্থা প্রত্যক্ষ করতেছে ওয়ালীদ বিন আবদুল মালিকের শাসনামলে যখন প্রথম মাসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছিল তখন কি এ রকম অবস্থা ছিল! কখনো না। মূর্খরা ব্যতীত অন্য কেউ এ ধরনের কথা বলতে পারে না! আমরা তাদের কথাগুলির ভ্রান্ততা আপনাদের সামনে তুলে ধরব। কোন সাহাবী বা তাবিয়ী মাসজিদে বনী উমাইয়্যা বা অন্য কোন মাসজিদে প্রকাশ্য কোন ক্ববর দেখতে পাননি। বরং এ সম্পর্কে যে সকল বর্ণনা এসেছে তার মূল বক্তব্য হচ্ছে, যায়িদ বিন আরকাম বিন ওয়াকিদ থেকে বর্ণিত, তারা মাসজিদের নির্মাণ কাজ চলাকালীন সময় একটি গর্ত পেলেন; গর্তে ছিল একটি বাক্স, তাতে ছিল মাছের আঁশ। আঁশের মধ্যে ইয়াহ্ইয়া বিন জাকারিয়া ('আ.)-এর মাথার খুলি ছিল। তাতে লিখা ছিল ঃ এটা হচ্ছে ইয়াহইয়া ('আ.)-এর দেহ। ফলে ওয়ালীদ সেটা পূর্বের স্থানে রাখার আদেশ দিলেন। তা পূর্বের স্থানে পুনরায় রেখে দেয়া হলো। এরপর বললেন, এ গর্তের উপরের খুঁটিটি অন্যান্য খুঁটি হতে আলাদা করে বানাও। তারা (সে শবদেহের) উপরের খুঁটিটি ঢালাই করে তৈরী করলেন।

আসারটি আবুল হাসান রিবয়ী তার 'ফাযায়িলে শাম' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং তার সনদেই ইবনু আসাকির তার "তারীখে (২য় খণ্ড, ৯-১০ পৃষ্ঠায়) বর্ণনা করেছেন। এর সনদটি অত্যন্ত দুর্বল। এর সনদে রয়েছে ইব্রাহীম বিন হিশাম গাসসানী, তাকে আবূ হাতিম ও আবূ যুরআ মিথ্যাবাদী বলেছেন। ইমাম যাহাবী বলেছেন, সে পরিত্যাজ্য।

এ সত্ত্বেও আমরা তাদের দাবি এভাবে খণ্ডন করব যে, দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ নাগাদ মাসজিদে ক্ববরের কোন চিহ্ন ছিল না। যখন রিবয়ী ও ইবনু আসাকির-ওয়ালিদ বিন মুসলিম হতে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন তখন ওয়ালিদকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল আপনি কোন্ স্থানে ইয়াহ্ইয়া বিন জাকারিয়ার মাথা পেয়েছিলেন? তিনি বলেছেন, এখানে পেয়েছিলাম। তিনি হাত দিয়ে পূর্ব দিকের পিলারের মধ্যে চতুর্থ পিলারের দিকে ইঙ্গিত করে দেখালেন। এ কথাই প্রমাণ করে ওয়ালিদ বিন মুসলিমের শাসনামলে মাসজিদে কোন ক্ববর ছিল না। আর তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন ১৯৪ হিজরীতে।

ঐ মাথা যে ইয়াহইয়া (আঃ)-এর ছিল তা প্রমাণ করা সম্ভব নয়। এজন্যই এ নিয়ে ঐতিহাসিকগণ অনেক মতভেদ করেছেন। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে ইয়াহ্ইয়া বিন জাকারিয়া ('আ.)-এর মাথাকে (দেহকে) হালব এর মাসজিদে দাফন করা হয়েছে দামেস্কের মাসজিদে নয়। যেমন বিশ্লেষণ করেছেন আমাদের শাইখ আল্লামা মুহাম্মাদ রাগেব তাব্বাখ তার এক নিবন্ধিতে যা "মাজমাউল ইলমি আরাবী" পত্রিকায় দামেস্কে প্রকাশ করা হয়েছে (১ম খণ্ড ৪১-৮২ পৃষ্ঠায়) "ইয়াহ্ইয়া ও জাকিয়ার মাথা" শিরোনামে। যার ইচ্ছা হয় দেখে নিন।

বানী উমাইয়্যাহ মাসজিদে বা মাসজিদে হাল্ব-এ তার দেহ দাফন করা প্রমাণিত হলেও শরয়ী দিক দিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই। মাথাটি চাই এই মাসজিদে (উমাইয়্যা মাসজিদে) বা ঐ মাসজিদে (হালবে) থাক আমাদের নিকট একই কথা। বরং আমরা যদি দু' মাসজিদের কোনটিতে তা নেই জানতে পারি তবে ভাল। বিরোধিতা করার জন্য মাসজিদে ক্ববর পাওয়াই যথেষ্ট। কেননা শরীয়তের পবিত্র বিধান স্পষ্ট জিনিসের উপর প্রতিষ্ঠিত। গোপন কোন কিছুর উপর নয়। যা শর্তসিদ্ধ বিষয়। যে ব্যাপারে বেশি মতবিরোধ হয় তা হল, ক্ববর যদি মাসজিদের ক্বিবলার দিকে থাকে, যে অবস্থায় রয়েছে মাসজিদে হালব। একে গর্হিত কাজ আখ্যায়িত করার মত কোন আলিমই বিরোধীদের মধ্যে নেই।

জেনে রাখুন, ক্ববর যে মাসজিদের প্রাসাদের ভিতরে ছিল এ সম্পর্কিত মতভেদ জোরালোভাবে বাদ দেয়া যাবে না। যেমন মত প্রকাশ করেছেন পুস্তিকার লিখকগণ। কেননা তা সর্বাবস্থায় স্পষ্ট।

সারকথা হলো ঃ যাদের দিকে আমরা ইঙ্গিত করেছি তাদের কথা হচ্ছে ঃ "সাহাবীগণ ও অন্যান্যরা দামেস্কে প্রবেশলগ্ন থেকেই উমাইয়্যা মাসজিদের ভিতরে ইয়াহ্ইয়া ('আ.)-এর ক্ববর বিদ্যমান দেখেছেন এবং তাঁদের কেউ একে গর্হিত মনে করেননি। তাই মাসজিদে ক্ববর থাকা দোষের কিছু না। এটা একটি নিরেট মিথ্যাকথা মাত্র।

দেখুন ত্বাবাকাতে ইবনু সা'দ (৪/২১), তারীখে দামেস্ক ও ইবনু আসাকির (৭/৪৭৮/২)। ইমাম সুয়ূতী 'জামে কাবীরে' বলেছেন (৩/২৭২/২) ঃ সনদ সহীহ। সনদস্থ একজন বর্ণনাকারী আবূ নজর সালিম উমারকে দেখেননি। 'সামহুদীর 'অফাউল অফা' (১/৩৪৩) ও 'আল মু'শাহিদাত মা'সুমিয়াহ ইন্দা ক্বাবরী খাইরিল বারিয়্যা' আল্লামা মুহাম্মাদ সুলতান আসুমীর প্রণীত (৪৩ পৃষ্ঠায়) তিনি 'হিদায়াতু সুলতান ইলা বিলাদিল ইয়াবান' পুস্তিকা প্রণেতা নন বলে কোন এক ডক্টর দাবী করেছেন। আসলে কিতাবটি আমাদেরই এক ভাইয়ের! তা সত্ত্বেও আমি কিতাবটি ছাপা অবস্থায় ১৩৬৮ হিজরীতে আমার প্রথম হাজ্জে তার কাছ থেকে হাদিয়া স্বরূপ পেয়েছিলাম।

আবূ সাঈদ বিন উমার শুবহা নুমাইরী "কিতাবু আখবারে মাদীনা" গ্রন্থে রাসূল ﷺ-এর মাদীনা সম্পর্কে সেখানকার শায়খদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ ইবনু উমার বিন আবদুল আযীয ৯১ হিজরীতে যখন ওয়ালিদের পক্ষ থেকে মাদীনার গভর্নর ছিলেন তখন মাসজিদে নাববী ভাঙ্গলেন এবং পাথর, সেগুন কাঠের নক্সা ও সোনার নক্সা করে মাসজিদ পুনর্নির্মাণ করলেন। নাবী ﷺ-এর স্ত্রীদের ঘরগুলি ভেঙ্গে ফেললেন এবং ক্ববর মাসজিদের ভিতরে ঢুকিয়ে দিলেন।

আমাদের উদ্ধৃত কথাগুলো দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে, নাবী ﷺ-এর ক্ববর মাসজিদে নাববীতে ঢুকানোর সময় মাদীনাতে কোন সাহাবী জীবিত ছিলেন না। এ হচ্ছে তাদের দাবীর পরিপন্থী। তারা তাঁকে ﷺ তাঁর ঘরে দাফন করার সময়কে মিথ্যা অপবাদে দোষারোপ করেছে।

তাই কোন মুসলমানের বৈধ নয় এ সত্য জানার পরও ঐ কাজে সাহাবীগণকে জড়ানো যা তাঁদের পরে সংগঠিত হয়েছে। কেননা এ কাজ সহীহ হাদীস পরিপন্থী। সাহাবী ও ইমামগণ যা বুঝেছেন তারও পরিপন্থী, যার বর্ণনা পূর্বে করেছি। এটা উমার ও উসমান (রা.)-এর কর্মের পরিপন্থী। কেননা তারা উভয়ে ক্ববরকে মাসজিদে ঢুকাননি। ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক যে ভুল করেছেন তাকে আমরা মানি না। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন। মাসজিদ প্রশস্ত করা যদি একান্তই দরকার হতো তিনি নাবীর স্ত্রীদের ঘরগুলিকে না ভেঙ্গে অন্য দিকে প্রশস্ত করতে পারতেন।

এ ধরনের ভুলের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন উমার (রা.)। তিনি মাসজিদ প্রশস্ত করতে চাইলে ঘরের দিকে প্রশস্ত না করে অন্য দিকে প্রশস্ত করেন। বরং তিনি বলেছেন, **'সে দিকে যাওয়ার পথ নেই'**। এর দ্বারাই তিনি ঐ ভয়াবহ পরিণামের দিকে ইঙ্গিত করেছেন যা মাসজিদ ভাঙ্গলে এবং ক্ববকে মাসজিদে ঢুকিয়ে নেয়ার কারণে সংগঠিত হবে।

পূর্বে বর্ণিত সহীহ হাদীস ও খুলাফায়ে রাশেদার সুন্নাত পরিপন্থী হওয়া সত্ত্বেও বিরোধিতাকারীরা যখন নাবী ﷺ-এর ক্ববরকে মাসজিদের অভ্যন্তরে ঢুকায় তখন তারা এ কাজে কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন করেছিল যথাসম্ভব তারা বিরোধিতাকে কমাতে চেয়েছিল। ইমাম নাববী 'শারহে মুসলিম' গ্রন্থে (৫/৪১)-তে বলেছেন ঃ মুসলমান বেড়ে যাওয়াতে সাহাবী ও তাবিঈগণের যখন মাসজিদে নাববীকে প্রশস্ত করার প্রয়োজন দেখা দিল। প্রশস্ততা এত বেড়ে গেল যে, নাবী ﷺ-এর স্ত্রীদের ঘরগুলি মাসজিদের ভেতর পড়ে গেল। এর মধ্যেই

আয়িশাহ (রা.)-এর ঘরও ছিল যেখানে রসূল ﷺ ও তাঁর দু'সাথী আবূ বাক্‌র ও উমার দাফনকৃত ছিলেন। তারা ক্ববরের উপর উঁচু করে(১) চারপাশে গোলাকার দেয়াল নির্মাণ করেন যেন মাসজিদে ক্ববর আছে তা বুঝা না যায়। কেননা সেদিকে ফিরে সাধারণ মানুষ সলাত আদায় করবে যা ভয়াবহ পরিণামের দিকে এগিয়ে নিবে। এরপর তারা ক্ববরের উত্তর পাশের দু'খুঁটির উপর দু'টি দেয়াল নির্মাণ করলেন এবং সে দু'টিকে ঘুরিয়ে দিলেন যেন কেউ ক্ববরকে সামনে রাখতে না পারে।

১। মাসজিদে স্পষ্টভাবে ক্ববর রাখা সম্পর্কে এতে সুস্পষ্ট দলীল রয়েছে। ক্ববর চাই জানালার পিছন দিক দিয়ে হোক বা গ্রিল করা হোক অথবা ক্ববরে দরজা লাগিয়ে দেয়া হোক না কেন। ভয়াবহতা দূর হয় না। যেমনটি ঘটেছে দামেস্ক ও হালব মাসজিদে ইয়াহ্ইয়া ('আ.)-এর ক্ববরকে কেন্দ্র করে।

এ জন্যই ইমাম আহমাদ বলেছেন ঃ **ঐ মাসজিদে সলাত হবে না যার সামনে বা ক্বিবলার দিকে ক্ববর থাকে যতক্ষণ না মাসজিদের দেয়াল ও ক্ববরস্থানের দেয়ালের মাঝে অন্য কোন দেয়াল থাকবে।** যার বর্ণনা সামনে আসবে। তাহলে সে মাসজিদে কী করে সলাত আদায় বৈধ হতে পারে যে মাসজিদের ভিতরে ক্ববর রয়েছে। কোন প্রকার দেয়াল ও বেড়া ছাড়া? এ সম্পর্কে তাদের বক্তব্য জেনে রাখুন। তারা বলে ঃ "যে মাসজিদে ক্ববর আছে সে মাসজিদে সলাত আদায় মাসজিদে নাববী বা মাসজিদে বানী উমাইয়্যাতে সলাত আদায়ের মতই। এ কথা বলা যাবে না যে, সলাত কি গোরস্থানে আদায় করা হলো? মাসজিদের প্রাসাদে ক্ববর মাসজিদ থেকে স্বতন্ত্র একটি স্থাপত্য মাত্র। তাহলে ঐ মাসজিদে সলাত আদায় করতে কোন জিনিস নিষেধ করবে।" এটা জ্ঞান ও বুদ্ধি বিবর্জিত কথা। কেননা উমাইয়্যা মাসজিদের দিকে লক্ষ্য করে নিষেধ করণীয় সমস্যা দূরীভূত হবে না।

এর প্রমাণ হচ্ছে সেখানে মানুষের গমন করা, ক্ববরের পাশে দু'আ করা এবং আল্লাহ ব্যতীত ক্ববরস্থ ব্যক্তির কাছে সাহায্য চাওয়া। আরো অনেক কাজ হয়ে থাকে যা আল্লাহ পছন্দ করেন না। এ ধরনের গর্হিত কাজকে নিষিদ্ধ ও বন্ধ করার জন্য শরীয়ত প্রণেতা ক্ববরে মাসজিদ বানাতে নিষেধ করেছেন। যে সকল কাজ এ ক্ববরের পাশে হচ্ছে। তার বর্ণনা সামনে আসছে। তাহলে ক্ববরে মোজাইক করা প্রাসাদ নির্মাণের কি মূল্য আছে? এ হচ্ছে ঐ সকল গর্হিত কাজের একটি যা মানুষকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ-এর অবাধ্যতায় লিপ্ত করে। ক্ববরবাসীকে সেভাবে সম্মান করতে হবে যেভাবে করা শরীয়তে বৈধ। যা প্রত্যক্ষ ও প্রসিদ্ধ। যার কিছু ইঙ্গিত পূর্বে দেয়া হয়েছে।

এ সম্পর্কে কি এ কথাই যথেষ্ট নয় যে, মানুষ সলাতের সময় ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ক্ববরকে সামনে রাখে এটা নিষিদ্ধ প্রমাণিত হওয়ার জন্য। যাদের দিকে আমি ইঙ্গিত করছি তাদের মত যারা বিশ্বাসী তারা হয়তো বলবে ঃ ক্ববর ও মুসল্লীদের মাঝে দূরত্ব থাকার কারণে, এভাবে ক্ববরকে সামনে করা নিষিদ্ধ করবে এমন প্রমাণ নেই। আর সে দূরত্বকারী হলো জানালা এবং তামার জাল। যদি এ ধরনের প্রতিবন্ধক যথেষ্ট হতো তাহলে নাবী ﷺ-এর ক্ববর গোলাকার উঁচু ===

হাফিয ইবনু রজব 'ফাতহ্' গ্রন্থে কুরতুবী সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। যেমন 'কাওকাব' গ্রন্থে (৬৫/৯১/১)-তে আছে ইমাম ইবনু তাইমিয়া এর জবাবে স্পষ্ট করে বলেছেন, "যখন আয়িশার ঘরকে মাসজিদে ঢুকিয়ে ফেলা হয় তখন তার দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল এবং এর উপর অন্য একটি দেয়াল নির্মাণ করা হয়েছিল। যেন তাঁর ঘরকে ঈদ ও ক্ববরকে ইবাদতখানা (মূর্তি) বানিয়ে নিতে না পারে।"

আমি বলি ঃ যে জিনিস তাকে দুঃখ দেয় তা হল, এই ঘরটি তাঁর ক্ববরের উপরে কয়েক শতাব্দী আগে বানানো হয়েছে। সেই সবুজ খম্বুজটিকে আজও ভাঙ্গা হয়নি এবং ক্ববরকে ঘিরে দেয়া হয়েছে তামার জানালা, চাকচিক্য, মোজাইক এছাড়া আরও অনেক কিছু দ্বারা যা ক্ববরবাসী ﷺ নিজেই পছন্দ করেননি।

=== দেয়াল দ্বারা ঘেরা হতো না। তারা একেই যথেষ্ট মনে করেননি। বরং তারা আরো দু'টি এমন দেয়াল বানিয়ে ছিলেন যা তাদেরকে ক্ববর সামনে রাখতে দিত না। যদি দেয়ালের পিছনে এভাবে গোলাকার নির্মাণ করা হতো! **ইবনু জুরাইজ থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ আমি আতাকে বললাম, আপনি কি ক্ববরের মাঝে সলাত আদায় অপছন্দ করেন? অথবা মাসজিদেই ক্ববরের দিকে মুখ করে? তিনি বলেছেন ঃ হ্যাঁ, তিনি এ থেকে নিষেধ করতেন।** এটি আবদুর রায্যাক বর্ণনা করেছেন তার 'মুসান্নাফ' গ্রন্থের (১/৪০৪)-তে। **তাহলে চিন্তা করে দেখুন এ সম্মানিত তাবিয়ী আতা বিন আবূ রাবাহ মাসজিদের দেয়ালকে মুসল্লী ও ক্ববরের মাঝে পৃথককারী হিসাবে গণ্য করতেন না যদিও ক্ববরটি মাসজিদের বাইরে। তাহলে কি জানালা, জাল, গ্রিলকে মুসল্লী ও ক্ববরের মাঝে পৃথককারী বলা যাবে?**

এ আলোচনা দ্বারা ঐ লিখকদের অজ্ঞতা ও ভুলের অবসান হবে কি এবং বন্ধ হবে কি তাদের জ্ঞানহীন আক্রমণাত্মক কথা? হয়তো হতে পারে। আর মাসজিদে নাববীতে সলাত আদায় মাকরূহ নয়। আমাদের এ মত তাদের ঐ সকল কথার বিপরীত যদ্দরা আমাদেরকে নিস্তেজ করতে চেয়েছে। সপ্তম পরিচ্ছেদে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আসবে।

এ সত্ত্বেও আমি চাই না সম্মানিত পাঠকবর্গকে সতর্ক করা বাদ যাক ঃ ঐ বিষয়ে যাতে লিখকরা তাদের সলাত সম্পর্কে পূর্বের কথাকে স্বীকার করেন। ঐ মাসজিদে সলাত আদায় মাকরূহ যে মাসজিদের ক্ববর ঘেরাও করা নয়। তাদের মতে যে কারণে মাসজিদে বানী উমাইয়াতে সলাত মাকরূহ না হওয়ার কথা বলা হয়েছিল সে কারণ বিদ্যমান না থাকার কারণে ঐ মাসজিদে সলাত মাকরূহ হবে। তারা তাদের এ স্বীকারোক্তি কেন মানুষের সামনে প্রকাশ করে না? নাকি এটা এমন কিছু যা পূর্বের হাদীসগুলির বিরোধিতা করাকে এড়িয়ে যাবার জন্য এরূপ বলতে বাধ্য করছে? যদি তারা মানুষকে এটা আমল করতে আহ্বান না করত, এ কারণে যে বিষয়টি জ্ঞানী লোকের কাছে গোপন নেই?

বরং আমি ১৩৬৮ হিজরীতে যখন মাসজিদে নাববীতে যিয়ারাত করেছিলাম এবং নাবী ﷺ-কে সালাম করে সম্মান জানিয়েছিলাম তখন ক্ববরের উত্তর পাশের দেয়ালের নিচে একটি ছোট মেহরাব দেখেছিলাম যার পিছনে মাটি থেকে একটু উঁচু করে বাঁধ দেয়া ছিল। ক্ববরের পেছনের এ স্থানটি সলাতের জন্য নির্দিষ্ট বুঝাবার জন্য। আমি তখন এ অবস্থা দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম এবং ভেবে ছিলাম এই তাওহীদের শাসনামলেও কী করে এই স্পষ্ট পৌত্তলিকতা বিদ্যমান রয়েছে। আমি এ কথা স্বীকার করছি যে, আমি কোন লোককে সেখানে এসে সলাত পড়তে দেখিনি। **বর্তমানে নাবী ﷺ-এর ক্ববরের পাশে শরীয়ত পরিপন্থী কাজ যারা করবে তাদের বাধা দেয়ার জন্য দায়িত্বশীল প্রহরীদের কড়া পাহারা ও দেখাশোনার ব্যবস্থা রয়েছে। এজন্য সৌদী সরকার ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। তবে শুধু এ ব্যবস্থা শরীয়ত বিরোধী কাজ হতে বিরত রাখা ও মানুষের মনজাগতিক (আকীদার) চিকিৎসার জন্য যথেষ্ট নয়।** আমি কথাগুলি তিন বছর যাবৎ আমার "আহকামুল জানায়িয ওয়া বিদউহা" গ্রন্থের (মূল বই ২০৮ পৃষ্ঠাতে) বলে আসছি। মাসজিদে নাববীকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা অবশ্য কর্তব্য। এ কাজ করা যাবে মাসজিদ ও নাবী ﷺ-এর ক্ববরের মাঝে দেয়াল নির্মাণ করে। যে দেয়াল উত্তর দিকে দক্ষিণ দিকে লম্বালম্বি হবে। যাতে করে মাসজিদে প্রবেশকারী মাসজিদে এমন কোন গর্হিত কাজ দেখতে না পায় যা এ মাসজিদের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মাদ ﷺ পছন্দ করবেন না। বিশ্বাস করুন এ কাজ সৌদী সরকারের জন্য অপরিহার্য যদি তারা প্রকৃতপক্ষে তাওহীদের রক্ষক হয়। আমরা শুনেছি নতুন করে নাকি মাসজিদে নাববী প্রশস্ত করার আদেশ দেয়া হয়েছে। সম্ভবত আমাদের মতামত অনুযায়ী নির্মিত হবে। বর্ধিত অংশ নেয়া যেতে পারে পশ্চিম ও অন্যান্য দিক থেকে। আমাদের মতামত অনুযায়ী নির্মাণ করলে যেটুকু কম পড়ত তা পূরণ হয়ে যাবে। আশা করি আল্লাহ সৌদী সরকারের হাতে এর সঠিক বাস্তবায়ন করবেন। আর এ কাজ করার জন্য সৌদী সরকারের চাইতে আর কেইবা যোগ্য?

কিন্তু মাসজিদ প্রায় দু'বছর যাবৎ সাহাবীদের আমলে যে অবস্থায় ছিল সে অবস্থায় না এনেই প্রশস্ত করা হয়েছে। আল্লাহই সাহায্যকারী।

তৃতীয় সংশয়ের জবাব ঃ

তৃতীয় সংশয় হচ্ছে ঃ নাবী ﷺ খাইফ মাসজিদে সলাত পড়েছেন। আর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মাসজিদের খাইফে সত্তরজন নাবী ('আঃ)-এর ক্ববর আছে।

এর উত্তর ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মাসজিদে সলাত পড়েছেন এতে আমরা কোন প্রকার সন্দেহ করি না। কিন্তু আমরা বলি ঃ সংশয়ে যা বলা হয়েছে তাতে সত্তরজন নাবীর ক্ববর রয়েছে। দু'দিক দিয়ে এর কোন প্রমাণ নেই।

প্রথমতঃ উল্লেখিত হাদীসটির বিশুদ্ধতা মেনে নিতে পারি না। কেননা সহীহ হাদীস রচনাতে যাদের সাহায্য নেয়া হয়েছে তারা কেউ এ হাদীসটি বর্ণনা করেননি এবং হাদীসটিকে পূর্ববর্তী এমন কোন ইমাম সহীহ বলেননি যাঁদের ঘোষিত সহীহকে নির্ভরযোগ্য বলে মেনে নেয়া হয়।

এমনকি হাদীস সমালোচকগণও হাদীসটি সহীহ হওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করেননি। কেননা হাদীসটির সনদে এমন ব্যক্তি রয়েছে যে বিরল (গরীব) হাদীস বর্ণনা করে থাকে। এ হচ্ছে এমন কাজ যা ঐ ব্যক্তির এককভাবে বর্ণনাকৃত হাদীসের বিশুদ্ধতাকে মেনে নিতে মনকে সায় দেয় না। ইমাম ত্বাবারানী তাঁর "মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৩/২০৪/২)-তে বলেছেন ঃ আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবদান বিন আহমাদ তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ঈসা বিন শাজান, তাকে আবূ হামাম দাল্লাল, তাকে ইব্রাহীম বিন ত্বহমান, মানসুর হতে, তিনি মুজাহিদ হতে, তিনি আবদুল্লাহ বিন উমার হতে মারফু সূত্রে এই শব্দে ঃ

في مسجد الخيف قبر سبعين نبياً.

"খাইফের মাসজিদে সত্তরজন নাবীর ক্ববর আছে"।

হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হাইসামী 'মাজমা' গ্রন্থে (৩/২৯৮)-তে এই শব্দে "…. সত্তরজন নাবীর ক্ববর" এরা বলেছেন, হাদীসটি বর্ণনা করেছেন বায্‌যার এবং এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

এ হচ্ছে হাদীসটি বর্ণনা ক্ষেত্রে তার জ্ঞান স্বল্পতা বা অপারগতা। হাদীসটি ত্বাবারানীও বর্ণনা করেছেন। যা আমিও দেখেছি। আমি বলি ঃ ত্বাবারানীর বর্ণনাকারীগণও নির্ভরযোগ্য, আবদান বিন আহমাদ ব্যতীত। তিনি হচ্ছেন আহওয়াযী যেমন ত্বাবারানী উল্লেখ করেছেন 'মু'জামুস সাগীর' গ্রন্থে (১৩৬ পৃষ্ঠা)-তে কিন্তু আমি তার জীবনী পায়নি। তিনি আবদান বিন মুহাম্মাদ মারুযী নন। ইনি হচ্ছেন ত্বাবারানীর শিক্ষক যেমন রয়েছে 'জামে সগীর' (১৩৬ পৃষ্ঠা)ও অন্যান্য গ্রন্থে। তিনি একজন নির্ভরযোগ্য হাফিয। তাঁর জীবনী রয়েছে "তারীখে বাগদাদ" (২/২৩৫) 'তাজকিরাত' (২/২৩০) ও অন্যান্য কিতাবে।

কিন্তু হাদীসটির সনদে এমন ব্যক্তি আছেন যিনি গরীব (বিরল) হাদীস বর্ণনা করে থাকেন যেমন ইশা বিন শাজান। তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান "আস্ সিকাত" গ্রন্থে বলেছেন ঃ "তিনি গরীব হাদীস বর্ণনা করেন"। এছাড়াও সনদে রয়েছে ইব্‌রাহীম বিন ত্বহমান, তার সম্পর্কে ইবনু আম্মার মুসিলী বলেছেন, "সে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। মুজতারিব (উলট-পালট) হাদীস বর্ণনা করে"।

এ হচ্ছে স্বাভাবিক অবস্থা। যদিও তিনি ইবনু আম্মারের নিজ পরিত্যক্ত হন। এটা প্রমাণ করে ইবনু ত্বহমানের হাদীসে কিছু একটা ভেজাল আছে। তার এ মতকে শক্তিশালী করে ইবনু হিব্বানের বাণী "সিক্বাত আতবাউত তাবিয়ীন" গ্রন্থে (২/১) ঃ "ইবনু ত্বহমানের ব্যাপারটি সংশয়যুক্ত ও গোলমালে। তার অবস্থান নির্ভরযোগ্যদের মধ্যেও আছে আবার যঈফ তথা দুর্বলদের মধ্যেও। তিনি বহু সঠিক হাদীসও বর্ণনা করেছেন যা অন্যান্য নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের হাদীসের মতই। আবার নির্ভরযোগ্যদের থেকে অনেক কিছুই মু'দাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। যা ইনশাআল্লাহ আমরা বর্ণনা করব। সব মিলিয়ে তার সম্পর্কে আমরা এমন কিছু পেয়েছি যা প্রমাণ করে তার নির্ভরযোগ্যদের মধ্যেও দখল রয়েছে।

তাই হাফিয ইবনু হাজার তাঁর "তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেছেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য তবে গরীব (বিরল) হাদীস বর্ণনা করেন। এছাড়া সনদের মানসূর হলেন মু'তামের ছেলে, যিনি নির্ভরযোগ্য। ইবনু ত্বহমানের অন্য একটি হাদীস "মাশীখাহ"[১] গ্রন্থের (২/২৪৭)-তে রয়েছে। এ হাদীসটিও তার গরীব হাদীসের একটি অথবা ইবনু শাজানের গরীব হাদীসের একটি।[২]

১। মাকতাবাতু যাহিরিয়া দামেস্ক এর পাণ্ডুলিপি।

২। বায্‌যারের নিকট এ হাদীসের একটি সনদ পেয়েছি ইসলামী লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত তাঁর যাওয়ায়িদ গ্রন্থের (১২৩ পৃষ্ঠায়)। সেখানে বলেছেন ঃ আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইব্‌রাহীম মুসতামির আরুকী হতে, তাকে এ সম্পর্কে হাদীস শুনিয়েছেন মুহাম্মাদ, তাকে ইবরাহীম বিন ত্বহমান। বায্‌যার বলেছেন ঃ ইবরাহীম বিন ত্বহমান মানসূর থেকে একাকি বর্ণনা করেছেন। ইবনু উমার হতে তার হাদীসে এর চাইতে আর ভাল সনদ আমরা জানি না এবং এ সনদটি হলো মুতাবে, যাতে কোন সমস্যা নেই। আরুকী সত্যবাদী তবে তিনি গরীব (বিরল) হাদীস বর্ণনা করে থাকেন যেমন তাক্বরীব গ্রন্থে রয়েছে। ইবনু ত্বহমানের হাদীসের সনদটির বাহ্যিক অবস্থার উপরই হাইসামী মন্তব্য করে যাওয়ায়িদে বায্‌যার গ্রন্থে বলেছেন, "আমি বলি ঃ সনদটি সহীহ"। তার আগের কথা "এ সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য" হয়তো তার গরীব (বিরল) হাদীস প্রসঙ্গে আমরা যা বর্ণনা করেছি তার চাইতেও সূক্ষ্ম। কেননা এ ধরনের সনদটি সহীহ হওয়ার ফায়সালা দেয় না। যাদের আসমায়ে রিজাল ও "হাদীসের দোষগুণ যাচাই" শাস্ত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে তাদের কাছে বিষয়টি গোপন নয়।

===

আমার আশঙ্কা হচ্ছে ঃ হাদীস হয়তো দু'জনের কারো নিকট পরিবর্তন হয়ে গেছে। কেননা তারা বর্ণনাতে "সলাত পড়েছেন" শব্দের পরিবর্তে "ক্ববর" শব্দ বলেছেন। এখানে 'সলাত পরেছেন' শব্দটি হাদীস শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ শব্দ। ইমাম ত্ববারানী "জামে কাবীরে" (৩/১৫৫১)-তে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের সনদে হাদীস, বর্ণনা করেছেন সাঈদ বিন যুবাইর হতে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস সূত্রে মারফুভাবে صلى في مسجد الخيف سبعون نبيا ..... ঃ "মাসজিদে খাইফে সত্তরজন নাবী সলাত পড়েছেন ...।" ত্ববারানী "জামে আওসাত" গ্রন্থেও তা বর্ণনা করেছেন (১/১১৯/২)-তে এবং তার থেকে বর্ণনা করেছেন মুকাদ্দাসী 'মুখতার' গ্রন্থে (২/২৪৯) এবং আরো বর্ণনা করেছেন আবূ মুহাম্মাদ শাইবান নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি 'ফাওয়ায়িদ' গ্রন্থের (২/২২২/২)-তে আর মুনযিরী বলেছেন (২/১১৬) ঃ হাদীসটি ত্ববারানী আওসাতে বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ হাসান।

হাদীসটি হাসান হওয়ার ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই। তবে আমির ইবনু আব্বাস সূত্রে এর আরো একটি সনদ পেয়েছি যা বর্ণনা করেছেন আযরাকী তার 'আখবারে মাক্কা' (৩৫ পৃষ্ঠা)-তে ইবনু আব্বাসের উপর মাওকুফ সূত্রে। তার সনদ সাক্ষ্য স্বরূপ চলে। যেমন আমি এ ব্যাপারে আলোচনা করেছি আমার একটি বড় কিতাব 'হাজ্জাতুল বিদা'-তে।

=== বর্ণনাকারীর ন্যায়পরায়ণতা ও নির্ভরযোগ্যতা হাদীস সহীহ হওয়ার শর্তসমূহের অন্যতম শর্ত। শুধু এই একটি শর্ত দ্বারা কোন আলিম হাদীসটিকে স্পষ্টভাবে সহীহ বলতে পারবেন না। কেননা তিনি জানেন যে, সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও এমন ত্রুটি থাকে যা হাদীসটিকে সহীহ বলা থেকে বিরত রাখে। কমপক্ষে বর্ণনাকারীর অপরাপর শর্ত না জানার কারণেও হাদীসকে সহীহ বলা যায় না। এজন্যই হাদীসটির বিশুদ্ধতা স্পষ্টভাবে কেউ বলতে পারেননি।

এ হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এ শাস্ত্রে যারা কম পারদর্শী অথবা ছাত্র বা প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছেন তারা অনেকেই ভুল করে থাকেন। সেজন্য আমরা এ সম্পর্কে সাইয়িদ সাবিক রচিত "তামামুল মিনাহ আলা ফিকহিস সুন্নাহ" গ্রন্থের ভূমিকাতে সতর্ক করে দিয়েছি।

আমার কাছে যা সঠিক নয় তা যদি বর্ণনা করতাম তাহলে বর্তমান কালের মুকাল্লিদ (অন্ধ অনুসারীগণ) হাদীস সহীহ করার জন্য যে সমস্ত কথা বলে থাকেন তা বলা প্রয়োজন মনে করতাম এবং সেগুলিও লিখতাম। কেননা ইমাম সুয়ূতী যঈফের ইঙ্গিত করে তাকে যঈফ বা দুর্বল বলেছেন তাঁর "জামেউস সাগীর" গ্রন্থে। মিশরের বুলাক্ব থেকে প্রকাশিত ভলিউমেও এ ধরনের কথা রয়েছে।

এরপর আযরাকী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন (৩৮ পৃষ্ঠায়) মুহাম্মাদ বিন ইসহাক এর সনদে, তিনি বলেছেন ঃ আমাকে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস হতে মাওকুফ সূত্রে এমন ব্যক্তি হাদীস বর্ণনা করেছেন যাকে আমি মিথ্যাবাদী বলি না। এটাই হচ্ছে এ হাদীস সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ কথা। আল্লাহই ভাল জানে।

সারকথা হচ্ছে ঃ হাদীসটি দুর্বল। হাদীসটি বিকৃত হওয়ার ব্যাপারে মন প্রশান্তি পায় না। যদি হাদীসটি সহীহ হয় তাহলে তাদের সংশয়ের জবাব হবে সামনের দ্বিতীয় দিক।

দ্বিতীয়তঃ হাদীসটি প্রমাণ করে মাসজিদে খাইফে প্রকাশ্য কোন ক্ববর নেই। আযরাকী 'তারীখে মাক্কা' (৪০৬-৪১০)-তে মাসজিদে খাইফের বর্ণনা প্রসঙ্গে অনেকগুলি পরিচ্ছেদে একে জোরালোভাবে ব্যক্ত করেছেন। তিনি তাতে প্রকাশ্য কোন ক্ববর আছে বলে উল্লেখ করেননি। শরীয়তের হুকুম প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর হয় প্রকাশ্য জিনিসের উপর তা সকলেই অবগত। তাহলে উল্লেখিত মাসজিদে প্রকাশ্য কোন ক্ববর যেহেতু নেই তাই তাতে সলাত পড়াতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা ক্ববরগুলি নিশ্চিহ্ন যা কেউ চিনে না। যদি এ হাদীসের দুর্বলতা অজানা থাকত তাহলে এ মাসজিদের জমিতে সত্তরজন নাবীর ক্ববর আছে এ কথা কারো মনেও হতো না। সেজন্য এ মাসজিদে ঐ ফাসাদ হয় না যা অন্য মাসজিদগুলিতে ক্ববরের উপর উঁচু ও প্রকাশ্যভাবে নির্মাণ করাতে হয়েছে।

চতুর্থ সংশয়ের জবাব ঃ

সংশয়টি ছিল ঃ কোন কোন কিতাবে উল্লেখ আছে, ইসমাঈল ('আ:) ও অন্যান্যদের ক্ববর মাসজিদে হারামের পাথরে রয়েছে (হয়তো মাকামে ইবরাহীমের পাথর অথবা হাজরে আসওয়াদ- অনুবাদক)। এটা হচ্ছে দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম মাসজিদ। লোকজন এ মাসজিদে আল্লাহর কাছে দু'আ ও মনবাসনা বেশী বেশি প্রকাশ করে থাকে।

এর জবাব ঃ মাসজিদে হারাম সর্বোত্তম মাসজিদ এবং তাতে একবার সলাত পড়লে এক লাখ রাক'আতের সওয়াব পাওয়া যাবে এতে কোন সন্দেহ নেই।[১] কিন্তু এ মর্যাদা ইবরাহীম ও তদীয় পুত্র ইসমাঈলকে নিয়ে মাসজিদে হারামের ভিত্তি প্রস্তর করার পর থেকেই মৌলিক ও চিরন্তর। এ মর্যাদা ইসমাঈল

১। এ সম্পর্কিত কিছু হাদীস আমি "ইরওয়াউল গালীল" গ্রন্থে বর্ণনা করেছি (৯৭১ ও ১১২৯)-তে।

('আ.)-কে মাসজিদে হারামে দাফন করার পর থেকে শুরু হয়নি। যদি তাঁকে এ মাসজিদে দাফন করাকে সঠিক মনে করা হয়। তাহলে এরূপ ধারণা পোষণে সে সুদূর পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। এটা এমন ধারণা ও কথা যা কোন সত্যনিষ্ঠ পূর্বসুরীগণ (সালফে সালিহীন) বলেননি। আর এ সম্পর্কে এমন কোন হাদীসও আসেনি যদ্বারা দলীল দেয়া যাবে।

যদি বলা হয় ঃ আপনি যা বলেছেন এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাতে ইসমাঈল ('আ.)-কে দাফন করা হয়েছে এ মতের বিরোধিতা করে না। কমপক্ষে কি এটা প্রমাণ হয় না, যে মাসজিদে ক্ববর আছে সে মাসজিদে সলাত আদায় মাকরূহ নয়?

জবাব হচ্ছে ঃ কখনো না, অতঃপর কখনো না। এর কয়েকটি দিক আপনাদের সামনে তুলে ধরা হলো–

প্রথম দিক ঃ মাসজিদে হারামে ইসমাঈল ('আ.) অথবা অন্য কোন সম্মানিত নাবীর ক্ববর রয়েছে এ কথা কোন মারফু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়নি। হাদীসের নির্ভরযোগ্য কিতাবগুলির মধ্যে কোন একটি কিতাবেও এ সম্পর্কে কিছুই বর্ণিত হয়নি। যেমন সুনান কিতাব বা মুসনাদে আহমাদ, ইমাম ত্বাবারানীর রচিত তিনটি 'মু'জাম' গ্রন্থের কোন একটিতেও এ ধরনের কোন হাদীস বর্ণিত হয়নি। এছাড়া অন্যান্য যে সকল কিতাব আছে সেগুলি যঈফ (দুর্বল) বরং কোন কোন মুহাক্কিকদের মতে সেগুলি মাউযু বা জাল।(১) এ সম্পর্কে যে সকল আসার বর্ণিত হয়েছে তা সবই মু'দাল শ্রেণীর। যা ভুয়া ও মওকুফ সনদ দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। যা আযরাক্বী "আখবারে মাক্কাহ" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন (৩৯, ২১৯-২০ পৃষ্ঠা)-তে যার দিকে ভ্রুক্ষেপ করা যাবে না। যদিও কোন কোন বিদ'আতী মুসলিম মহিলাদের বর্ণনার মত বর্ণনা করেছেন।(২) অনুরূপ হাদীস ইমাম সুয়ূতী হাকিমের সূত্রে "আল জামে" গ্রন্থে

১। ইমাম সুয়ূতী 'তাদরীব' গ্রন্থে আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম জাওযী হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ কথকের কথা কতই না সুন্দর। যখন আপনি এমন হাদীস দেখবেন যা বুদ্ধি বিবেকের পরিপন্থী হবে অথবা বর্ণিত কুরআন হাদীসের পরিপন্থী হবে অথবা মৌলনীতির বিরোধী হবে। তাহলে জেনে রাখুন! তা হচ্ছে জাল বা বানোয়াট। তিনি বলেন ঃ মৌলনীতির পরিপন্থী হওয়া বলতে বুঝায় "ইসলামী রচনাবলী যেমন মুসনাদ ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলীর পরিপন্থী হওয়া" এরূপ কথা বলা হয়েছে 'বায়িসুল হাসীস' (৮৫ পৃষ্ঠা ২য় সংস্করণে)।

২। দেখুন 'ইহ্য়াউল মাকবুর' গ্রন্থে (৪৭-৪৮)-তে। হাদীস সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতার আরো একটি আশ্চর্য দিক হচ্ছে ঃ পরবর্তী কালের কতক তাফসীর কারক এ ধরনের ভুয়া আসার দ্বারা ক্ববরস্থানে সলাত আদায় জায়িয হওয়ার দলীল দিয়েছেন । ===

'আল কুনা' গ্রন্থ থেকে আয়িশাহ হতে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন এই শব্দে ঃ

ان قبر اسماعيل في الحجر

"নিশ্চয় ইসমাঈলের ক্ববর পাথরে"।

দ্বিতীয় দিক ঃ ধারণাকৃত ক্ববরগুলির অস্তিত্ব মাসজিদে হারামে অস্পষ্ট। তা উঁচু অবস্থায় নেই। এজন্য সেখানে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও কাছে কিছু চাওয়া হয়না। মাসজিদের জমিতে (নীচে) কোন ক্ববর থাকলে কোন অসুবিধা নেই। তাই এ ধরনের বর্ণনা দ্বারা দু'টি অবস্থার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় সত্ত্বেও মাটির উপর উঁচু ক্ববর রয়েছে এমন ক্ববরে মাসজিদ নির্মাণ বৈধতার প্রমাণ পেশ করা যাবে না। এভাবেই এ সংশয়ের জবাব দিয়েছেন শাইখ মোল্লা আলী কারী হানাফী (রহঃ) । তিনি "মিরকাতুল মাফাতীহ" (১/৪৫৬) তালীক গ্রন্থে যে মুফাসসিরের কথা আমরা বলেছি তা বর্ণনার পর বলেছেন ঃ "তিনি ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন "ইসমাঈল ('আ.)-এর ক্ববরের মানচিত্র মিনারের নিচে পাথরে

=== মৃত ব্যক্তির আত্মার প্রকাশ হওয়ার উদ্দেশে অথবা কোন সম্মানের উদ্দেশে নয় বরং ইবাদতের নিদর্শন তার কাছে পৌছানোর জন্য বা অনুরূপ অন্য কোন কারণে। এ সত্ত্বেও এ বিষয়ে তাদের জায়িযের ধারণার পক্ষে কোন দলীল নেই । আর এ হচ্ছে ব্যাপকভাবে ক্ববরস্থানে সলাত নিষিদ্ধ হওয়ার হাদীসমূহের পরিপন্থী সিদ্ধান্ত। অনুরূপ যে সকল মাসজিদে ক্ববরের উপর দালান নির্মাণ হয়েছে সে মাসজিদে সলাত পড়াও নিষিদ্ধ হওয়ার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন ঐ সকল তাফসীর কারকগণ। এ জন্যই ইমাম মানাবী তাদের এ কাজকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এ বলে ঃ দুই শাইখের হাদীস অপছন্দনীয়। সাধারণভাবে ক্ববরে মাসজিদ নির্মাণ করা এবং মুসলমানদের ক্ববরকে ভয় করা অর্থাৎ এ ভয়ে যেন ক্ববরস্থ ব্যক্তির পূজা না করা হয়। হে আল্লাহ! আমার ক্ববরকে পৌত্তলিকতায় পরিণত করো না।

ইমাম সিনআনী "সুবুলুস সালাম" গ্রন্থে (২/২১৪) এ কথার অনুকরণ করে বলেছেন। তাদের কথা "সম্মান করার জন্য নয়" বলা হবে, তার দ্বারা বরকত নেয়ার উদ্দেশ্যই হচ্ছে সম্মান করা। এরপর নিষেধের হাদীসগুলিও ব্যাপক। তারা যে কারণ দেখিয়েছে তার কোন দলীল নেই। সাফ কথা হলো ঃ "অন্যান্য ছুতোর দরজা বন্ধ করার জন্য মূর্তি পূজার সাদৃশ্য কাজ থেকে দূরে থাকা কর্তব্য। যারা জড়বস্তুকে সম্মান করে, তাতো কোন উপকার বা অপকার করতে পারে না। আর এর পিছনে সম্পদ ব্যয় করা অনর্থক ও অপচয় বৈকি। যা কিনা সম্পূর্ণভাবে উপকার শূন্য। আর এ হচ্ছে ক্ববরে চেরাগ বাতি জ্বালানোর কারণ। এ কাজ যারা করে তারা অভিশম্পাতের যোগ্য। আর এ ধরনের ক্ববরের কাঠামো ও গম্বুজগুলির ফাসাদ হিসাব করে শেষ করা যাবে না। আমার মতে ঃ তাদের কথা "যে ক্ববরে বাতি জ্বালায় তার উপর লানত করা হবে" কথাটি আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের হাদীসের দিকে ইঙ্গিত করে যা আমি পূর্বে বর্ণনা করেছি। অতএব সাবধান হোন।

রয়েছে"। আর যমযম ও হাজরে আসওয়াদের মাঝের হাতিমে সত্তরজন নাবীর ক্ববর রয়েছে।

মোল্লা আলী ক্বারী বলেন ঃ "কা'বা ঘরে ইসমাঈল (আঃ) ও অন্যান্যের ক্ববর থাকার কথা চাতুরীমাত্র। এই দলিল সঠিক নয়।"

সুতরাং এর জবাবে বলা যায় ঃ এ মাসআলায় শিক্ষা হল; ক্ববর প্রকাশ্য থাকলে তথায় সলাত আদায় ও মাসজিদ নির্মাণ অবৈধ। কিন্তু যে ক্ববরের কোন অস্তিত্ব নেই তার ব্যাপারে শরীয়তে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। কারণ আমি জানি, যমীন মাত্রই জীবিতদের জন্য ক্ববরস্থান। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا- أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ﴾

"আমি কি জীবিত ও মৃতের জন্য যমীন বিছিয়ে দেইনি।"(১)

ইমাম শা'বী বলেছেন ঃ "যমীনের পেট হল মৃতের জন্য আর উপরিভাগ জীবিতদের জন্য।"(২)

অতএব আলোচনায় বুঝা গেল, যে ক্ববরের অস্তিত্ব নেই তা ক্ষতির কারণ হবে না। কিন্তু যদি ক্ববরের অস্তিত্ব থাকে তাহলে যেমন আপনি দেখছেন মর্যাদাপূর্ণ ক্ববরগুলোতে মূর্তি পূজা ও শির্ক চলছে এবং তথায় মাজার গড়ে উঠেছে। এজন্যই শরীয়াত এ দুয়ের মধ্যকার পার্থক্য নিরূপণ করেছে যাতে হিকমাত নিহিত আছে। উভয়টিকে এক দৃষ্টিতে দেখা যাবে না। (অর্থাৎ প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ক্ববরের হুকুমকে)। আল্লাহ অধিক অবগত।

পঞ্চম সংশয়ের জবাব ঃ

নাবী ﷺ-এর জীবদ্দশায় আবূ জান্দাল কর্তৃক আবূ বাসীরের ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মাণের ঘটনা সংশয় মাত্র, যা এই আলোচনায় স্থান পাওয়ার যোগ্য নয়। যদি বর্তমান যুগে কতিপয় প্রবৃত্তির অনুসারী ও হীনমন্নতায় নিমজ্জিত লোকেরা এই সংশয়কে কেন্দ্র করে সুদৃঢ় ও বিশুদ্ধ হাদীসকে প্রত্যাখান না করতো তাহলে আমি তাদের এ ভিত্তিহীন দাবী প্রত্যাখান ও তার জবাব লিখার জন্য কয়েক পৃষ্ঠা নষ্ট করাকে নিজের উপর অপরিহার্য মনে করতাম না। তাদের সেই ভ্রান্ত দাবীর প্রত্যাখানে আলোচনার দু'টি দিক হলো ঃ

১। সূরা মুরসলাত, আয়াত- ২৫-২৬
২। এটি দুলাবী (১/২২৯) শা'বী হতে বর্ণনা করেছেন। এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

প্রথম দিক ঃ কথিত মাসজিদ নির্মাণ ঘটনার উৎস ভিত্তিহীন। কেননা তাদের এ দাবী প্রমাণে কোন সুদৃঢ় ও বিশুদ্ধ হাদীস নেই। শুধু তাই নয় বরং এ দাবী সম্পর্কে বিশুদ্ধ হাদীসের কোন সংকলকও হাদীস বর্ণনা করেননি। কোন "সুনান" ও 'মুসনাদ' গ্রন্থ সংকলকও নয়।" ইবনু আব্দিল বার মুরসালভাবে আবূ বাসিরের বৃত্তান্ত বর্ণনা করতে গিয়ে 'ইসতিয়াব' গ্রন্থের (৪৭/২১-২৩)-তে বলেছেন ঃ

ثم رجع رسول الله ﷺ، فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلت قريش في طلبه رجلين، فقالا لرسول الله ﷺ : العهد الذي جعلت لنا أن ترد إلينا كل من جاءك مسلماً. فدفعه النبي ﷺ إلى الرجلين، فخرجا حتى بلغا ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمرلهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين : والله إني لأرى سيفك هذا جيداً يا فلان! فاستله لآخر، وقال : أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت، فقال له أبو بصير أرني أنظر إليه، فأمكنه منه، فضربه به حتى برد، وفر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد بعده، فقال له النبي ﷺ حين رآه :لقد رأى هذا ذعراً، فلما انتهى إلى النبي ﷺ قال : قتل والله صاحبي، وإني لمقتول. فجاء أبو بصير، فقال : يارسول الله قد والله وفّى الله ذمتك : قد رددتني إليهم فأنجاني الله منهم، فقال النبي ﷺ ويل امه مسعر جرب، لو كان معه أحد فلما سمع ذلك علم أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر، قال : وانفلت منهم أبو جندل بن سهيل بن عمرو فلحق بأبي بصير ... وذكر موسى بن عقبة هذا الخبر في أبي بصير بأتم ألفاظاً وأكمل سياقة قال : ... وكتب رسول الله ﷺ إلى أبي جندل وأبي بصير ليقدما عليه ومن معهما من المسلمين، فقدم كتاب رسول الله ﷺ على أبي جندل، وأبو بصير يموت، فمات وكتاب رسول الله ﷺ بيده يقرؤه، فدفنه أبو جندل مكانه، وصلى عليه، وبنى على قبره مسجداً

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিরে এলেন। এমতাবস্থায় আবূ বাসির নামক কোরাইশ বংশের মুসলিম ব্যক্তি রাসুলুল্লাহর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশে আসলো। আর কোরাইশরা তাৎক্ষণিভাবে আবূ বাসিরকে খোঁজার জন্য দু' ব্যক্তিকে প্রেরণ করলো। উক্ত ব্যক্তিদ্বয় তার অনুসন্ধানে রাসূলুল্লাহর ﷺ নিকটে পৌছল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে বললো ঃ যখন হুদায়বিয়ার সন্ধি সংঘটিত হয়েছিল তখন আমাদের মধ্যকার কোন নবমুসলিম যদি আপনার নিকট আশ্রয় নেয় তাকে আমাদের কাছে হস্তান্তর করবেন বলে যে প্রতিশ্রুতি আমাদের দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে আপনি অবশ্যই আমাদের চেয়ে বেশি অবগত আছেন। দু' আগন্তুকের কথা শুনে কৃত প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বাসির নামক নব মুসলিমকে তাদের কাছে হস্তান্তর করেন, অতঃপর ঐ দু' ব্যক্তি আনন্দে উক্ত নবমুসলিম (আবূ বাসির)-কে নিয়ে রওয়ানা দিল। তারা চলতে চলতে এক পর্যায়ে যুলহুযাইফা নামক স্থানে উপনীত হলো এবং সেখানে তারা তাদের নিয়ে আসা কিছু খেজুর ভক্ষণ করল। ইতিমধ্যে নবমুসলিম আবূ বাসির তাদের দু' জনের একজনকে লক্ষ্য করে বললঃ আল্লাহর শপথ করে বলছি! তোমার এই তরবারীটা আমার কাছে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক মনে হচ্ছে। আমার এ কথা শুনে দু'জনের দ্বিতীয় জন তরবারিটি আস্তে আস্তে কোষ থেকে বের করে বললো আল্লাহর শপথ সত্যিই এটি অত্যন্ত সুন্দর। আমি এর দ্বারা অভিজ্ঞতা পেয়েছি। এ কথা শুনে আবূ বাসির বললো, যদি অনুগ্রহ করে একটু দেখার সুযোগ দেন তবে দেখতে চাই। ইতিমধ্যে আবূ বাসির তরবারিটি নিজ হাতে নিয়ে নিল এবং সাথে সাথেই দু'জনের একজনকে তলোয়ার দিয়ে এমন আঘাত করলো যে, লোকটি সেখানেই মারা গেল। এ দূরাবস্থা দেখে দ্বিতীয়জন আতঙ্কিত হয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে মদীনায় পৌছে গেল এবং মাসজিদে নাববীতে পৌছে তথায় আশ্রয় নিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকটিকে দেখে বললেন ঃ মনে হচ্ছে এ লোকটি আতঙ্কের মধ্যে আছে। লোকটি যখন রাসূলুল্লাহর নিকটবর্তী হল তখন তার ভীতির কারণ এভাবে বর্ণনা করলো যে, আল্লাহর শপথ, আমার সাথিকে হত্যা করা হয়েছে আর আমিও হত্যার শিকার হতাম। লোকটি রাসূলুল্লাহর সাথে কথা বলছিল আর এমনি সময় আবূ বাসির রাসূলুল্লাহর নিকটে এসে পৌছল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলল; সেই আল্লাহর শপথ যার হাতে রয়েছে আপনার সঠিক আশ্রয় ও নিরাপত্তার দায়িত্ব! আপনি আমাকে এমন লোকদের কাছে

হস্তান্তর করলেন যে, আল্লাহ আমাকে তাদের অত্যাচার ও নিপিড়ন থেকে আশ্রয় দিয়েছেন।

ফলে নাবী ﷺ বললেন ঃ হে মিসআরে জারব! তার মা ধ্বংস হোক যদি তার সাথে কেউ থাকত! রাসূলল্লাহর ﷺ এ কথা শুনে সে বুঝতে পারলো রাসূল ﷺ আমাকে অচিরেই কোরাইশ গোত্রের কাছে হস্তান্তর করবেন। এ কথা ভেবে সে রাসূলুল্লাহর কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে সাইফুল বাহার নামক স্থানে আশ্রয় নিল। বর্ণনাকারী বলেনঃ একই সময় আবূ জান্দাল বিন সুহাইল বিন আমার নামক এক ব্যক্তি তাদের গোত্র থেকে বের হয়ে আবূ বাসিরের সাথে মিলিত হলো ...। মূসা বিন উক্ববা আবূ বাসির সম্পর্কে এই হাদীসটি অত্যান্ত সুন্দরভাবে উল্লেখ করে বলেন ঃ (এতে করে তাদের ও রাসূলুল্লাহর মাঝে প্রায় কয়েক দিনের ব্যবধান ঘটে গেল) তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের এবং তাদের সাথে অন্যান্য নবমুসলিমদের রাসূলুল্লাহ ﷺ নিকট প্রত্যাবর্তনের কথা উল্ল্যেখ করেন। রাসূলুল্লাহর ﷺ লিখিত পত্রটি আবূ জান্দালের নিকট এমন এক কঠিন মুহূর্তে হস্তান্তর হল যখন আবূ বাসির মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। অবশেষে আবূ বাসির রাসূলুল্লাহর পত্রটি পড়তে পড়তে মারা গেল। তখন তার সাথীকে ঐখানেই দাফন করলো। তার জানাযার সলাত পড়লো এবং তার ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করলো।

আমি বলি ঃ পাঠকবৃন্দ! এ ঘটনার বর্ণনা সূত্রে প্রত্যক্ষ করলে দেখা যায়, ঘটনাটির মূল বিষয় হচ্ছে ক্ষুদ্র ও বিশিষ্ট তাবেয়ী ইবনে শিহাব যুহরী। ঘটনাটি মুরসাল। কেননা তিনি বর্ণনার ধারাবাহিকতা রাসূল ﷺ পর্যন্ত না পৌছিয়ে সাহাবী আনাস বিন মালিক পর্যন্ত গিয়ে সনদের সমাপনী ঘটান। অন্যথায় ঘটনাটি মু'দাল। মোটকথা হাদীসটি যাই হোক না কেন কোন ভাবেই দলিলরূপে গ্রহণযোগ্য নয় এবং হওয়া অসম্ভব। ঘটনার যে অংশটুকু প্রমাণ করে "ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মাণের বিষয়টি সত্য" যুহরী হতে মুরসালে সূত্রের বর্ণনায় তা পরিলক্ষিত হয় না। অনুরূপ পরিলক্ষিত হয় না আব্দুর রাজ্জাক হতে মা'মার থেকে যুহরী সূত্রের বর্ণনায়। তবে হ্যাঁ মুসা বিন উক্ববা কর্তৃক পূর্বল্লোখিত ঘটনায় যে সনদ পাওয়া যায় তাতে ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মাণের কথা উল্লেখ রয়েছে কিন্তু সনদ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় সেই সূত্রেটিও মুরসাল। মুসা বিন উক্ববা ঘটনাটি কোন সাহাবী থেকে শুনেনি। অতএব বলা যায়, মুসা বিন উক্ববা সূত্রে

"তার ক্ববরে মাসজিদ নির্মাণ" সম্পর্কিত যে বর্ধিত অংশটুকু রয়েছে তা মুরসাল। বরং আরেক ধাপ এগিয়ে বলব, আমার মতে তা মুনকার। কেননা এ ঘটনাটি ইমাম বুখারী তার "সহীহ" গ্রন্থে (৫/৩৫১-৩৭১) এবং ইমাম আহমাদ স্বীয় "মুসনাদ" গ্রন্থে (৪/৩২৮-৩৩১) মিলিত সনদে আব্দুর রাজ্জাক হতে মা'মার থেকে এভাবে বর্ণনা দেখিয়েছেন ঃ মা'মার বলেন, আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন উরওয়াহ বিন যুবাইর-মিসওয়ার বিন মুখাররম ও মারওয়ান হতে...., কিন্তু এই বর্ধিত অংশটুকু বাদে। অনুরূপ ঘটনা ইবনে ইসহাক তার "সিরাত" গ্রন্থে যুহরী হতে মুরসালভাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন রয়েছে "ইবনে হিশামের মুখতাসারুস সিরাত" গ্রন্থে (৩/৩৩১-৩৩৯)। আর এই সূত্রটিকেই ইমাম আহমাদ (৪/৩২৩-৩২৬) ইবনু ইসহাক সনদে যুহরী হতে, তিনি উরওয়াহ হতে মিলিত সনদে বর্ণনা করেছেন মা'মারের বর্ণনার অনুরূপ। কিন্তু তাতেও ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মাণের কথাটি নেই। একইভাবে ইবনে জারীর স্বীয় "তারীখ" গ্রন্থের (৩/২৭১-২৮৫)-তে বর্ণনা করেছেন মা'মার, ইবনে ইসহাক অন্যান্যের সনদে যুহরী হতে কিন্তু তাতেও ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মাণ সম্পর্কিত এই বর্ধিত অংশটুকু মুনকার। উপরন্তু তা মু'দাল; নির্ভরযোগ্য বর্ণনার বিপরীত।

দ্বিতীয় দিক ঃ যদি মেনে নেয়া হয়, পূর্বের ঘটনায় মাসজিদ নির্মাণ সম্পর্কিত যে অংশটুকু রয়েছে তা সহীহ তথাপিও সেটিকে কেন্দ্র করে মাসজিদ নির্মাণ সম্পর্কিত স্পষ্ট ও নিঁখুত হাদীসসমূহকে প্রত্যাখান করা বৈধ হবে না। ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মাণ দু'টি কারণে হারাম।

প্রথমতঃ মাসজিদ নির্মাণ সম্পর্কিত উক্ত ঘটনায় এমন কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নেই যাকে ভিত্তি করে বলা যাবে নাবী ﷺ এ কাজ সম্পর্কে জানতেন এবং জানার পরও তাতে সমর্থন দিয়েছেন।

দ্বিতীয়তঃ ক্ষণিকের জন্য যদি মেনে নেয়াও হয় যে, নাবী ﷺ ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মাণ সম্পর্কে অবগত ছিলেন এবং সে কাজে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন তবে এ ক্ষেত্রে সামাধান উদঘাটনের জন্য এ দিকই বেছে নেয়া অপরিহার্য্য হয়ে পড়ে যে, মাসজিদ নির্মান বৈধতার বিষয়টি ছিল হারাম ঘোষণার পূর্বেকার। কেননা কতগুলো হাদীসে স্পষ্টভাবেই ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মাণ হারাম হওয়া প্রমান করছে আর সে হাদীসগুলো ছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবনের শেষ সময়ের। ইতিপূর্বে সেসব হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। অতএব হাদীস গ্রহণের নীতিমালার ভিত্তিতে জোর দিয়ে বলতে হয়, পূর্ববর্তী কোন বিধান দিয়ে পরবর্তী

কোন বিধান বাতিল করা অবাঞ্চনীয় ও অবৈধ। বরং বিপরীতমুখী দু' হাদীসের সমস্যা নিরসনে সঠিক ফায়সালা নির্ণয়ের জন্য সর্বপ্রথম ও উত্তম পন্থা হল পরবর্তী বিধানের মাধ্যমে পূববর্তী বিধানকে রহিত বা বাতিল করা। আশা করি হাদীস গ্রহণের এ বিধান বিচক্ষণ ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের অজানা নয়। হে আল্লাহ! আমাদেরকে প্রবৃত্তির অনুসরণ হতে মুক্ত করুন।

ষষ্ঠ সংশয়ের জবাব ঃ

এরূপ ধারণা পোষণ যে, ক্ববর সংক্রান্ত নিষেধকৃত কাজে জড়িয়ে পড়ার আশংকাই হচ্ছে ক্ববরে মাসজিদ নির্মাণ অবৈধ হওয়ার কারণ। যেহেতু সেই আশংকা দূরীভূত হয়ে গেছে তাই মাসজিদ নির্মাণের নিষেধাজ্ঞাও উঠে গেছে। অর্থাৎ ক্ববরে মাসজিদ নির্মাণ বৈধ।

এ ধরনের (অবান্তর) বক্তব্য "ইয়াহ ইয়াউল মাকবুর" গ্রন্থের লিখক ছাড়া অন্য কোন বিজ্ঞ আলিম ব্যক্ত করেছেন বলে আমার জানা নেই। তিনি এই কল্পিত ও স্বউদঘাটিত কারণকে সামনে রেখে পূর্বোল্লেখিত হাদীসসমূহ ও উম্মাতের ঐক্যবদ্ধতাকে প্রত্যাখান করতে একটুও কুণ্ঠাবোধ করেননি। তিনি স্বীয় পুস্তিকার (১৯-২৮) পৃষ্ঠায় বলেছেন ঃ ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মাণের নিষেধাজ্ঞার কারণ দু'টি।

প্রথম কারণ ঃ মাসজিদ নির্মাণের ফলে তথায় অনৈসলামিক ও অপবিত্র কর্মকাণ্ড চলতে থাকা।(১)

দ্বিতীয় কারণ ঃ এ কারণটির সপক্ষে অধিকাংশ নয় বরং সকল আলিমের অভিমত পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং পূর্বেকার কারণের দিকে যারা আপন মত প্রকাশ করেছেন তারাও এদিকে সম্মতি প্রকাশ করেছেন। আর তা হলো, যে ক্ববরের উপর নির্মিত মাসজিদকে কেন্দ্র করে মানুষ ফিতনা ও ভ্রষ্টতায় জড়িয়ে পড়বে তার একমাত্র উৎস হয়ে দাঁড়ায় ক্ববরের উপর নির্মিত মাসজিদ। কেননা ক্ববরে সমাধিত ব্যক্তি থেকে তার জীবদ্দশায় যদি কোন কল্যাণ ও অসাধারণ ঘটনা জন সম্মুখে প্রকাশ পেয়ে থাকে তখন এরূপ ক্ষেত্রে সময় যতই অতীত হবে, তার সম্পর্কে জনগণের বিশ্বাস ও দৃঢ়তা আরো প্রখর হতে থাকবে। এমনকি শেষ

১। আমি বলি ঃ বিভিন্ন দিক দিয়ে এই কারণটি বাতিল। এখন এ প্রসঙ্গে আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই। এটা যে শুধু নাবীদের ক্ববরের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং তাঁদের মৃতদেহ যে বিনষ্ট হয় না-সহীহ হাদীসে এর অনেক প্রমাণ রয়েছে। তাহলে কিরূপে তাদের দ্বারা মাটি অপবিত্র হবে।

পর্যন্ত তার প্রতি সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন চরম শিখরে পৌছে যাবে। ফলে সেখানে তার উদ্দেশ্যে সলাত পড়াকেও শরীয়ত বিরোধী কাজ গণ্য করবে না। যদিও তার কুবর মাসজিদের অগ্রভাগে অবস্থিত হয়। অবশেষে তারা একে কেন্দ্র করে কুফর ও শিরকে নিপতিত হবে- এতে কোনই সন্দেহ নেই। অতঃপর তিনি পূর্বোল্লেখিত মতের (কারণের) সপক্ষে কতিপয় (বড়) আলিমের উক্তি তুলে ধরেন যাদের মধ্যে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)ও রয়েছেন। এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করেছি। তারপর তিনি (২০-২১ পৃষ্ঠায়) বলেন ঃ "মুমিনদের অন্তরে ঈমান দৃঢ় হওয়ার ফলে নির্ভেজাল তাওহীদের উপর লালিত পালিত হওয়া, আল্লাহর সাথে অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে নেতিবাচক আক্বীদা পোষণ এবং সৃষ্টি করা, কোন বস্তুর অস্তিত্ব দান ও সমগ্র বিশ্ব পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা অদ্বিতীয়- এ ধরনের আক্বীদার দ্বারা উল্লেখিত কারণ শেষ হয়ে গেছে!

মোটকথা পূর্বোল্লেখিত কারণ (তথা কুবরপূজা, কুবরের উপর সিজদা, সৎ ব্যক্তি ও অলীদের কুবরের উপর মাসজিদ বানানো ইত্যাদি) না থাকলে কুবরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করাতে ঐরূপ অনৈসলামিক কার্যকলাপ সংঘটিত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়!

আমি বলবো ঃ প্রথমত তিনি মাসজিদ নির্মাণ অবৈধ হওয়ার কারণ হিসেবে তাতে অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডে নিপতিত হওয়ার ভয়কে দাঁড় করিয়েছেন। আবার কিছুক্ষণ পরেই পুনরায় ঐ কারণ দূরীভূত হওয়ার দাবী সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছেন।

প্রথম কারণ তথা কুবরের উপর মাসজিদ নির্মাণকে কেন্দ্র করে মানুষ বিভিন্ন অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ার ভয়েই কেবল মাসজিদ নির্মাণ অবৈধ করা হয়েছে এ মর্মে যে দাবী তিনি তুলেছেন তা মেনে নেয়া আদৌ সম্ভব নয়। তবে এটুকু মেনে নেয়া যায় যে, অবৈধ হওয়ার কারণসমূহের মধ্যে তা অন্যতম কারণ। কেননা এ ছাড়াও অনেক যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। যেমন নাসারাদের সাদৃশ্য হওয়া (কেননা তারা নাবীদের কুবরকে মাসজিদে পরিণত করেছিল)। এ সম্পর্কে ফকীহ হাইতামী এবং মুহাক্কিক সিনআনীর বক্তব্য গত হয়েছে। এমনিভাবে সেখানে অযথা অর্থ ব্যয় করা ইত্যাদি। যাতে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনই কল্যাণ নেই।

সম্মনিত পাঠকবৃন্দ! "ইয়াহইয়া উলুম" গ্রন্থের লিখকের সেই কল্পিত মন্তব্য অর্থাৎ মুমিনের অন্তরে ঈমান সুদৃঢ় হওয়ার ফলে কুবরের উপর মাসজিদ নির্মাণ হলেও তাতে অনৈসলামিক কাজে জড়িয়ে পড়ার ভয় না থাকাটাই বাঞ্ছনীয়- এই

মর্মে তিনি যা বলেছেন নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তার এই কল্পিত মন্তব্যটিও বাতিল এবং গ্রহণের অযোগ্য।

অগ্রহণযোগ্য ও বাতিল হবার কারণ ঃ

প্রথম দিক ঃ তিনি তার কল্পিত মতকে এমন এক বক্তব্যে স্থির করেছেন যা সম্পূর্ণরূপে অগ্রহণযোগ্য। তা হল "সমগ্র সৃষ্টিজীবকে সৃষ্টি করার এবং তাদেরকে অস্তিত্বে রূপদান করার ক্ষেত্রে আল্লাহকে একক এবং অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস করার মাধ্যমেই আল্লাহর ধরপাকড়াও থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।" অথচ বিষয়টি এমন নয় বরং তার পুরো উল্টো। কারণ বিদ্বানদের পরিভাষায় এরূপ বিশ্বাস পোষণ তাওহীদে রুবুবিয়্যাত নামে আখ্যায়িত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ যেসব বর্বর (মুশরিক) জাতির নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন তারাও আল্লাহ সম্পর্কে এরূপ বিশ্বাস রাখতো। যেমন আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾

"(হে নাবী!) আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা কে? প্রতি উত্তরে তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহ।"(১)

অর্থাৎ আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। তথাপিও এই একত্ববাদের স্বীকৃতি তাদের কোনই উপকারে আসেনি। কেননা তারা তাওহীদে উলুহিয়্যাতকে অস্বীকার করেছে এবং এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহর বক্তব্যকে কঠোরভাবে প্রত্যাহার করেছে। আল্লাহ তাদের কথা বর্ণনা করেছেন এভাবে যে,

﴿أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾

"সে (রাসূল) কি এতগুলো ইলাহর স্থলে মাত্র একজনকে ইলাহ বানিয়ে নিল? বাস্তবিকই এটা বিস্ময়কর ব্যাপার।"(২)

আরবের পৌত্তলিকরা যে তাওহীদকে অস্বীকার করেছিল সে তাওহীদের দাবীর উল্লেখযোগ্য দিকগুলোর অন্যতম হলঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর কাছে সাহায্য না চাওয়া, দু'আ না করা এবং অন্য কারোর নামে কুরবানীর পশু জবেহ না করা।

১। সূরা লুকমান, আয়াত- ২৫।

২। সূরা সোয়াদ, আয়াত- ৫।

মোটকথা সেসব ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট তা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য করা থেকে বিরত থাকা। তাই আমরা বলতে পারি, পূর্বোল্লেখিত ইবাদত আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য যারা করল তারা তো আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করল যদিও তারা তাওহীদে রুবুবিয়্যাতকে স্বীকার করে।

সুতরাং আমরা দ্বিধাহীন চিত্তে জোড় দিয়ে বলবো, তাওহীদে রুবুবিয়্যাত ও উলুহিয়্যাত উভয়টির উপর ঈমান আনার এবং তাতে আল্লাহকে একক ও অদ্বিতীয় বলে স্বীকার করার মাধ্যমেই আল্লাহর আযাব থেকে নিস্কৃতি পাওয়া সম্ভব এবং এটিই একমাত্র উপায়। সম্মানিত পাঠক বৃন্দ! পূর্বের আলোচনা যথাযথ উপলব্ধির মাধ্যমে আমরা স্পষ্টভাবে অবলোকন করতে পেরেছি, কেবল তাওহীদে রুবুবিয়্যাতকে স্বীকার করলেই মুমিনের অন্তরে ঈমান সুদৃঢ় হয় না। এ ক্ষেত্রে পাঠকবৃন্দের সামনে একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরার প্রয়োজন মনে করছি। তবে এতে অন্য কোন উদাহরণ না এনে আমরা লিখকের যে আলোচনা প্রত্যাখান করতে যাচ্ছি তাতে উল্লেখিত উদাহরণকে যথেষ্ট মনে করি। লিখক তার পূর্বের আলোচনায় বক্তব্যের কয়েক লাইন পরে (২১-২২) পৃষ্ঠায় বলেন ঃ "সাধারণ জনগণের মাঝে দেখা যায় তারা আউলিয়াদের নামে শপথ করেন এবং তাদের ব্যাপারে এমন মন্তব্য করে থাকেন যা সুস্পষ্ট কুফরী হওয়ার ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই। মরক্কোর (ও ভারতীয় উপমহাদেশের- অনুবাদক) অনেক সাধারণ লোকই (বড়পীর) মাওলানা আব্দুল কাদীর জিলানীর মর্যাদা সম্পর্কে এমন সব কথা বলে থাকেন যা স্পষ্ট কুফরী। আমাদের মরক্কোর আশেপাশে ও (ভারতীয় উপমহাদেশীয় তাসাউফ পন্থীগণ) বড় কুতুব সম্পর্কে অনেক কথা বলেন। বড় কুতুবদের একজন হলেন মাওলানা আব্দুস সালাম বিন মাশিশ (রহঃ) তিনি সেই কুতুব যিনি দ্বীন দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন! কুতুব বিশ্বাসীদের কেউ কেউ মনে করেন, বৃষ্টি বর্ষিত হয় তার শক্তির দ্বারা এবং বলেন যে, আব্দুস সালাম তোমার বান্দাদের উপর দয়া প্রবণ হও! এ হচ্ছে কুফরী!....॥"

আমি বলি ঃ এরূপ কুফরী মুশরিকদের কুফরী চেয়েও মারাত্মক। কেননা এতে তাওহীদে রুবুবিয়্যাতের সাথে স্পষ্টভাবে শিরক করা হয়েছে। কোন মুশরিক এ ধরনের শিরক করেছে বলে আমরা জানি না। তাওহীদের উলুহিয়্যাত সম্পর্কে এ উম্মতের অজ্ঞতার দরুন শিরক আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি এ কথা বলছি না যে, এ শিরক শুধু সাধারণ জনগণের মধ্যে বিদ্যমান। বর্তমান ও পূর্বের মুসলমমানদের অবস্থা যদি এরূপ হয়ে থাকে তাহলে এ লোক কিভাবে বলতে পারেন "মুমিনদের অন্তর থেকে ঈমান বিলুপ্তকারী সকল প্রকার উপকরণ

র্বতমানে দূর হয়ে গেছে।" (অর্থাৎ যে যাই করুক আর বলুক তার ঈমান নষ্ট হবে না- অনুবাদক)

যদি মুমিন বলতে সাহাবীদের কথা বুঝায় তাহলে কোন সন্দেহ নাই যে তাঁরা প্রকৃত মুমিন ছিলেন। রাসূল ﷺ যে তাওহীদ বা একাত্ববাদ নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন সে সম্পর্কে তাঁরা সম্যক অবগত ছিলেন। কিন্তু কথা হচ্ছে ইসলামী শরীয়ত একটি ব্যাপক ও চিরস্থায়ী শরীয়ত। তাই ঈমান বিনষ্টকারী সকল কারণ দূরীভূত হয়ে গেছে এমন কথা বলার কোন সুযোগ নেই। যদি সাহাবীদের দিকে সম্বোধন পূর্বক বলা হয় তবে পরবর্তীদের সম্বোধন করণে সে কথা বলা যাবে না। কেননা কারণ চিরস্থায়ী হয় না। এ ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অবস্থাই অনেক সত্য সাক্ষ্য বহন করে।

দ্বিতীয় দিক ঃ পূর্বোক্ত হাদীসমূহ দ্বারা আপনি অবগত হয়েছেন, যারা ক্বরে মাসজিদ নির্মাণ করে তাদেরকে নাবী ﷺ তাঁর জীবনের শেষ দিকে সর্তক করেছেন। বরং তিনি যে অসুস্থায় মৃত্যু বরণ করেছেন সে সময়ই তিনি এর ভয়াবহতা সম্পর্কে উম্মাতকে সর্তক করে গেছেন। তাহলে ক্বর পূজারীরা যে দাবী করে থাকে "ঈমান বিনষ্টকারী কোন কারণ আর নেই" সে কারণ কখন দূরীভূত হল? যদি বলা হয়; তিনি মৃত্যুবরণ করার সাথেই সে কারণ দূরীভূত হয়ে গেছে। তবে বলতে হয়, সমগ্র মুসলিম জাতি যে মতের উপর আছেন এ ধারণা তার পরিপন্থী। নিশ্চয় সবচেয়ে ভাল মানুষ হচ্ছেন নাবী ﷺ এর যুগের মানুষ। তাদের পূর্বোক্ত কথার উপর ভিত্তি করে তাদেরকে এ কথা বলা জরুরী হয়ে পরে যে, পরবর্তীতে সাহাবীদের অন্তরে ঈমান দৃঢ় হয়নি নাবী ﷺ এর মৃত্যুর পরই কেবল তাদের অন্তরে ঈমান দৃঢ়তা লাভ করেছে। সে জন্যই কারণও বিলুপ্ত হয়নি, হুকুমও অবশিষ্ট রয়েছে। এ হচ্ছে এমন বিষয় যার ভ্রান্ততা সম্পর্কে স্পষ্টভাবে কিছু বলেছে এমন একজনের দৃষ্টান্তও দেখাতে পারব না।

আর যদি বলা হয় ঃ তার ﷺ মৃত্যুর পূর্বেই কারণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এর উত্তরে আমরা বলব ঃ এটা কিভাবে হতে পারে। তিনি তো এ কাজকে (ক্বরে মাসজিদ নির্মাণকে) নিষেধ করেছেন তাঁর জীবনের অন্তিম মুহূর্তে?

তৃতীয় দিক ঃ পূর্বোল্লিখিত হাদীসে ক্বরে মাসজিদ নির্মাণের নিষিদ্ধতা ক্বিয়ামাত পর্যন্ত অব্যাহত থাকার কথা বলা হয়েছে। যেমন হাদীস নং- ১২।

চতুর্থ দিক ঃ নাবী ﷺ-এর ক্বর মাসজিদে পরিণত হওয়ার ভয়ে সাহাবীগণ তাঁকে তাঁর ঘরেই দাফন করেছেন। যেমন আয়িশাহ (রাযিঃ) এর হাদীসে পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। যদি বলা হয়, এ হচ্ছে এমন ভয়; যা সাহাবীগণের জন্য প্রযোজ্য ছিল। অথবা তাদের পরবর্তীদের জন্য। যদি প্রথমটি

মেনে নেয়া হয় তাহলে আমরা বলব, পরবর্তীদের ক্ষেত্রে এ ভয় আরো বেশি প্রযোজ্য। আর যদি দ্বিতীয় মতকে মেনে নেয়া হয়, তাহলে এ হচ্ছে আমাদের জন্য সঠিক কথা ও প্রযোজ্য। অতএব এটা অকাট্য দলীল যে, সাহাবীগণ ভয়ের কারণ দূরীভূত হয়েছে এবং এর হুকুমও বাতিল হয়েছে বলে মনে করতেন না । না তাঁদের যুগে আর না তাঁদের পরবর্তী সময়ে। সাহাবীগণের বিপরীত ধারণা পোষণ স্পষ্ট ভ্রান্ততা।

পঞ্চম দিক ঃ সালফে সালেহীনের (পূর্বসূরীগণের) ক্ববরে মাসজিদ বানানো নিষিদ্ধ হওয়ার হুকুম ও অনুরূপ অন্যান্য হুকুমের উপর আমল অব্যাহত রয়েছে। যা পূর্বোক্তি কারণ অবশিষ্ট থাকা প্রমাণ করে। এটা এমন ভয় যা থেকে বেঁচে না থাকলে মানুষ ফিতনা ও গোমরাহীতে পরে যায়। আমরা যে কারণের কথা ঈঙ্গিত করেছি সে কারণ যদি বিলুপ্ত হতো তাহলে পূর্বসূরীগণ ধারাবাহিকভাবে আমল অব্যাহত রাখতেন না। এটা স্পষ্ট কথা, যাতে কোন গোপনীয়তা নেই। প্রশংসা মাত্র আল্লাহরই। আপনার সামনে আমাদের বক্তব্যর ভিত্তিতে কিছু উদাহরণ পেশ করছি ;

١- عن عبد الله بن شرحبيل بن حسنة قال : رأيت عثمان بن عفان يأمر بتسوية القبور، فقيل له : هذا قبر أم عمرو بنت عثمان، فأمر به فسوي

১। আব্দুল্লাহ বিন শারাহবিল বিন হাসনা হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ আমি উসমান বিন আফসান (রাযিঃ) কে ক্ববরগুলিকে মাটি বরাবর করার আদেশ করতে দেখেছি। তখন তাকে বলা হলো ঃ এ হচ্ছে উম্মে আমর বিনতে উসমানের ক্ববর। তিনি সেটাকেও মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে বললেন। অতঃপর তা-ই করা হলো।(১)

٢- عن أبي الهياج الأسدي قال : قال لي علي بن أبي طالب : ألاّ أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ؟ أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته.

১। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইবনু আবী শায়বা "মুসান্নাফ" (৪/১৩৮), আবূ যুরআ "তারীখ"(৬৫/১২১-২/২) বিশুদ্ধ সনদে এই আব্দুল্লাহ হতে। ইবনু আবী হাতিম এটিকে তুলে ধরেছেন 'জারহ অত তা'দীল' গ্রন্থে (৩/২/৮১-৮২)। কিন্তু সেখানে দোষগুণ কিছুই বর্ণনা করেননি।

২। আবূ হাইয়্যাজ আসাদী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমাকে আলী বিন আবূ তালিব (রাঃ) বলেছেন ঃ তোমাকে কি আমি সে কাজে পাঠাব না যে কাজে আমাকে রাসূল ﷺ পাঠিয়েছিলেন? তুমি কোন মূর্তিকে না ভেঙ্গে এবং উঁচু ক্ববরকে মাটিসম না করে ছেড়ে দেবে না।(১)

শাইখ গুমারী পূর্বে উল্লেখিত তার কিতাবে ক্ববরে মাসজিদ বানানোর যে মতের কথা ব্যক্ত করেছেন তার বিরুদ্ধে এ হাদীসটি স্পষ্ট দলীল হওয়া সত্ত্বেও তিনি এদিকে গেছেন মূলত দুটি কারণে ঃ

প্রথম কারণ ঃ তার অপব্যাখ্যা যেন তার মাযহাবের সাথে মিল খায়! দ্বিতীয় কারণ ঃ হাদীসগুলি সঠিক ও সহীহ হওয়ার ব্যাপারে তার সন্দেহ। তিনি (পৃঃ-৫৭)-তে বলেছেন ঃ "এ হাদীসটির ব্যাপারে দু'টি কথার একটি হবেই; হয়তো হাদীস স্বয়ং সঠিক নয় অথবা বাহ্যিক অর্থের পরিবর্তে অন্য অর্থ হবে।"

এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য হচ্ছে ঃ হাদীসটি সহীহ হওয়াতে কোন সন্দেহ নেই। হাদীসটির বহু সনদ রয়েছে। যার কতক সহীহ গ্রন্থেও রয়েছে যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু প্রবৃত্তিবাদীরা হাদীস সহীহ বা যয়ীফ হওয়ার যে

১। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম (৩/৬১), আবূ দাউদ (৩/৭০), নাসাঈ (১/২৮৫), তিরমিযী (১/১৫৩-১৫৪), বাইহাকী (৪/৩), তায়ালিসি (১/১৬৮), আহমাদ (ক্রমিক নং-৭৪১-১০৬৪) এবং এর সনদ রয়েছে তায়ালিসি ও আহমাদের নিকটে (ক্রমিক নং- ৬৫৭, ৬৫৮, ৮৮৯, ১১৭৬, ১১৭৭, ১২৩৮, ১২৮৩) এবং ইবনু আবী শায়বা (৪/১৩৯), ত্বাবারানী "সাগীর "(পৃঃ-২৯)।

এই হাদীস এবং সুন্নাতে প্রমাণিত ক্ববরকে এক বা দুই বিঘত উঁচু করা শরীয়ত সম্মত সম্পর্কিত হাদীসের মাঝে কোন বৈপরিত নেই।

শায়খ আলী ক্বারী "মিরকাত" গ্রন্থে (২/৩২৭) হাদীসের ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে বলেছেন ঃ قبرا مشرفا (উঁচু ক্ববর- হাদীস) তা ঐ ক্ববর যার উপর ঘর বানানো হয়েছে। যেন ক্ববরকে চেনা যায় এবং মানুষ ক্ববরের উপর দিয়ে হেটে না যায়। সেজন্য বালি, ইটের কুচি বা পাথর দিয়ে উচু করা হয়। الا سويته ("তুমি তাকে না মিটিয়ে ছাড়বে না" -হাদীস)- আযহার পত্রিকায় রয়েছেঃ আলিমগণ বলেছেন ঃ ক্ববরকে এক বিঘত পরিমান উঁচু করা মুস্তাহাব এবং এর অধিক উচু করা মাকরূহ (অপছন্দীয়)। আর ক্ববর ভেঙ্গে ফেলাও মুস্তাহাব। তবে কি পরিমাণ ভাঙ্গা হবে তা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, একেবারের জমিনের সাথে মিশিয়ে দেয়া হবে। আর এ অর্থই হাদীসে বর্ণিত التسوية "ক্ববরকে সামান করে দাও" কথাটির সাথে অধিক সামস্যপূর্ণ। অনুরূপ রয়েছে- "তুহফাতুল আহওয়াযী" গ্রন্থের (২/১৫৪) তে, যা মিরকাত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

নীয়মনীতি আছে তার কোন তোয়াক্কা করে না। বরং তাদের কাজ হলো হাদীসটিকে যয়ীফ (দুর্বল) বলা। যদিও হাদীসটি মূলত সহীহ (বিশুদ্ধ) যেমন এ হাদীসটি।(১) আবার তাদের কাজ হলো এমন হাদীসকে সহীহ বলা যা মূলত যয়ীফ(দূর্বল)। এ ব্যাপাবে আরো কিছু উদাহরণ আসবে।

তার অপব্যাখ্যার অনেকগুলো ভুয়া ও ভ্রান্ত দিক তুলে ধরেছেন যার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী দিক হলো তার কথা "এ হাদীসটি হচ্ছে সর্বসম্মাতিক্রমে স্পষ্টভাবে পরিত্যক্ত হাদীস। কেননা সকল ইমাম ক্ববরকে মাটিসম মাকরূহ হওয়াতে ঐকমত্য পোষণ করেছেন এবং ক্ববরকে এক বিঘত পরিমান উচু করাকে মুস্তাহাব বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।"

আমি বলি ঃ যারা ইজতিহাদের দাবী করেন এবং তাকলীদ করাকে হারাম মনে করেন তাদের জন্য আশ্চান্বিত যে, কিভাবে তারা হাদীসগুলোকে মূল অর্থ থেকে সরিয়ে এমন ব্যাখ্যা করে যেন তার ধারণামত ইমামদের কথার সাথে তার ব্যাখ্যা মিলে যায়। এখানে সঠিক ইজতিহাদ তাদের এ ধরনের ব্যাখ্যার পুরোপুরি বিপরীত দিকের প্রত্যাশা করে। হাদীসটি উল্লেখিত ঐকমত্যের বিরোধিতা করে না। কেননা হাদীস ঐ সমস্ত ক্ববরের জন্য প্রযোজ্য যার উপর ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। অতএব এ ধরনের ক্ববরকে মাটিসম করে দিবে যেমন পূর্বে আযহার সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আর ইমামদের ঐকমত্য শুধু ঐ মূল ক্ববরের ক্ষেত্রে যা ব্যক্তিকে দাফন করার সময় লক্ষ্য রাখতে হয়। তখন ক্ববরকে একটু উঁচু করা হয়। হাদীসটি কি এ অর্থ বুঝাচ্ছে না? যেমন ঐ পাঠক মহোদয় বুঝেছেন যার বর্ণনা গত হয়েছে।

হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গুমারী শাফেয়ীদের বিভিন্ন কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তারা বলেছেন ঃ ক্ববরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়ার জন্য কোন হাদীস বর্ণিত হয়নি। অন্যান্য হাদীসের মাঝে সামঞ্জস্য করার জন্য এ হাদীস দ্বারা ক্ববরকে সমতল করার উদ্দেশ্য করেছেন।

১। অনুরূপ করেছেন কতিপয় শিয়া তাদের কিতাব "কাশফুল ইরতিয়াব"(পৃঃ ৩৬৬)। অতঃপর তারা মুসলিমের সনদে বর্ণিত হাদীসকে-স্পষ্ট যঈফ বলেছেন! হাদীসের ব্যক্তিবর্গের প্রতি অপবাদ চাপিয়েছেন অথচ হাদীসটির প্রত্যেক বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। অনুরূপভাবে সেটির বিশুদ্ধতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন কাওসারী জাহমী তার "মাক্বালাত"(পৃঃ-১৫৯)। প্রবৃত্তবাদীরা তাদের মাযহাবের মত পার্থক্যের কারণে বিষয়টিকে এভাবেই দেখেছেন । তারা তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণের জন্য সহীহ হাদীস বতিলের চেষ্টা করেছে। এরূপ নিকৃষ্ট কাজ থেকে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

আমি বলি ঃ যদি এ কথা মেনে নেয়া হয়। তবুও কথাটি গুমারীর পক্ষে নয় বরং বিপক্ষেই দলীল। কেননা তিনি ক্ববর সমতল করা ওয়াজিব বলেন না। বরং তিনি অনির্দিষ্ট পরিমাণে ক্ববরকে উঁচু করা এবং ক্ববরের উপর গম্বুজ বা মাসজিদ নির্মাণ করা মুস্তাহাব বলেন। এ হাদীস সংক্রান্ত শেষ উত্তরে গুমারী বলেছেন ঃ "আমাদের নিকট সহীহ কথা হল, এর দ্বারা তিনি মুশরিকদের ক্ববরকে বুঝিয়েছেন। যাকে তারা জাহিলী যুগে সম্মান করত। ঐ সমস্ত ক্ববর সাহাবীগণ কর্তৃক বিজিত কাফিরদের দেশে ছিল। এর সাথে মূর্তির কথা উল্লেখের প্রমাণ রয়েছে।"

আমি বলি ঃ মুসনাদে আহমাদের কতক সূত্রের বর্ণনায় আলী (রাযিঃ) কর্তৃক মূর্তি ও ক্ববরের ব্যাপারে প্রেরণ ছিল মাদীনার আশেপাশেই, যখন রাসূল ﷺ মাদীনাতে ছিলেন। তাহলে এ কথা আলী (রাযিঃ)-এর কাফিরদের দেশে প্রেরণের ধারণাকে বাতিল করে দিচ্ছে। এ হাদীস হতে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য হচ্ছে আলী (রাযিঃ) আবূ হাইয়্যাজকে ক্ববর সমতল করার জন্য পাঠিয়েছেন। আর তিনি ছিলেন পুলিশ। এতে স্পষ্ট প্রমাণ হলো আলী (রাযিঃ) তেমনিভাবে উসমান (রাযিঃ) তারা উভয়েই জানতেন ক্ববর মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়ার হুকুম নাবী ﷺ এর মৃত্যুর পর বিদ্যমান রয়েছে। এ মত হচ্ছে গুমারীর ধারণার বিপরীত।

عن أبي بردة قال: أوصى أبو موسى حين حضره الموت فقال: إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا المشي ولا يتبعني مجمر، ولا تجعلوا في لحدي شيئاً يحول بيني وبين التراب، ولا تجعلوا على قبري بناء وأشهدكم أني بريء من كل حالقة، أو سالقة، أو خارقة، قالوا أوسمعت فيه شيئاً؟ قال: نعم، من رسول الله ﷺ.

৩। আবূ বুরদাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবূ মূসা (রাযিঃ) মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থায় আমাকে অসিয়ত করেন ঃ যখন তোমরা আমার জানাযা বহণ করবে তখন তোমাদের চলা দ্রুত করবে (অর্থাৎ তাড়াতাড়ি হেটে যাবে), আমার পেছনে ধুলা দিয়ে ধোয়া উড়াবে না (যেমন আগরবাতি জ্বালানো) এবং আমার ক্ববরে এমন কিছু রাখবে না যা আমার ও মাটির মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে (যেমন লাশের নিচে চাদর বিছানো ইত্যাদি) এবং আমার ক্ববরের উপর ঘর বানাবে না। আমি তোমাদের এ মর্মে সাক্ষ্য রেখে যাচ্ছি যে, নিশ্চয় আমি

প্রত্যেক নেড়া, আঘাতকারী ও কাপড় ছেড়ক (মৃতের জন্য শোক প্রকাশার্থে যারা এরূপ করে থাকে তাদের) থেকে মুক্ত।(১) উপস্থিত লোকেরা বলল ঃ আপনি কি এ ব্যাপারে নাবী ﷺ হতে কিছু শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি রাসূলুল্লাহ হতে শুনেছি।(২)

٤- عن أنس : كان يكره أن يبني مسجد بين القبور.

৪। আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, তিনি ক্ববরের পাশে মাসজিদ বানানো অপছন্দ করতেন।(৩)

٥- عن إبراهيم أنه كان يكره أن يجعل على القبر مسجداً.

৫। ইব্‌রাহীম হতে বর্ণিত, তিনি ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মাণ অপছন্দ করতেন।(৪)

হাদীসের সনদের এই ইব্রাহিমের পরিচয় হলো ইবনে ইয়াযীদ আন নাসাঈ, তিনি নির্ভরযোগ্য ইমাম। তিনি ছিলেন ছোট তাবেয়ী, মৃত্যুবরণ করেন (৯৬) বছরে। নিঃসন্দেহে তিনি এই বিধানটি গ্রহণ করেছেন কতিপয় বড় তাবেয়ী হতে সাহাবী সূত্রে। আর এটাই অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহর ইন্তিকালের পরও তারা এ হুকুম বিদ্যমান দেখেছেন। তাহলে এ বিধান বাতিল হল কি করে?

٦- عن المعرور بن سويد قال : خرجنا مع عمر في حجة حجها، فقرأ بنا في الفجر ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾ ﴿لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ﴾، فلما قضى حجه ورجع والناس، يبتدرون، فقال : ما هذا؟ فقال : مسجد صلى فيه رسول الله ﷺ، فقال : هكذا هلك أهل الكتاب، اتخذوا

১। الحالقة হলো মুসিবতের সময় কোন মন্দ কাজ করা, السالقة বলা হয় উঁচু স্বরে চিৎকার করাকে, আর الخارقة বলা হয় মুসিবতের সময় কারোর কাপড় ছিঁড়ে ফেলাকে।

২। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আহমাদ (৪/৩৯৭) মজবুত সনদে।

৩। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইবনু আবী শায়বা (২/৩৮৫), সনদের ব্যক্তিবর্গ নির্ভরযোগ্য, বুখারী ও মুসলিমের রিজাল। হাদীসটি আরো বর্ণনা করেছেন ইবনু রজব (৬৫/৮১/১)।

৪। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইবনু আবী শায়বা (৪/১৩৪) তার সূত্রে বিশুদ্ধ সনদে।

آثار أنبيائهم بيعاً، من عرضت له منكم فيها الصلاة، فليصل، ومن لم يعرض له منكم فيه الصلاة فلا يصل.

৬। মা'রূর বিন শুওয়াইদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা উমার (রাযিঃ) এর সাথে কোন এক হাজ্জে বের হলাম । অতঃপর তিনি ফজরের সলাতে আমাদের সামনে তিলাওয়াত করলেন, ঃ "আলাম তারা কাইফা ফা 'আলা রব্বুকা বি আসহাবিল ফীল"(১) এবং "লিয়ী লাফি কুরাইশ"(২) যখন তিনি হাজ্জ সম্পন্ন করলেন এবং ফিরে এলেন, লোকেরা তাড়াহুড়া করতে লাগলো । ফলে তিনি বললেন ঃ এটা কি? বলা হল এটা এমন মাসজিদ যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সলাত পড়েছেন। তিনি বললেন ঃ আহলে কিতাবরা তো এভাবেই ধ্বংস হয়েছে তারা তাদের নাবীদের নির্দশনকে গীর্জা বানিয়ে ছিল। অতএব সেখানে তোমাদের কারোর সলাতের সময় হলে সে যেন সলাত পড়ে নেয় আর তোমাদের মধ্যকার যার সলাতের সময় হবে না সে যেন সেখানে সলাত না পড়ে।(৩)

٧- عن نافع قال : بلغ عمر بن الخطاب أن ناساً يأتون الشجرة التي بويع تحتها، فأمر بها فقطعت.

৭। নাফি হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমার (রাযিঃ) এর যুগে তাঁর নিকটে এ মর্মে সংবাদ পৌঁছে যে, যে গাছের নিচে বাইআত গ্রহণ করা হয়েছিল সেখানে লোকেরা আসা যাওয়া করে। ফলে তার নির্দেশে ঐ গাছটি কেটে ফেলা হল।(৪)

٨- عن قزعة قال : سألت ابن عمر : آتي الطور؟ فقال : دع الطور ولا تأتها، وقال : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد.

১। সূরা ফীল, আয়াত-১

২। সূরা কুরাইশ, আয়াত-১

৩। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইবনু আবী শায়বা (২/৮৪/১) এর সনদ ইমাম বুখারী ও মুসলিমের শর্ত মোতাবেক সহীহ।

৪। আমি বলি ঃ এ হাদীসটিও বর্ণনা করেছেন ইবনু আবী শায়বা (২/৭৩/২), হাদীসের প্রত্যেক বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। তবে নাফে এবং উমারের মাঝে ইনকিতা (ব্যবধান) রয়েছে। সম্ভবত তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাযিঃ) রয়েছেন।

=== অতঃপর আমি পর্যবেক্ষণ করে বলছিঃ ঐ প্রত্যেক কথাকে বাতিল করে দিয়েছে ইমাম বুখারীর "সহীহ" গ্রন্থে 'জিহাদ' অধ্যায়ে ভিন্ন সনদে নাফে সূত্রের বর্ণনাটি। তিনি বলেন ঃ ইবনু উমার বলেছেন ঃ

عن نافع قال : قال ابن عمر رض : رجعنا من العام المقبل، فما اجتمع اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها، كانت رحمة من الله.

"আমরা যখন হুদায়বিয়ার দ্বিতীয় বৎসরে প্রত্যাবর্তন করলাম তখন যে গাছের নিচে আমরা বাইয়াত নিয়েছিলাম তাতে দু'জন লোককেও জমা হতে দেখিনি। এরূপ অবস্থাকে আল্লাহর রহতমই বলা যায়।"

অর্থাৎ তাদের কাছে ঐ গাছটি লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। অতএব এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে, যেহেতু গাছটির স্থান সম্পর্কে সঠিক ভাবে জানা যায়নি সেহেতু উমার (রাযিঃ) কর্তন করেছেন কথাটি ঠিক নয়। অতএব হাদীসটি প্রকৃতই দুর্বল এবং মুনকাতে যা এমনিতেই প্রমাণ হয়ে গেছে। হাদীসটি যে দূর্বল তা আরো প্রমান করে ইমাম বুখারীর সেই বর্ণনা যা তিনি তার "সহীহ" গ্রন্থের "মাগাযী" অধ্যায়ে সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাহল ঃ তিনি বলেছেন ঃ

لقد رأيت الشجرة، ثم أتيتها بعد، فلم أعرفها.

"আমি গাছটি দেখেছিলাম। কিন্তু পরবর্তীতে এসে সেই গাছটি সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারলাম না।"

ত্বারিক বিন আব্দুর রহমান সনদে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ

انطلقت حاجاً، فمررت بقوم يصلون، قلت : ما هذا المسجد قالوا : هذه الشجرة، حيث بايع رسول الله ﷺ بيعة الرضوان فأتيت سعيد بن المسيب، فضحك فقال : حدثني أبي أنه كان فيمن بايع رسول الله ﷺ تحت الشجرة، فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها. وفي رواية : فعميت علينا فقال سعيد : إن أصحاب محمد ﷺ لم يعلموها وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم

আমি হাজ্জে গেলাম। সেখানে এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলাম যারা সলাত আদায় করছিল। আমি বললাম ঃ এটি কি মাসজিদ? তারা বললো ঃ এটি হলো সে গাছ যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ বাইআতে রিজওয়ান করেছিলেন। অতঃপর আমি সাঈদ বিন মুসাইয়াবের নিকটে আসলাম। ফলে তিনি হেসে বললেন ঃ আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন (যিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ কর্তৃক উক্ত গাছের নীচে বাইআত গ্রহণকারীদের অন্যতম) ঃ আমরা যখন পরবর্তী বছরে এলাম তখন সেটি যে কোন গাছ তা ভুলে গেলাম এবং তা নির্ণয় করতে পারলাম না। ===

৮। কুযাআহ বর্ণনা করেন, আমি ইবনে উমারকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আমি কি তুর পর্বতে আসব? ফলে তিনি বললেন ঃ তুমি তুরকে পরিত্যাগ কর এবং সেখানে এসো না। তিনি আরো বললেন ঃ তিনটি মাসজিদ ব্যতীত কোথাও (সওয়াবের উদ্দেশ্যে) ভ্রমণ করা যাবে না।(১)

٩- عن علي بن حسين : أنه رأي رجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه، (كذا الأصل) فيدخل فيها فيدعو، فدعاه فقال : ألا أحدثك بحديث سمعته من أبي عن جدي رسول الله ﷺ؟ قال : لا تتخذوا قبري عيداً، ولا بيوتكم قبوراً، وصلوا علي، فإن صلاتكم وتسليمكم تبلغني حيثما كنتم.

=== **অন্য বর্ণনায় রয়েছে ঃ আমাদের থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। অতঃপর সাঈদ বলেন ঃ মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাহাবীগণ সেটা যে কোন গাছ তা জানতে পারলেন না অথচ তোমরা জেনে গেলে! তোমরা কি তাঁদের চেয়ে বেশি জ্ঞানী হয়ে গেলে নাকি?**

আমি বলি ঃ আমরা এ বিচ্ছিন্ন বর্ণনার দুর্বলতা অবহিত হওয়ার পর সাক্ষ্যর মত ক্ষতি করে। কেননা এ বিষয় সঠিক সাব্যস্থ হওয়ার ব্যাপারে আমরা এর চেয়েও অধিক মজবুত প্রমাণ অর্জন করেছি। তা হলো মুসাইয়িব ও ইবনু উমারের হাদীস। হাফিয ইবনু হাজার এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ এ ব্যাপারে হিকমাত হলো উক্ত গাছের নিচে যে কল্যাণ নিহিত আছে তা যেন কোন ফিতনায় না ফেলে। গাছটি থাকলে কতিপয় মূর্খের সম্মান প্রদর্শন নিরাপদ হতো। এমনকি এই বিষয়টি কখনো এ বিশ্বাসে ধাবিত করত যে, গাছটির উপকার ও ক্ষতি করার শক্তি আছে। যেমন আজকের দিনে আমরা অন্য গাছের ক্ষেত্রে তা স্বচক্ষে দেখছি। ইবনু উমার এ দিকেই ইঙ্গিত করে বলেছেন ঃ 'তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রহমত বিশেষ'। অর্থাৎ তাদের দৃষ্টিতে গাছ অদৃশ্য হওয়াটাই আল্লাহর রহমত।

আমি বলি ঃ সে গাছগুলোর মধ্যকার যেগুলোর দিকে হাফিয ইঙ্গিত করেছেন তার একটি গাছ আমি উহুদের শহীদদের ক্ববরস্থানের পূর্বপার্শ্বে দশ বছরের বেশি সময় থেকে প্রাচীরের বাইরে দেখেছিলাম। গাছটিতে অনেক নেকড়া ঝুলছে। অতঃপর আমি গত বছর (১৩৭১ হিঃ সনে) দেখেছি গাছটি গোড়া থেকে উঁপড়ে ফেলা হয়েছে। আল্লাহ্‌র জন্যই সমস্ত প্রশংসা যিনি মুসলমানদেরকে গাছের অনিষ্টতা ও মহান আল্লাহ্‌ ব্যতীত উপাসনা করা হয় এমন তাগুতের অনিষ্টতা হতে হিফাজত করেছেন।

১। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন -ইবনু আবী শায়বা (২/৮৩/২), আযরাক্বী "আখবারে মাক্কা" (পৃঃ ৩০৪), এর সনদ সহীহ। আরো বর্ণনা করেছেন আবূ ইয়ালা এবং ইবনে মুনদীহ "আত্ তাওহীদ" গ্রন্থে (২৬/১-২), অনুরূপ আবূ বাসরা গিফারী হতে, এ বর্ণনাটিও সহীহ। হাদীসটি আমি সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহা এবং ইরওয়াউল গালীল গ্রন্থে (৯৭০) বর্ণনা করেছি।

৯। আলী বিন হুসাইন বর্ণনা করেন। তিনি এক ব্যক্তিকে ফুরজার দিকে আসতে দেখলেন যা নাবী ﷺ-এর ক্ববরের সন্নিকটে অবস্থিত ছিল। অতঃপর লোকটা তাতে প্রবেশ করে দু'আ করলো। ফলে তিনি লোকটিকে ডেকে বললেন ঃ আমি কি তোমাকে এমন একটি হাদীস শোনাব না যা আমি আমার পিতা থেকে শুনেছি এবং তিনি শুনেছেন আমার চাচা রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে? (তা হলো) তিনি বলেছেন ঃ তোমরা আমার ক্ববরকে উৎসবের স্থানে পরিণত করো না এবং তোমাদের ঘরগুলোকে ক্ববরস্থান বানিও না। আর তোমরা আমার উপর দরুদ পড়, তোমরা যেখানেই তা পড় না কেন তোমাদের দরূদ ও সালাম আমার কাছে পৌছানো হবে।(১)

হাদীসটিকে শক্তিশালী করছে ইবনু আবী শায়বার আরেকটি বর্ণনা, এবং ইবনু খুযাইমার "আলী বিন হাজার (৪/ ক্রমিক নং ৪৮) এবং ইবনু আসাকির (৪/২১৭/১) এর বর্ণনা যা বর্ণিত হয়েছে দু'টি সনদে সুহাইল বিন আবূ সুহাইল হতে।

١٠- عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا قبري عيداً وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم.

১০। আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে ক্ববরস্থানে পরিণত করো না এবং আমার ক্ববরকে উৎসবেব স্থান বানিও না। তোমরা আমার প্রতি দরুদ পড়। কেননা তোমরা যেখানেই থাক না কেন তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌছানো হবে।(১)

١١- ورأى ابن عمر فسطاطاً على قبر عبد الرحمن فقال : انزعه يا غلام فإنما يظله عمله.

১। এ হাদীসটিও বর্ণনা করেছেন ইবনু আবী শায়বা (২/৮৩/২) এবং তার থেকে আবূ ইয়ালা "মুসনাদ"(ক্বাফ ৩২/২), ইসমাঈল কাযী "ফাযায়িলে সলাত আলান্নাবী ﷺ" গ্রন্থে (হাদীস নং ২০ মাকতাবুল ইসলামী প্রকাশিত) এবং বর্ণনা করেছেন জিয়া "আল মুখতার" গ্রন্থে (১/১৫৪) আবূ ইয়ালা সনদে এবং খাতিব 'মুয়াজ্জেহ'(২/৩৯) ।

১১। ইবনে উমার (রাযিঃ) আবদুর রহমানের ক্ববরের উপর সামিয়ানা (তাঁবু)(২) দেখতে পেয়ে বললেন ঃ হে কৃতদাস! (ক্ববরের উপর থেকে সামিয়ানা) উঠিয়ে ফেল। কেননা তাঁর আমলই তাকে ছাঁয়া দেয়ার জন্য যথেষ্ট।(৩)

١٢- عن أبي هريرة أنه اوصى أن لا يضربوا على قبره فسطاطا.

১২। আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি অসিয়াত করেছেন, তার ক্ববরের উপর যেন সামিয়ানা টাঙ্গানো না হয়।(৪)

١٣- روه ابن ابى شيبة وابن عساكر (٧/٩٦/٣) مثله عن ابي سعيد الخدري.

১৩। ইবনু আবী শায়বা এবং ইবনু আসাকির (৭/৯৬/২)-তে অনুরূপ হাদীস আবূ সাঈদ খুদরী হতে বর্ণনা করেছেন।(৫)

١٤- عن محمد بن كعب قال : هذه الفساطيط التي على القبور محدث.

১৪। মুহাম্মদ বিন কা'ব হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ক্ববরের উপর এই যে তাঁবু টানানো হয়েছে তাতো বিদ'আত।(৬)

১। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন - আবূ দাউদ (২০৪২), আহমাদ (২/৩৬৭) হাসান সনদে। এবং আরো বর্ণনা করেছেন আবূ ইয়ালা"মুসনাদ" গ্রন্থে (৪/১৬৯৭)। হাসান বিন আলী বিন আবূ তালিবের হাদীসের সনদে দেখার বিষয় রয়েছে।

২। সামিয়ানা হচ্ছে পশমী ঘর। দেখুন লিসান ও কাওয়াকিবুদ দুরারী (৮৭/১ তাফসীর ৫৪৮)। ইমাম আহমাদ ক্ববরের উপর সামিয়ানা টাঙ্গানোকে অপছন্দ করতেন।

৩। হাদীসটি ইমাম বুখারী তা'লীক হিসাবে বর্ণনা করেছেন (২/৯৮)।

৪। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আব্দুর রাজ্জাক (৩/৪১৮/৬১২৯), ইবনু আবী শায়বা (৪/৩৫), রুবাঈ "অসাইয়াল উলামা ""(১৪১/২) এবং ইবনে সা'দ (৪/৩৩৮) সহীহ সনদে।

৫। হাদীসের সনদ দুর্বল। তবে ইবনু আসাকিরের নিকটে হাদীসটির অন্য সনদ রয়েছে। সেটি সহীহ।

৬। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইবনু আবী শায়বা । সনদের ব্যক্তিবর্গ নির্ভরযোগ্য। তবে সা'লাবা ব্যতীত। সে হল ইবনু ফুরাত। তার সম্পর্কে আবূ হাতিম ও আবূ যুরআ বলেছেন "তাকে চিনতে পারিনি" যেমন রয়েছে "জারহ-অত তা'দীল" গ্রন্থের (১/৪৬৪-৪৬৫)।

١٥- عن سعيد بن المسيب أنه قال في مرضه الذي مات فيه : إذا ما مت، فلا تضربوا على قبري فسطاطاً.

১৫। সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব মৃত্যু শয্যায় অসুস্থাবস্থায় বলেছেন ঃ আমি যখন মারা যাব তোমরা আমার ক্ববরের উপর তাঁবু টাঙ্গাবে না।(১)

١٦- عن سالم مولى عبد الله بن علي بن حسين قال : أوصى محمد بن علي أبو جعفر قال : لا ترفعوا قبري على الأرض.

১৬। আবদুল্লাহ বিন আলী বিন হুসাইন এর আযাদকৃত গোলাম সালিম বর্ণনা করেন ঃ আমাকে মুহাম্মাদ বিন আলী আবূ জাফর এ মর্মে অসিয়ত করেছেন ঃ তোমরা জমিনের উপর আমার ক্ববরকে উচু করো না।(২)

١٧- عن عمرو بن شرحبيل قال : لا ترفعوا جدثي-يعني القبر-فإني رأيت المهاجرين يكرهون ذلك.

১৭। 'আম্‌র বিন শুরাহবীল হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ তোমরা আমার ক্ববরকে উঁচু করবে না। কেননা আমি মুহাজিরদেরকে তা অপছন্দ করতে দেখেছি।(৩)

জেনে রাখুন, এ সকল বর্ণনা ঐকমত্যভাবে ক্ববরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ফিতনা ও পথভ্রষ্টতায় পড়ার আশঙ্কা রয়েছে এমন প্রত্যেক কাজই নিষেধ করছে। যেমন ক্ববরে মাসজিদ ও গম্বুজ নির্মাণ, ক্ববরের উপর তাঁবু টানানো, ক্ববরকে বৈধ সীমার অতিরিক্ত উঁচু করণ, ক্ববরের উদ্দেশে সফর ও বারবার আসা যাওয়া করা(৪) এবং ক্ববর স্পর্শ করে (শরীর) মাসেহ করা, অনুরূপ নাবীগণের

১। হাদীসটি ইবনু সা'দ (৫/১৪২)- তে বর্ণনা করেছেন।

২। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন দুলাবী (১/১৩৪-১৩৫), এবং এর সনদের ব্যক্তিবর্গ নির্ভরযোগ্য। তবে সালিম ব্যতীত। কারণ সে অজ্ঞাত। যেমন বলেছেন ইমাম যাহাবী "মীযান" গ্রন্থে।

৩। হাদীসটি ইবনু সা'দ (৬/১০৮) বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেছেন।

৪। ক্ববরের দিকে বারবার আসা যাওয়া করা অর্থাৎ ক্ববর যিয়ারাতের উদ্দেশে অধিকহারে আসা যাওয়া করা। নাবী ﷺ-এর হাদীসে তাই পাওয়া যাচ্ছে যে, اللهم لا تجعل قبر عيدا। "হে আল্লাহ! আমার ক্ববরকে উৎসবের স্থানে পরিণত করো না।"

নিদর্শন দ্বারা বরকত অর্জনের চেষ্টা করা ইত্যাদি। আর এ ধরনের প্রত্যেকটি কাজই সাহাবা ও পূর্ববর্তীগণের নিকট শরীয়াত সম্মত নয়। এতেই প্রমাণ হয়, ক্ববরে মাসজিদ নির্মাণ ও সম্মান প্রদর্শন শরীয়াত সম্মত না হওয়ায় তাঁরা উক্ত নিষেধাজ্ঞা করণ কার্যকর বলেই জানতেন। জেনে রাখুন! সেই কারণটি হল মৃত ব্যক্তির দ্বারা ফিত্‌না ও পথভ্রষ্টতায় পতিত হওয়ার ভয় যেমন এ ব্যাপারে ইতিপূর্বে ইমাম শাফিয়ীর বক্তব্য গত হয়েছে। তিনি দলিল দিয়ে বলেছেন ঃ তাঁরা এ কারণ সম্পর্কিত বর্ণিত হুকুমের উপর অটল রয়েছেন।

যেমন ক্ববরকে উঁচু করন, তাতে তাঁবু টাঙ্গানো ইত্যাদি কার্যাদি যা আমরা এইমাত্র উল্লেখ করেছি। তাঁরা উল্লেখিত বিধান কার্যকর থাকাকেই উত্তম বলেছেন। দু'টি কারণে ঃ

প্রথম কারণ ঃ ক্ববরে মাসজিদ নির্মাণ, ক্ববর উঁচু করণ ও তথায় তাঁবু টাঙ্গানো মারাত্মক অন্যায়। যেহেতু ক্ববরে মাসজিদ নির্মাণের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র লা'নাত বর্ষণের কথা বর্ণিত আছে। তবে উঁচু করণ ও তাঁবু টাঙ্গানোর ব্যাপারে লা'নাতের কথা আসেনি।

দ্বিতীয় কারণ ঃ অবশ্য কর্তব্য হল ঐ পূর্ববর্তীগণকে জানা ও উপলব্ধি করা। যখন শারীয়াত প্রণেতার নিষেধাজ্ঞা ব্যতিরেকেই তাঁদের (পূর্ববর্তীদের) কারোর থেকে কোন বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা পাওয়া যাবে আর অন্য কারো হতে সেই (সলাতের) নিষেধাজ্ঞার (বিরোধিতায়) বর্ণনা না আসবে তখন আমরা অকাট্যভাবে ধরে নিব তিনিও তা হতে নিষেধ করেছেন। যদি ধরেও নেয়া হয় তার কাছে সে নিষেধাজ্ঞার সংবাদ পৌঁছেনি।

অতএব প্রমাণ হল, উল্লেখিত কারণ ও উক্তিগুলো পূর্ববর্তীগণের পন্থার বিপরীত ও বিশুদ্ধ হাদীসসমূহের বিরোধী হওয়ায় বাতিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ক্ববরে মাসজিদ নির্মাণ হারাম হওয়ার হিকমাত

মানুষ যে প্রথম যুগ হতে একনিষ্ঠ তাওহীদের উপর একটি জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এরপর তাদেরকে শির্ক আচ্ছন্ন করেছিল তা শরীয়াত দ্বারাই প্রমাণিত। তাইতো এ বক্তব্যের মৌলিকত্ব পাওয়া যায় আল্লাহর বাণীতে ঃ

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً قف فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ﴾

"মানুষ তো একই জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরপর আল্লাহ নাবীগণকে প্রেরণ করলেন সুসংবাদ-দাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে।"(১)

قال ابن عباس رضي الله عنه : كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبين مبشرين ومنذرين

ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) বলেছেন ঃ আদম ও নূহ (আঃ) এর মধ্যকার সময় ছিল দশ যুগ। তাদের প্রত্যেকেই এক সত্য দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এরপর তাদের (জনগণের মাঝে) মতপার্থক্য দেখা দিল। ফলে আল্লাহ নাবীগণকে পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে।(২)

১। সূরা বাকারাহ, আয়াত- ২১৩

২। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইবনু জারীব স্বীয় তাফসীর (৪/২৭৫ আহমাদ শাকেরের তাহক্বীক অনুসারে) এবং হাকিম (২/৫৪২)। ইমাম হাকিম বলেছেন "হাদীসটি ইমাম বুখারীর শর্ত মোতাবেক সহীহ" ইমাম যাহাবীও তাঁর সাথে একমত পোষণ করেছেন।

আমি বলি ঃ ইবনু উরওয়াহ হাম্বালী এটিকে সহীহ বুখারীর দিকে সম্পর্কিত করেছেন যা তার ধারণামাত্র। আর আওফী, ইবনু আব্বাস সূত্রে যা বর্ণনা করেছেন তা হল ঃ "মানুষ একই জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল" (كان الناس امة واحدة)। তিনি বলেন ঃ তারা ছিল কাফির গোষ্ঠী। অতঃপর আল্লাহ নাবীগণকে প্রেরণ করলেন সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে (فبعث الله النبين مبشرين ومنذرين) বর্ণনাটি ইবনু আব্বাস সূত্রে বিশুদ্ধ নয়। কেননা সনদের আওফী হাদীস বর্ণনায় দুর্বল, সে দলীলযোগ্য নয়, এছাড়াও আরো ভুল করেছেন ফাখরুর রাযী ও অন্যান্য মুফাসসিরগণ ইবনু আব্বাস সূত্রের এই বক্তব্য তুলে ধরে নীরব থেকে। এ কারণে হাফিয ইবনু কাসীর (রহঃ) (১/২৫০)-তে বলেছেন ঃ "ইবনু আব্বাস সূত্রের প্রথম কথাটি সনদ ও অর্থগতভাবে অধিক বিশুদ্ধ। কেননা মূর্তি উপাসনার পূর্বে মানব জাতি আদম (আঃ) এর মিল্লাতের উপরই ছিল। ফলে আল্লাহ তাদের প্রতি নূহ (আঃ) কে প্রেরণ করলেন। তিনিই ছিলেন আল্লাহ প্রেরিত জমিনবাসীর জন্য প্রথম রসূল।"

এই বক্তব্যকে আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম "ইগাসাতুল লিহফান" গ্রন্থের (২/২০৫)-তে বিশুদ্ধ বলেছেন।

ইবনু উরওয়া হাম্বালী (রহঃ) "আল কাওয়াকিব" গ্রন্থের (৬/১১২)-তে বলেছেন ঃ আহলে কিতাবের যেসব ইতিহাসবিদের ধারণা আদম (আঃ)-এর ছেলে হাবীল এবং তার সন্তানাদি আগুন পূজা করত-এটা তাদের সেই ভ্রান্ত ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে।

আমি বলি ঃ এটা ঐসব দার্শনিক ও নাস্তিকের ধারণাকেও প্রত্যাখ্যান করে যারা বলে, শির্ক হচ্ছে মানুষের মৌলিকত্ব। আর তাওহীদ হল আপতিত।

এরূপ ধারণাকে অসার ও পূর্বোক্ত আয়াতকে মজবুত করে দেয় নিম্নের দু'টি হাদীস। তা হল ঃ

প্রথম হাদীস ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হাদীসে কুদসী ঃ

إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوابي مالم أنزل به سلطانا

নিশ্চয় আমি আমার প্রত্যেক বান্দাকেই একনিষ্ঠ অনুগত করে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তাদের মাঝে শয়তান এসে তাদেরকে নিজেদের দ্বীন হতে সরিয়ে(১) দিল। আর তাদের জন্য আমার হালালকৃত বস্তুকে শয়তান হারাম করে দিল এবং আমার সঙ্গে অংশীস্থাপন করতে নির্দেশ করল অথচ আমি এ (শির্কের) ব্যাপারে কোনই প্রমাণ অবতীর্ণ করিনি।"(২)

দ্বিতীয় হাদীস ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟. قال أبو هريرة : واقرأوا إن شئتم ﴿فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَاتَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ﴾

১। অর্থাৎ তাদেরকে পথভ্রষ্টতায় ফেলে দিল।

২। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম (৮/১৫৯), আহমাদ (৪/১৬২), হারবী "আলগারীব" (৫/২৪/২), বাগাবী "হাদীসু হুদবা বিন খালিদ" (১/২৫১/২), ইবনু আসাকির (১৫/৩২৮/১)।

"প্রতিটি সন্তানই ফিত্‌রাতের উপর জন্ম গ্রহণ করে থাকে। এরপর তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদ, খৃষ্টান ও অগ্নিপূজক হিসাবে গড়ে তুলে। যেমন নাকি চতুস্পদ জন্তু পূর্ণ কান সম্বলিত জন্তু জন্মিয়ে থাকে। তোমরা কি তাতে কাটা কান পাও?

আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) বলেন, তোমাদের ইচ্ছে হলে নিম্নোক্ত বাণী পড়তে পার ঃ "আল্লাহ্‌র ফিত্‌রাতের (প্রকৃতির) অনুসরণ কর, যে ফিত্‌রাত অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই।"(১)

অতএব, এ বিষয়টি যেহেতু স্পষ্ট হয়ে গেল তাই (পূর্বেকার) মুমিনরা একনিষ্ঠ তাওহীদে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও কিরূপে শিরকে পতিত হয়েছিল তা মুমিন ব্যক্তির জন্য অবহিত হওয়া খুবই জরুরী ও গুরুত্ববহ।

নূহ (আঃ) এর সম্প্রদায় সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

﴿وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾

"এবং তারা বলল, তোমরা তোমাদের ইলাহ্‌দের পরিত্যাগ করো না। আর ওয়াদ্দ, সুআ', ইয়াগুস, ইয়াউক ও নাসরকে পরিত্যাগ করো না।"(২)

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় পূর্বসূরীদের এক জামাআত হতে বহু বর্ণনা এসেছে।

উপরিউক্ত আয়াতে উল্লেখিত পাঁচজন আল্লাহ্‌র সৎকর্মশীল বান্দাহ ছিলেন। অতঃপর তাদের মৃত্যুর পর শয়তান তাদের সম্প্রদায়ের নিকট এসে তাদের ক্ববরের উপর দাঁড়িয়ে থাকার পরামর্শ দিল। অতঃপর সে সম্প্রদায়ের মৃত্যুর পর শয়তান পরবর্তী সম্প্রদায়ের কাছে এসে বলল, তারা যেন তাদের সৎকর্মশীলদের মূর্তি তৈরী করে। শয়তান তাদের জন্য এমনভাবে সজ্জিত করলো যে, এ কাজ তাদেরকে ঐ ব্যক্তিদের স্মরণ করিয়ে দিতে অধিক কার্যকর। অতঃপর শয়তান তৃতীয় যুগের লোকদের কাছে এসে বলল, তারা যেন আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের

১। সূরা রূম, আয়াত- ৩০। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন বুখারী (১১/৪১৮), মুসলিম (১৮/৫২), দুলাবী (১/৯৮) ও অন্যান্যরা। এটিকে আমি বর্ণনা করেছি "ইরওয়াউল গালীল" (ক্রমিক নং-১২২০)-তে।

২। সূরা নূহ, আয়াত- ২৩।

ইবাদত করে আর তাদের মনে এ মর্মে সংশয় সৃষ্টি করলো যে, তাদের পূর্ব পুরুষরাও এমনটি করতো। এরপর আল্লাহ তা'আলা নূহ (আঃ)-কে তাদের নিকট এ নির্দেশ সহকারে প্রেরণ করলেন যে, তিনি তাদেরকে একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত করার আদেশ দিবেন কিন্তু কতক লোক ছাড়া কেউ তার আদেশ মানেনি। মহান আল্লাহ নূহ (আঃ) ও তার জাতির ঘটনা সূরা নূহে তুলে ধরেছেন।

সহীহুল বুখারীর (৮/৫৪৩) পৃষ্ঠায় ইবনু আব্বাস সূত্রে বর্ণিত হয়েছে,

أن هؤلاء الخمسة أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم : أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً، وسموها بأسمائهم، ففعلوا، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت.

ঐ পাঁচটি নাম ছিল সম্প্রদায়ের পাঁচজন সৎ ব্যক্তির। তাদের মৃত্যুর পর শয়তান তাদের সম্প্রদায়ের নিকট এসে বলল, তোমরা তাদের বসার স্থানে মূর্তি তৈরী কর এবং তাদের নাম অনুসারে সেগুলোর নামকরণ কর। অতঃপর তারা তা তৈরী করল। তবে তখন মূর্তিগুলোর উপাসনা করা হয়নি। এ লোকগুলো মারা যাওয়ার পর এ সম্পর্কে জ্ঞান অজানা রয়ে গেল। ফলে মূর্তিগুলোর উপাসনা আরম্ভ হয়ে গেল।

অনুরূপ বর্ণনা একজন সাহাবীর সূত্রে তাফসীরে ইবনে জারীর ও অন্য তাফসীরে এসেছে। দুররে মানসূর গ্রন্থে (৬/২৬৯) পৃষ্ঠায় আবদ্ ইবনু হুমাইদ বর্ণনা করেন ঃ

عن أبي مطهر قال : ذكروا عند أبي جعفر (وهو الباقر) يزيد بن المهلب، فقال : أما إنه قتل في أول أرض عبد فيها غير الله، ثم ذكر وداً قال :

وكان ود رجلاً مسلماً، وكان محبباً في قومه، فلما مات عسكروا حول قبره في أرض بابل، وجزعوا عليه، فلما رأى إبليس جزعهم عليه تشبه في

صورة إنسان، ثم قال : أرى جزعكم على هذا، فهل لكم أن أصور لكم مثله، فيكون في ناديكم فتذكرونه به؟ قالوا : نعم، فصور لهم مثله، فوضعوه في ناديهم، وجعلوا يذكرونه، فلما رأى ما بهم من ذكره، قال : هل لكم أن أجعل لكم في منزل كل رجل منكم تمثالاً مثله، فيكون في بيته، فتذكرونه؟ قالوا : نعم، فصور لكل أهل بيت تمثالاً مثله، فأقبلوا، فجعلوا يذكرونه به، قال : وأدرك أبناؤهم، فجعلوا يرون ما يصنعون به، وتناسلوا ودرس أمر ذكرهم إياه حتى اتخذوه إلهاً من دون الله قال : وكان أول ما عبد غير الله في الأرض ود الصنم الذي سموه بود.

আবূ মুত্বাহ্হার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তারা আবূ জা'ফর (যিনি বাক্বির নামে পরিচিত) ইয়াযীদ বিন মুহাল্লাব-এর নিকট উল্লেখ করলেন ঃ তিনি বললেন, আল্লাহ ব্যতীত যার ইবাদাত করা হয়েছিল পৃথিবীর শুরুতেই তাকে হত্যা করা হয়েছিল। তারপর ওয়াদ্দ এর কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ

"ওয়াদ্দ ছিলেন একজন মুসলিম ব্যক্তি ও স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রিয়পাত্র। তার মৃত্যুর পর সম্প্রদায়ের লোকেরা বাবিল নামক দেশে তার ক্ববরের চারপাশে সৈনিক বেষ্টনে দাঁড়ালো এবং তার নিকট কাকুতি মিনতি করলো। ইবলিস তাদের এ অবস্থা দেখে মানুষের রূপ ধারণ করে বললো ঃ আমি তার জন্য তোমাদের কাকুতি মিনতি লক্ষ্য করছি। আমি কি তোমাদের জন্য তার মতো ছবি বানিয়ে দিব যা তোমাদের সমাবেশে থাকবে এবং তোমরা তাকে স্মরণ করবে। তারা বললো, হ্যাঁ, তারপর শয়তান তাদের জন্য তার অনুরূপ প্রতিকৃতি বানিয়ে দিল। অতঃপর তারা তাদের বৈঠকে সেটাকে রাখলো এবং স্মরণ করতে লাগলো। অতঃপর শয়তান তাদের স্মরণ করার পরিমাণ লক্ষ্য করতে পেরে বললো, আমি কি তোমাদের জন্য তোমাদের প্রত্যেকের ঘরে অনুরূপ মূর্তি তৈরী করে দিব যা তোমাদের ঘরে থাকবে এবং তোমাদেরকে তার স্মরণ করিয়ে দিবে? তারা বললো, হ্যাঁ। অতঃপর শয়তান প্রত্যেক পরিবারের জন্য অনুরূপ মূর্তি বানিয়ে দিল। তারা সেটাকে সম্মুখে পেয়ে তা দ্বারা তাকে স্মরণ করতে লাগলো। তাদের সন্তানেরা তাদেরকে সে অবস্থায়ই পেল এবং তারা যা করলো তা দেখতে লাগলো। তারা বংশ বিস্তার করলো। আর তাদের স্মরণ করার বিষয়টি

অধ্যয়নরত হলো। এমনকি তারা তাকে আল্লাহ ব্যতীত প্রভু রূপে বানিয়ে নিল। বর্ণনাকারী বলেন, এই ভূপৃষ্ঠে আল্লাহ ছাড়া সর্বপ্রথম ওয়াদ্দ মূর্তির পূজা আরম্ভ হয়। তারাই এর নাম ওয়াদ্দ রেখেছিল।"(১)

সুতরাং মুহাম্মাদ ﷺ -কে সর্বশেষ রাসূল হিসেবে প্রেরণকারী ও তাঁর শরীয়াতকে শেষ শরীয়াত নির্ধারণকারী বরকতময় **আল্লাহ তা'আলার হিকমাত হল প্রত্যেক এমন মাধ্যম হতে নিষেধ করা যাতে শিরক হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। যদিও তা সুদূর পরাহত।** তথাপিও মানুষের শিরকে পতিত হওয়া কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। এ জন্যই ক্ববরের উপর মাসজিদ বানাতে বারণ করা হয়েছে। একইভাবে বারণ করা হয়েছে ক্ববরের উদ্দেশে ভ্রমণ করতে, ক্ববরকে উৎসবের স্থান বানাতে(২) ও মৃতের নামে কসম করতে।

কেননা এ ধরনের কার্যাদি সীমালঙ্ঘন ও আল্লাহ ভিন্ন অন্যের ইবাদতে ধাবিত করে। বিশেষ করে যখন ইল্‌মের বিলুপ্তি ঘটে, অজ্ঞতা বেড়ে যায়, উপদেশকারীর সংখ্যা হ্রাস পায় এবং জীন ও মানুষের মধ্যকার শয়তানগুলো মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে সহযোগী হয়ে একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত হতে বিমুখ করে দেয় (তখন ক্ববরকে কেন্দ্র করে উক্ত কার্যাদি সীমালঙ্ঘন ও অন্যের উপাসনায় বেশি ধাবিত করে)।

১। আমি বলি ঃ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইবনু আবী হাতিম। যেমন রয়েছে ইবনু উরওয়া হাম্বালীর "কাওয়াকিবুদ দূরারী" গ্রন্থে (৬/১১২/২) এবং তিনি এর সনদ তুলে ধরেছেন। সনদটি এই আবূ মুত্বাহ্হার পর্যন্ত হাসান। তবে আমি তাকে চিনতে পারিনি। দুলাবী "আলকুনা অল আসমা" গ্রন্থে এবং মুসলিম "আলকুনা" গ্রন্থে তার উল্লেখ করেননি। এমনকি অন্যরাও তার উল্লেখ করেননি। সম্ভবত সে শিয়া।

২। ইমাম নববী (রহঃ) "মানাসিকুল হাজ্জ" গ্রন্থের (২৪৯/২)-তে নাবী ﷺ এর ক্ববর যিয়ারাতের আদব সম্পর্কে বলেন ঃ "ইমাম মালেক (রহঃ) কোন মদীনাবাসীর জন্য ক্ববরসমূহে অবস্থানের (দাঁড়ানোর) উদ্দেশ্যে এ জায়গায় প্রবেশ করা ও বের হওয়াকে অপছন্দ করতেন। তিনি বলেন ঃ তাতো প্রবাসীদের জন্য। তিনি বলেন ঃ কেউ সফরে আসলে এবং সফরের উদ্দেশ্যে বের হলে যদি নাবী ﷺ এর ক্ববরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে তাঁর জন্য দরূদ পড়ে এবং তাঁর ﷺ আবূ বাক্‌র ও উমারের (রাযিঃ) জন্য দু'আ করে তাতে সমস্যা নেই। আল্লামা বাজী বলেন ঃ ইমাম মালেক তাতে মদীনাবাসী ও প্রবাসীদের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। কেননা প্রবাসীরা সাধারণত ঐরূপ করার ইচ্ছা রাখে আর মদীনাবাসীরা তো সেখানেই অবস্থান করে। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ

اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد

"হে আল্লাহ! আমার ক্ববরকে প্রতিমা উপাসনায় পরিণত কর না।"

বলা বাহুল্য, আমাদের কাছে মুসলিম উম্মাহ্‌র সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো, ওয়াসীলাহ (মাধ্যম) বন্ধকরণ ও সূর্য পূজারী মুশরিকদের সাদৃশ রোধই উক্ত তিন সময়ে সলাত আদায় নিষেধ হওয়ার হিকমাত।

সুতরাং ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মাণ এবং তাতে সলাত পড়ার মাধ্যমে তাদের সাথে সাদৃশ্য রাখার মাধ্যমটা হচ্ছে অতি শক্তিশালী ও স্পষ্ট। আপনি কি লক্ষ্য করেন না যে, আমরা আজকের দিন পর্যন্ত এই নিষেধকৃত সময়ে কোন ব্যক্তির সলাত আদায় করাতে কোন খারাপ প্রক্রিয়া পাই না। আমরা ক্ববরের উপর এই সমস্ত নির্মিত বিল্ডিং ও মাসজিদে সলাত আদায়ের সবচেয়ে জঘন্যতম নিদর্শন লক্ষ্য করছি। তা হল ক্ববর স্পর্শ করা,(১) মৃত ব্যক্তিদের দ্বারা সাহায্য চাওয়া, তাদের জন্য মানৎ মানা, তাদের নামে কসম খাওয়া, ক্ববরকে সাজদাহ করা এবং অন্যান্য গোমরাহী কাজ যা সবার নিকট স্পষ্ট। সুতরাং মহান আল্লাহ্‌র হিকমাতের উদ্দেশ্য হলো এই সমস্ত খারাপ কাজকে হারাম করা। যাতে একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা হয় এবং তাঁর সঙ্গে কোন কিছুর অংশীদার বানানো না হয়। তাই এর দ্বারা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র নিম্নোক্ত নির্দেশের বাস্তবায়ন হবে। তাঁর বাণীঃ

১। ইমাম নাববী (রহঃ) স্বীয় 'মানাসিকুল হাজ্জ' গ্রন্থে (৬৮/২) বলেছেন ঃ নাবী ﷺ-এর ক্ববর তাওয়াফ করা জায়েয নয় এবং ক্ববরের দেয়ালে পেট ও পিঠ লাগানো মাকরূহ। এ কথা বলেছেন হুলাইমী ও অন্যান্যরা । ক্ববরকে হাত দ্বারা স্পর্শ করা ও চুম্বন করা অপছন্দনীয়। বরং আদব হলো এরূপ করা হতে বিরত থাকা- এটাই সঠিক কথা। আলিমগণ এ কথাই বলেছেন এবং এতে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তাই অধিকাংশ সাধারণকে এর বিপরীত কর্মে জড়িত দেখে ধোঁকায় পড়া উচিত হবে না। কেননা আনুগত্য ও আমল আলিমগণের কথানুপাতেই করতে হবে। এখানে সাধারণেরা ও মূর্খেরা কি করছে তাতে দৃষ্টি দেয়া যাবে না।

সাইয়্যিদ জলিল আবূ আলী ফুযাইল বিন ইয়ায এ প্রসঙ্গে অতি উত্তম কথা বলেছেন। যার অর্থ নিম্নরূপ ঃ **"হিদায়াতের পথসমূহ অনুসরণ কর- এ পথের পথিকের স্বল্পতায় তোমার কোন ক্ষতি হবে না। আর ভ্রষ্টপথসমূহের ব্যাপারে সতর্ক থেকো। ধ্বংস প্রাপ্ত পথের পথিকের আধিক্য যেন তোমায় ধোঁকায় না ফেলে।"**

এ অবস্থায় আরও মারাত্মক আক্বীদাহ রয়েছে তা হলো, ক্ববরে হাত বা অনুরূপ কিছু দ্বারা স্পর্শ করলে নাকি বরকত হাসিল হয়। এটা তাদের অজ্ঞতা ও উদাসীনতার পরিচয় বহন করে। কেননা বরকত কেবল তাতেই আছে যা শরীয়ত মোতাবেক ও আলিমগণের বক্তব্যের অনুপাতে হবে। তাহলে কিভাবে সে সঠিকের বিপরীত কাজে মর্যাদা অনুসন্ধান করে!"

আমি বলি ঃ আল্লাহ ইমাম নাববীকে রহমত দান করুন। তিনি কথাগুলো এমন শায়খদের হতে গ্রহণ করেছেন যারা কার্যতই ক্ববরকে মাসেহ (স্পর্শ) করে। সাধারণকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করে অথচ তাদের অজ্ঞতার প্রতি দৃষ্টি দেয়াই জায়েয নয়। অতএব আছে কি কোন উপদেশ গ্রহণকারী?

﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾

"মাসজিদসমূহ একমাত্র আল্লাহর জন্যই, সুতরাং তাঁর সঙ্গে কাউকে আহ্বান করো না।"(১)

তাই তো পবিত্র মনের অধিকারী প্রতিটি মুসলিমকে নাবী ﷺ এর বিরোধী তাওহীদের পরিপন্থী কাজে অধিকাংশ মুসলমানের অন্তর্ভুক্তি দেখে আফসোস করতে দেখা যায়। যখন অল্প সংখ্যক বা অধিকাংশ শায়খ জনসাধারণের ঐরূপ বিরোধপূর্ণ কর্মে স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন তখন তো সে আফসোসের পরিমাণ আরো বেড়ে যায়। অথচ আল্লাহ এ মর্মে সাক্ষী দিচ্ছেন যে, তাদের অধিকাংশের নিয়াতই খারাপ হয়ে গেছে। মূলতঃ সে সব শায়খদের নীরবতা শিরক বিস্তৃতির অন্যতম কারণ। এছাড়া তাদের সেই অহেতুক বাতিল দাবী তো স্পষ্টভাবে শিরক বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে।(২)

১। সূরা জ্বীন, আয়াত- ১৮।

২। এ পুস্তক লিখার বহু বছর পর জনৈক খাতীবের সঙ্গে জুমু'আর দিনে তারই বাড়িতে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট সাহায্য চাওয়া প্রসঙ্গে দীর্ঘ বিতর্ক হয়। উক্ত খাতীব বিষয়টি এভাবে সাব্যস্ত করলেন যে, মৃত ব্যক্তির নিকট সাহায্যপ্রার্থী অবহিত যে, মৃত ব্যক্তি ক্ষতি ও উপকার সাধনে অক্ষম। আমি বললাম ঃ বিষয়টি যদি এমনই হয় তবে সে কেন তাকে ডাকে? তিনি বললেন ঃ মাধ্যম হিসেবে। আমি বললাম, আল্লাহু আকবার! আপনারা তো এমন কথা বলেছেন, যা আপনারা ছাড়া অন্যরাও বলেছিল। তা হল কুরআনের বাণী ঃ

ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى "আমরা কেবলমাত্র তাদের ইবাদত এজন্য করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করাবে"- (সূরা যুমার ৩)। এরপর বললাম, আপনারা যদি সত্যিই বিশ্বাস করেন, তারা মৃতের ক্ষতি ও উপকারে বিশ্বাসী নয়, তাহলে আপনি এতে দোষের কিছু মনে করেন কি- সাহায্যপ্রার্থী আপনার ধারণানুপাতে আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্যের নিকট এভাবে ফরিয়াদ প্রকাশ করল ঃ হে বাবু, হে উমুক! যিনি ক্ষতি বা উপকার করতে অক্ষম! আমাকে সাহায্য করুন। এরূপ আহ্বান আপনার নিকট বৈধ কি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ বৈধ! আমি বললাম, এতেই সবচেয়ে বড় প্রমাণ হয়, আপনি সাধারণের চেয়ে বেশি তাদেরকে আহ্বান করায় উপকার নিহীত আছে বলে মনে করেন। নয়তো আপনি তাদের আহ্বানের সাথে জড় পদার্থ, পাথর এমনকি মূর্তি আহ্বানের সামঞ্জস্যতা করেছেন। আমি এরূপ ধারণা পোষণ করছি না যে, আপনারা তাদের আহ্বান করাকে বৈধ করণে উপকার ও অনিষ্টতায় তাদের অক্ষমতাকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আশ্চর্যের বিষয় বটে! হে জ্ঞানী সম্প্রদায়! উপদেশ গ্রহণ করুন।

হে জাতি! ঐ লোকদের ভাল নিয়াত তখন কোথায় যায় যখন তারা কোন সংকীর্ণতায় পতিত হয়ে তাদের ধারণাকৃত সৎ মৃত ব্যক্তির ক্ববরে গিয়ে ধর্ণা দেয় এবং আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তাকে আহ্বান করে, তার নিকট সহযোগিতা, সুস্থতা ও বিবিধ সাহায্য প্রার্থনা করে? অথচ এসব তো একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই প্রার্থনা করার কথা। কারণ তিনিই সেসব গুনে একমাত্র ক্ষমতাবান। তাদের অবস্থা এমন যে, যখন তাদের চতুস্পদ জন্তুর পা পিছলে যায় তারা বলে, হে আল্লাহ! হে বাব! ঐ শায়খরা তো নিম্নের হাদীস সম্পর্কেও অবহিত আছেন যে, **একদা নাবী ﷺ কতিপয় সাহাবাকে বলতে শুনলেন "আল্লাহ এবং আপনি যা চান" ফলে নাবী ﷺ বললেন : তুমি আমাকে আল্লাহ্‌র শরীক বানালে?**

অতএব নাবী ﷺ-এর প্রতি ঈমান রাখেন এমন ব্যক্তিকে শিরক হতে বাঁচার জন্য এ ছিল নাবী ﷺ-এর অস্বীকৃতি।(১)

অতএব ঐ শায়খরা মানুষদের কেন "হে আল্লাহ! হে বাব!" এ কথা হতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে না অথচ এরূপ কথা শিরকের দৃষ্টিতে "আপনি এবং আল্লাহ যা চান" এর চেয়েও বেশি স্পষ্ট। আর কেনইবা আমরা সাধারণ মানুষকে নির্দ্বিধায় নির্বিঘ্নে- "আমরা আল্লাহ এবং আপনার উপর ভরসা করি" এরূপ কথা বলতে শুনি। হয়তো শুনে থাকি এ জন্য যে, ঐ শায়খরা তাদের মতই। হারানো বস্তু কোন কিছু দিতে অক্ষম। তারা হয়ত চাকরি ও জীবিকা নির্বাহে প্রভাব ফেলতে সক্ষম এমন দোষত্রুটি প্রকাশ হওয়ার ভয়েই তাদের সাথে সহজ ব্যবহার দেখাচ্ছে। অথচ আল্লাহ্‌র নিম্নোক্ত বাণীর প্রতি কোন খেয়ালই দিচ্ছে না :

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾

"নিশ্চই আমি যেসব উজ্জ্বল নিদর্শন ও পথ নির্দেশ অবতীর্ণ করেছি। সেগুলো মানুষের নিকট প্রকাশ হওয়ার পরও যারা সেসব বিষয়কে গোপন করবে তাদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ এবং অন্যান্য অভিশম্পাতকারীদের অভিশাপও।"(২)

১। হাদীসটি সহীহ। এটি রয়েছে সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহা (১৩৯)-তে।

২। সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত- ১৫৯।

আফসোস ঐসব মুসলমানের জন্য যাদের কর্তব্য ছিল সকল মানষকে একনিষ্ঠ দ্বীনের প্রতি আহবান করা এবং তাদের জন্য মূর্তি পূজা ও পাপাচার মুক্তির কারণ হওয়া। অথচ দ্বীনের ব্যাপারে মূর্খতা ও প্রবৃত্তির অনুসরণের ফলে মুশরিক কর্তৃক মূর্তিপূজার দৃষ্টান্ত গ্রহণ করে নিজেরাই নিজ আত্মার শত্রুতে পরিণত হয়েছে। এমনকি ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে তারা যে ইয়াহুদদের সাদৃশ্য, সে গুণকীর্তনও তারা করছে।

উস্তাদ আব্দুর রহমান ওয়াকীল-প্রণীত "দাওয়াতুল হাক্ব" গ্রন্থের (১৭৬-১৭৭ পৃষ্ঠায়) এসেছে : "প্রাচ্যের পাপিষ্ঠ ইংরেজরাই মুসলমানদের উপর এ মূর্তি পূজা চাপিয়ে দিয়েছে।"

আদ্‌ওয়ারলীন (রহ) স্বীয় "মিস্‌রীয়ূনাল মুহাদ্দিসূন" গ্রন্থের (১৬৭-১৮১) পৃষ্ঠায় বলেন :

"ওয়াহাবীগণ ব্যতীত অন্যান্য মুসলমান বিশেষ করে মিসরীয়রা তাদের মধ্যকার মাযহাবী মতপার্থক্যের দরুন মৃত আওলীয়ার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও উৎসর্গ দানে বিশ্বাসী। অথচ এর কোন সনদ সূত্র কুরআনে বা হাদীসে নেই। তারা প্রসিদ্ধ আওলীয়ার ক্ববরসমূহে বড় বড় সুন্দর মাসজিদ নির্মাণ করে আর যারা তুলনামূলক কম প্রসিদ্ধ তাদের ক্ববরে চুনকাম ও গম্বুজ দিয়ে ক্ষুদ্রাকৃতির ঘর নির্মাণ করে। এছাড়া ক্ববরের উপর পাথর বা ইট স্থাপন করে "তারকীবাহ" অথবা কাঠ স্থাপন করে "তাবূত" নামকরণ করে তথায় গোল স্থাপনা তৈরি করা হয়। আর তাতে কুরআনের আয়াত খচিত রেশম কাপড় দ্বারা আবৃত করে রড বা কাঠের পর্দা দিয়ে বেষ্টনি বানিয়ে 'বিশেষ কামরা' নামে অবহিত করা হয়। অধিকাংশ ওলীর ক্ববরই মিনারে দাফনকৃত। তবে সেগুলোর বেশির ভাগই সামান্য নিদর্শন বিজরিত অবস্থায় আছে। সেখানে এমন কিছু শূন্য ক্ববরও রয়েছে যেখানে বাৎসরিক (ওরশ) উদযাপন হয়।

তিনি আরো বলেন : **মুসলমানদের মাঝে ইয়াহুদদের মত আচরণ বিদ্যমান আছে। যেমন আওলীয়াদের ক্ববরসমূহ নতুনভাবে তৈরি করা, তাতে চুনকাম ও কারুকার্যময় করা ইত্যাদি যা ইয়াহুদদের সাদৃশ্য। ইয়াহুদদের মত এর অধিকাংশই লোক দেখানোর উদ্দেশে(১) করে থাকে।"**

১। তাদের কেউ কেউ এরূপ করেছে, তবে পরবর্তীরা আল্লাহ্‌র ইবাদাত ও নৈকট্য লাভের আশায় এমন কাজ করেছে শুধু ধারণার বশে ।

সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের বিশেষ করে শিয়াদের এরূপ গোমরাহী কাজে পতিত হওয়া সম্পর্কে পশ্চিমার কাফিররাও জেনে গেছে। শিয়ারা তো একে উপভোগ্য বিষয় বানিয়ে নিয়েছে এবং নিজেদের বাসস্থানে তা বাস্তবায়নও করেছে মাধ্যম হিসেবে। সম্মানিত উস্তাদ শায়খ আহমাদ হাসান বাকুরী (রহঃ) স্বীয় 'ফাতোয়ায়' ক্ববর সৌন্দর্যমণ্ডিত করণ, তাতে গম্বুজ ও মাসজিদ নির্মাণ করতে নিষেধ করে বলেন ঃ

"এ প্রসঙ্গে আমি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মুসলমানদের স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছি তারা যেন ক্ববরকে বৃহৎ না করেন। কেননা তা অহঙ্কার ও নাস্তিকতাবাদের দিকে আহ্বান স্বরূপ, যা প্রাচ্যের আত্মাকে হত্যা করেছে। অতএব তাদেরকে সেই দ্বীনের চত্তরেই ফিরে যাওয়া উচিত যা জীবিত ও মৃত সকল মানুষের জন্যই সমান। আল্লাহভীতি ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশে কৃত একনিষ্ঠ আমল ব্যতীত কারোর উপর কারো প্রাধান্য বা বিশেষত্ব নেই।"(১)

স্বনামধন্য লেখক ও প্রখ্যাত ঐতিহাসিক উস্তাদ রফীক বেক আল-আযম স্বীয় 'আশহারু মাশাহীরুল ইসলাম' শীর্ষক গ্রন্থের (৫২১-৫২৪ পৃষ্ঠা)-তে আবূ উবাইদাহ (রাযিঃ)-এর জীবনীর শেষের দিকে 'ক্ববর সম্পর্কে আলোচনা' শীর্ষক শিরোনামের নিচে বলেছেন ঃ "আমরা এ শিরোনামে ক্ববরের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই না। যেমন নাকি খৃষ্টানদের ক্ববরস্থান, পিরামিড ও প্রথম যুগের মূর্তি পূজার সাদৃশ্যতার আলোচনা রয়েছে। বরং আমাদের ইচ্ছে হল আবূ উবাইদাহ (রাযিঃ)-এর ক্ববর সম্পর্কে সৃষ্ট মতপার্থক্য সম্পর্কে পাঠকদের চিন্তা ও গবেষণার খোরাক দেয়া। ঠিক যেমন মতপার্থক্য রয়েছে সে সব সম্মানিত সাহাবীগণের ক্ববর নির্ণয় নিয়ে যারা এ বিশাল রাজ্যে বিচরণ করেছেন, চারিত্রিক মাধুর্যতায় গর্বিত হয়েছেন এবং মান-সম্মান, আল্লাহ ভীতি ও সৎকর্মে এমন শীর্ষে পৌছেছিলেন যেখানে প্রথম ও শেষ যুগের কেউ পৌছতে সক্ষম হয়নি।

ঐতিহাসিকগণ বিস্তারিতভাবে সেসব মহান ব্যক্তির সংবাদ পরিবেশন করেছেন এবং তাদের বিজিত শহরে তাদের মহান নিদর্শনাবলী সংগ্রহের ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়েছেন। এমনকি তারা আত্মার অধিক প্রয়োজনীয়তা বোধকে পরিত্যাগ করেননি। জাতি ও ধর্মের জন্য তাদের কৃত অবদান কতই না উত্তম।"

১। ইমাম গাযালী (রহঃ) প্রণীত 'লাইসা মিনাল ইসলাম' গ্রন্থের (১৭৪ পৃষ্ঠা)।

পাঠক যদি এ বিষয়ে চিন্তা করেন তবে অন্তত এতটুকু উপলব্ধি হবে যে ঃ ঐ মহান ব্যক্তিদের ক্ববরসমূহ নির্ণয় হওয়া ও তথায় উঁচু করে গম্বুজ নির্মাণ করা উচিত। অতএব ভাবুন এসব কার্যাবলী যদি তাদের প্রসিদ্ধতা, আল্লাহভীরুতা, ঈমানের সত্যায়ণ, এমনকি নাবী এর সঙ্গী হওয়া সত্ত্বেও না হয়ে থাকে তবে এমন কাজকে তারা কেন বড় মনে করবে যা করতে মহান ব্যক্তিগণ অপরাগতা প্রকাশ করেছেন। অতএব তাদের ক্ববরসমূহ কেমন করে ঐতিহাসিকদের দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেল এবং বড় বড় সাহাবী ও তাবেয়ীগণের ক্ববর ধ্বসে গেল। তাদের স্থান নির্ধারণে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতপার্থক্য সৃষ্টি হল। সেসবের বেশির ভাগের চিহ্নই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবে তারা পরবর্তীতে অনুমান ভিত্তিক যা অবহিত হয়েছে সেগুলো ব্যতীত। এরপর তারা আজ ঐ (অনুমান ভিত্তিক) নিদর্শনকে নির্মাণের দ্বারা প্রকাশ করেছে। এমনকি মুসলমানদের সম্মুখে অতি গুরুত্ব সহকারে ঐসব মৃতের ক্ববরকে উঁচু ও পাকা করে গম্বুজ বানিয়ে এবং ক্ববরের কাছে মাসজিদ স্থাপন করে পেশ করেছে। (যেন জনগণ একে বিশেষ নজরে দেখে- অনুবাদক) বিশেষ করে ঐসব অত্যাচারী শাসকদের ক্ববরসমূহ যাদের এমন কোন কাজই নেই যাকে ইসলামের দৃষ্টিতে প্রশংসা করা যায়। আর ঐসব বৃদ্ধ ও দাজ্জালের ক্ববরও এর অন্তর্ভুক্ত যারা ছিল ঈমানের বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ, মূর্খ। তাই এদের সাথে সেসব মহান ব্যক্তিগণের কোন ভাবেই তুলনা চলে না। যেমন আবূ উবাইদাহ বিন জাররাহ ও অনুরূপ উঁচু মানের অন্যান্য সাহাবীগণ যারা দ্বীনে ইসলামকে তরুতাজা তথা সজীবরূপে পেয়েছেন এবং আল্লাহভীতি ও মর্যাদার বলে উঁচু স্থানে আসীন হয়েছেন।

আর এখান থেকে এ জবাবও এসে যাচ্ছে যে, সাহাবী ও তাবিয়ীগণ তাদের যুগে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম মানবদের প্রতি এতটুকুও সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতেন না যেমনটি ইতি পূর্বেকাররা করেছে। বরং সুস্পষ্ট শারীয়াত দাতার পক্ষ হতে পরিষ্কার নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্তির ফলে তারা মৃত ব্যক্তির ক্ববরকে নির্মাণ ও মৃতদেহের চিহ্ন সংরক্ষণ করাকে অপছন্দ করতেন। কারণ মূর্তি পূজার শিকড় মূলোৎপাটন, দেহাবশেষের সম্মান প্রদর্শনের চিহ্নকে ধ্বংস এবং মৃতের ক্ববরে তাওয়াফ করাকে বিনাশ করার জন্যই সহজ সরল শারীয়াতের আগমন ঘটেছে। আর তাঁরা নিচু করে ক্ববর দেয়াকে ভাল মনে করতেন।(১)

১। আমি বলি ঃ এটা হাদীস সম্মত কথা নয়। বরং সুন্নাত হল ক্ববরকে জমিন হতে এক বিঘত পরিমান উঁচু করা। আমার "আহকামুল জানায়িয ওয়া বিদউহা" কিতাবে এর বর্ণনা রয়েছে। (মাক্তাবুল ইসলামী প্রকাশিত উক্ত কিতাবের ২০৮-২০৯ পৃঃ দ্রঃ)।

মর্যাদাপূর্ণ কাজই হল মর্যাদাপূর্ণ যিকির। তাইতো তাঁদের পরে আগতদের নিকট বড় বড় সাহাবী ও সম্মানিত মুজাহিদগণের কৃবরগুলো অজানা (গোপন) রয়ে যায়। ফলে সংবাদ পরিবেশক বর্ণনাকারীদের বৈপরিত্যপূর্ণ বর্ণনার কারণে তাঁদের স্থান নির্ণয়ে মতপার্থক্য দেখা যায়।

ইসলামের প্রথম যুগে যদি কৃবরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, মৃতদের স্থান সংরক্ষণ এবং কৃবরে মাসজিদ ও গম্বুজ নির্মাণের কোন নিদর্শন থাকত তাহলে মতানৈক্যের কিছুই থাকত না এবং আমাদের থেকে সেসব সম্মানিত সাহাবীর কৃবর অদ্যাবধি হারিয়ে যেত না। যেমন নাকি দাজ্জাল ও অত্যাচারীদের কৃবর (আজও) হারিয়ে যায়নি। সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কর্মের বিপরীতে প্রথম যুগের পর মুসলিম বিদ'আতীরাই সেগুলোকে আবিষ্কার করেছিল। এমনকি এর গম্বুজগুলোর অধিকাংশের আকৃতি পূর্ববর্তীদের কঙ্কালের অনুরূপ। যা মূর্তিপূজার সর্বনিকৃষ্ট প্রকারের দিকে ধাবিত করে এবং এ বিষয়ে বিবাদকারীকে সত্য দ্বীন হতে বহু দূরে সরিয়ে নিয়ে শিরকের নিকটবর্তী করে দেয়। যাদের দ্বারা আল্লাহ ইসলামকে বিজয়ী করেছেন সেসব মুসলমানরা যদি এ দ্বীনে ইসলামের শিক্ষা দাতা সাহাবীদের কৃবর বিলুপ্ত হওয়া হতে পরবর্তীতে উপদেশ গ্রহণ করত তবে কতই না ভাল হত। কিন্তু তারা তো কৃবরের উপর গম্বুজ বানালোই উপরন্তু বিবেক ও শারীয়াত বিবর্জিত হওয়া সত্ত্বেও মৃতদের যথাযথ সম্মান দেখালো। এতে করে তারা সেসব সাহাবী ও তাবিয়ীগণের বিরোধিতার পরিচয় দিল যাঁরা আমাদের কাছে তাঁদের নাবী ﷺ-এর আমানাত ও শারীয়াতের অজানা তথ্য পৌছে দিয়েছেন। অথচ আমরা তা নষ্ট করে দিয়েছি এবং তুচ্ছ ভেবেছি। এ প্রসঙ্গে ইমাম মুসলিম তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে কৃবর সংক্রান্ত যে হাদীস এনেছেন তা নিম্নরূপ ঃ

عن أبي الهيَّاج الأسدي قال : قال علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول اللّه ﷺ أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته. وفي صحيحه أيضاً عن ثمامة بن شفى قال : كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم بـ رودس فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال سمعت رسول اللّه ﷺ يأمر بتسويتها.

হাইয়াজ আল আসাদী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আলী ইবনু আবী তালিব (রাযিঃ) বলেছেন ঃ আমি কি তোমাকে এমন কাজে প্রেরণ করব না যে কাজে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে পাঠিয়েছিলেন। (তা হল) তুমি প্রতিটি প্রতিমা ধ্বংস করে দিবে এবং প্রতিটি কৃবরকে মাটির সম করবে।

সহীহ মুসলিমে আরো রয়েছে ঃ সুমামাহ বিন শুফাই হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একদা আমরা ফুযালাহ বিন উবাইদের সাথে রোমের রাওদাস (অঞ্চলে) ছিলাম। সেখানে আমাদের এক সঙ্গী মারা গেল। ফলে ফুযালাহ তাকে কৃবরস্থ করার নির্দেশ দিলেন এবং কৃবরকে সমান করলেন। এরপর বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি কৃবর সমান করার জন্য নির্দেশ করতে শুনেছি।(১)

রসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আমানাত যারা আমাদের নিকট আদায় করেছেন তারা এভাবেই আমাদের কাছে পৌছিয়েছেন। অতঃপর আমানাতের ওয়াদার ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং রসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে যে বিষয়ে আদেশ করেছেন তারা তা দিয়েই আরম্ভ করেছেন। যেন আমরা তাদের আদর্শে আদর্শিত হই। কিন্তু সেসব অংশের অর্থ উপলব্ধির ব্যাপারে আমাদের জ্ঞান সংকীর্ণ হয়ে গেল। আল্লাহ্‌র বিধানের হিকমাতপূর্ণ ইলমের স্থান হতে আমাদের জ্ঞান বিচ্যুত হল। ফলে সামান্য জ্ঞানেই আমরা শারঈ বিষয়ে ফায়সালা দিয়ে দিলাম এবং কৃবর পাকা করাকে মুস্তাহাব আখ্যা দিয়ে বৈধ বলে ফেললাম। যা অংশ বিশেষ হতে পূর্ণরূপ ধারণ করল ও দ্বীনে বিচ্ছিন্নতা হয়ে তাওহীদের আক্বিদাকে বিনষ্ট করতে লাগলো। ধীরে ধীরে অতিরঞ্জিত করে আমরা তথায় মাসজিদ বানিয়ে ফেললাম এবং সেখানে মানৎ করে তার কাছে মর্যাদা ও নৈকট্য হাসিলের ইচ্ছা করলাম। অথচ রসূলুল্লাহ ﷺ এসব কারণেই কৃবর নিশ্চিহ্ন করতে আদেশ করেছিলেন।(২) এসব বিষয়ে শারঈ হিকমাত সম্পর্কে আমরা অনবহিত বিধায়

১। কৃবর সমূহকে সম্মান করার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আর যারা কৃবরকে মাসজিদ বানায় ও তথায় মানতের ইচ্ছে করে তার উপর লা'নতের কথা রয়েছে। এর উপর বহু সংস্কারক ইমামগণের মন্তব্য চরম পর্যায়ে পৌছেছে। যেমন ওয়াসিত্বাহ ও ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ, ইবনুল কাইয়্যিম ও অনুরূপ অন্যান্যরা।

আমি বলি ঃ এ জন্য আমার "আহকামুল জানায়িয" গ্রন্থ দেখতে পারেন।

২। আমাদের পূর্বোক্ত তালীক দেখুন।

আমরা সত্যের বিরোধিতা করছি। ফলে সত্যও আমাদের বিরোধিতা করছে। এভাবেই আমরা ধ্বংস প্রাপ্তদের সঙ্গে ধ্বংসের দিকে যাচ্ছি।

আমি বলি ঃ কতিপয় লোকের বিশেষ করে প্রগতিবাদীদের ধারণা হল ঃ শিরক দূর হয়ে গেছে। শিরক সম্পর্কে জ্ঞানের প্রসার ও বিবেক জাগ্রত হওয়ার ফলে তা আর পুনরায় ফিরে আসার নয়।

কিন্তু এরূপ ধারণা একেবারেই বাতিল। কারণ তা বাস্তব বিরোধী। অতএব প্রকাশ্যভাবে বিভিন্ন ধরনের শিরক যেভাবে জমিনের বুকে সংঘঠিত হচ্ছে তা লক্ষ্যণীয় বিষয়। বিশেষ করে পশ্চিমা দেশসমূহে ও কাফির অধ্যুষিত বাড়িতে। তা হল নাবী ও নেককার লোকদের ইবাদত করা এবং জড় পদার্থ, মহান ব্যক্তিত্ব ও বীরদের প্রতিকৃতির বিস্তার ঘটানো। যা শিরক সংঘঠিত হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। পরিতাপের বিষয় হল মুসলিম আলিমগণ কর্তৃক কোনরূপ অস্বীকৃতি ব্যতিরেকেই এসব কার্যাবলী ধীরে ধীরে মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্রে প্রসার লাভ করছে!

পাঠকদের বেশি দূরে নেয়ার প্রয়োজন নেই বরং অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রেই সেসব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশেষ করে শিয়াদের মাঝে শিরক ও মূর্তি পূজার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন ক্ববরে সিজদা দেয়া, তার চারদিকে তাওয়াফ করা, ক্ববরসমূহে গিয়ে সলাত আদায় করা, সিজদার সময় ক্ববরকে কিবলারূপে গ্রহণ করা ও আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের আহ্বান করা ইত্যাদি কার্যাদি যার আলোচনা গত হয়েছে।

যদি ধরে নেই, পৃথিবী শিরক ও বিভিন্ন প্রকার মূর্তি পূজা হতে পবিত্র হয়ে গেছে। তবুও আমাদের জন্য এমন কোন মাধ্যম গ্রহণ বৈধ হবে না যাতে শিরকে লিপ্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে। কারণ কিছু মুসলমানকে এরূপ মাধ্যম দ্বারা শিরকে জড়ানোর ব্যাপারে আমরা অনিরাপদ। বরং আমরা তো দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি শেষ যুগে এ উম্মাতের মাঝে অবশ্যই শিরক সংঘটিত হবে যদিও এখন পর্যন্ত তা ঘটেনি! এ বিষয়ে নাবী ﷺ-এর কতিপয় হাদীস প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করছি। যা দলিল হয়ে থাকবে ঃ

প্রথম হাদীস ঃ

لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، وكانت صنماً تعبدها دوس في الجاهلية بتبالة.

ততদিন পর্যন্ত কিয়ামাত সংঘটিত হবে না যেদিন পর্যন্ত না দাউস গোত্রের নারীদের পাছা যুল খুলাসাতে[১] ঘষবে। আর যুল খুলাসাহ হল এক ধরনের মূর্তি যাকে জাহিলি যুগে দাউস নারীরা তাবালাহ নামক স্থানে উপাসনা করত।[২]

দ্বিতীয় হাদীস ঃ

لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، فقالت عائشة : يارسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله : ﴿هُوَ الَّذِىٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ﴾ أن ذلك تاماً، قال : إنه سيكون من ذلك ماشاء الله، ثم يبعث الله ريحاً طيبة، فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم.

লাত ও ওজ্জার পূজা বিহীন একটি রাত বা দিনও অতিবাহিত হবে না। এ কথা শুনে 'আয়িশাহ (রাযিঃ) বলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার ধারণা ছিল যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হল- "তিনিই তো তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন যেন একে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করা হয়। যদিও মুশরিকরা তা পছন্দ করবে না।"[৩] তা নিশ্চয় পূর্ণ হবে। তিনি ﷺ বললেন, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় শিঘ্রই তা পূর্ণ হবে।[৪] এরপর আল্লাহ এমন সুগন্ধিময় বাতাস

১। তা ইয়ামানের একটি জায়গা। ইমাম নববী বলেছেন- তা তায়েফে অবস্থিত।

২। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন বুখারী (১৩/৬৪), মুসলিম (৮/১৮২) ও আহমাদ (২/২৭১)।

৩। সূরা সফ, আয়াত-৯।

৪। এই হাদীসে বর্ণনা আছে, অবশ্যই উল্লেখিত প্রকাশিত জিনিস আয়াতের মধ্যে পরিপূর্ণ মজবুত নয়। প্রকৃত দৃঢ়তা আসবে ভবিষ্যতে এবং যাতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই, যা বেষ্টনিতে প্রকাশ পেয়েছে। তা নাবী ﷺ এর মৃত্যুর পর খোলাফায়ে রাশেদীনের পরে প্রসার পেয়েছে এবং ইসলামের অধীনে এসে পূর্ণতা লাভ করেছে। গোটা পৃথিবীতে অচিরেই তা দৃঢ় হবে। এ প্রসঙ্গে নাবী ﷺ এর সূত্রে বিশুদ্ধ হাদীস রয়েছে।

তিনি ﷺ বলেছেন ঃ অবশ্যই দিন ও রাত যে পর্যন্ত পৌছেছে এই নির্দেশও সেখানে পৌছবে। আল্লাহ এমন কোন মাটির বা তাঁবুর ঘরও বাদ দিবেন না যেখানে এই দ্বীন পৌছবে না। সম্মানিত স্থানে যথাযথ সম্মানের সাথে আর অপমানিত স্থানে অপমান (বলপ্রয়োগের) সাথে।

প্রেরণ করবেন যে, এর দ্বারা যাদের অন্তরে শষ্য দানার তুল্যও ঈমান থাকবে তারা মৃত্যু বরণ করবে। আর যাদের ভাগ্যে কল্যাণ নেই তারা জীবিত থাকবে এবং পূর্ব পুরুষদের দ্বীনে ফিরে যাবে।(৫)

তৃতীয় হাদীস ঃ

لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أُمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان.

আমার উম্মাতের কতিপয় গোত্র মুশরিকদের সঙ্গে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত এবং মূর্তি পূজা না করা পর্যন্ত কিয়ামাত সংঘটিত হবে না।(৬)

চতুর্থ হাদীস ঃ

لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض : اللّٰه، اللّٰه، وفي رواية : لا إله إلا اللّٰه.

পৃথিবীতে যখন 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' বলার মত লোকও অবশিষ্ট থাকবে না তখন কিয়ামাত সংঘটিত হবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে ঃ যখন "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" বলার লোক থাকবে না।(৭)

=== হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আহমাদ (৪/১০৩), ইবনু বুশরান "আমালী" (৬০/১) ত্বাবারানী 'কাবীর' (১/১২৫/১), ইবনু মুনদিহ 'কিতাবুল ঈমান' (১০২/১), হাফিয আব্দুল গণী মাকদেসী "যিকরুল ইসলাম" গ্রন্থে। তিনি বলেছেন "হাদীসটি হাসান সহীহ" এবং হাকিম (৪/৪৩০-৪৩১)-তে, তিনি বলেছেন "এটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইমাম যাহাবীর মতও তাই। তবে হাদীসটি কেবল মুসলিম এর শর্ত মোতাবেক।

৫। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম (৮/১/২), অনুরূপ আহমাদ যেমন রয়েছে "কাওয়াকিব" গ্রন্থের (১৩০/২ তাফসীর ৫৫৫)-তে এবং তিনি বলেছেন ঃ "এর সনদ সহীহ' আমি বলি ঃ হাদীসটি আরো বর্ণনা করেছেন আবূ ইয়ালা স্বীয় 'মুসনাদ' (ক্বাফ ২১৬/২), হাকিম (৪/৪৪৬-৪৪৭, ৫৪৯)-তে তার মুসতাদ্রাক গ্রন্থে মুসলিমের শর্তে। তবে তা ধারণা মাত্র।

৬। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আবূ দাঊদ (২/২০২), তিরমিযী (৩/২২৭)- তিনি একে সহীহ বলেছেন, হাকিম (৪/৪৪৮,৪৪৯), তায়ালিসি (ক্রমিক নং ৯৯১), আহমাদ (৫/২৮৪), হারুবী "গারীব" (৫/১৬৭/১১) সাওবান হতে মারফুভাবে। ইমাম হাকিম বলেছেন ঃ হাদীসটি কেবল মুসলিমের শর্তে, এই হাদীসটির মূল তার 'সহীহ' গ্রন্থের (৮/১৭১)-তে বর্ণনা করেছেন। তায়ালিসির (২৫০১) আবূ হুরাইরা হতে হাদীসটির সমার্থক হাদীস রয়েছে।

৭। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম (১/৯১), তিরমিযী (৩/২২৪) তিনি একে হাসান বলেছেন। হাকিম (৪/৪৯৪,৪৯৫), আহমাদ (৩/১০৭,২৫৯,২৬৮), ===

অতএব প্রত্যেকটি হাদীসই এ উম্মাতের মাঝে যে শিরক পতিত হবে তা অকাট্যভাবে প্রমাণ করছে। যেহেতু বিষয়টি এমন তাই মুসলমানদের কর্তব্য হচ্ছে-শিরকের দিকে ধাবিত করে এমন প্রতিটি মাধ্যম ও কারণ হতে দূরে থাকা। যেমন ক্ববরে মাসজিদ নির্মাণ ও অন্যান্য কার্যাবলী যা পূর্বে গত হয়েছে। এ ছাড়া ঐসব কার্যাবলী যা রসূলুল্লাহ ﷺ হারাম করেছেন এবং উম্মাতকে তা হতে সাবধান করেছেন।

অতএব আধুনিক সংস্কৃতি যেন কাউকে ধোঁকায় না ফেলে। কারণ তা কোন পথভ্রষ্টকে পথ দেখাতে এবং মুমিনের হিদায়াত বৃদ্ধিতে সক্ষম নয়। তবে আল্লাহ যা চান তা ভিন্ন। আর হিদায়াত ও নূর তো একমাত্র তাতেই নিহীত আছে যা নিয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ আগমন করেছেন। মহান আল্লাহ সত্যই বলেছেন ঃ

﴿قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾

আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তোমাদের জন্য এক উজ্জ্বল জ্যোতি ও সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে। যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করে আল্লাহ এর দ্বারা তাদেরকে নিরাপদ পথ প্রদর্শন করেন এবং তাদেরকে স্বীয় নির্দেশে অন্ধকার হতে আলোকে নিয়ে আসেন ও সহজ সরল পথে পরিচালিত করেন।(১)

=== ইবনু মুনদীহ 'তাওহীদ, (৪৯/১), ইউসুফ বিন উমার আল কাওয়াস স্বীয় 'হাদীস' (৬৮/১) দ্বিতীয় বর্ণনাটি তার, তা আহমাদ ও হাকিমের বর্ণনা । ইমাম হাকিম বলেছেন, হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ। তিনি যেমন বলেছেন হাদীসটি তা-ই। তার নিকটে ইবনু মাসউদ হতে সমার্থক হাদীস রয়েছে। তিনি সেটিকে ইমাম বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন।

১। সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত- ১৫-১৬।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ক্ববরের উপর নির্মিত মাসজিদে সলাত আদায় অপছন্দনীয়

ইতিপূর্বে আমরা এ বিষয়ে সৃষ্ট সংশয়ের জবাব দিয়েছি। ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মাণ যে কিয়ামাত পর্যন্ত হারাম তাও বর্ণনা করেছি এবং হারাম হওয়ার হিকমাত কি তাও তুলে ধরেছি। অতএব এখন আমাদের জন্য কল্যাণ কর হবে অন্য এমন মাসআলা বর্ণনা করা যা পূর্বের নির্দেশ তথা ক্ববরের উপর নির্মিত মাসজিদে সলাত আদায়ের হুকুমকে আবশ্যক করবে। ইতিপূর্বে আমরা বলেছি ক্ববরে মাসজিদ নির্মাণের নিষেধাজ্ঞাই উক্ত মাসজিদে সলাত আদায় নিষেধ হওয়া বুঝায়। অতএব মূল কথা দাঁড়াল ঐরূপ মাসজিদে সলাত আদায় নিষেধ। আর এরূপ নিষেধাজ্ঞা উক্ত কাজ বাতিল হওয়াকেই উদ্দেশ্য করে যা আলিমগণের নিকটে প্রসিদ্ধ।(১)

ক্ববরের মাসজিদে সলাত আদায়কে ইমাম আহমাদ এবং অন্যরাও বাতিল বলেছেন। তথাপিও আমরা লক্ষ্য করছি মাসআলাটি বা পার্থক্যের মুখাপেক্ষী। সেজন্য এ ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য হল ঃ

ক্ববরের উপর নির্মিত মাসজিদে সলাত আদায়ের ইচ্ছা পোষণ সলাতকে নষ্ট করে দেয়

ক্ববরের উপর নির্মিত মাসজিদে মুসল্লীদের জন্য দু'টি অবস্থা রয়েছে ঃ

প্রথমতঃ উক্ত মাসজিদে ক্ববর থাকায় তা হতে বরকত প্রাপ্তির উদ্দেশে সলাত আদায়ের ইচ্ছা করা। অল্প সংখ্যক ব্যতীত সাধারণ জনগণের অধিকাংশই এমনটি করে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ ক্ববরকে উদ্দেশ্য করে নয় বরং ঐকমত্যের ফলে সেখানে সলাত আদায় করা।

১। আমি বলি ঃ তা এজন্য যে, নাবী ﷺ হতে এরূপ মাসজিদে সলাত আদায় সম্পর্কে প্রকৃত নিষেধাজ্ঞাই এসেছে। এ কারণেই আলিমগণ পার্থক্য নির্ণয় করেছেন-নিষেধাজ্ঞা অর্থ হল যা ইবাদাতের জন্য নির্দিষ্ট তা বাতিল হয়ে যাবে আর যা ইবাদাতের সঙ্গে নির্দিষ্ট নয় তা বাতিল হবে না। এ গুরুত্বপূর্ণ মাসআলার ব্যাখ্যা ও তৎসম্পর্কিত কতিপয় উদাহরণ দেখুন হাফিজ ফকীহ ইবনু রজব হাম্বালী রচিত "জামেউল উলুম অল হুকম" গ্রন্থের (৪৩ পৃঃ)।

বর্ণিত প্রথম অবস্থায় উক্ত মাসজিদে সলাত আদায় সন্দেহাতীতভাবে হারাম উপরন্তু বাতিল। কেননা যেখানে নাবী ﷺ ক্ববরসমূহে মাসজিদ নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন এবং নির্মাণকারীকে অভিশম্পাত করেছেন সেখানে তো উক্ত মাসজিদে সলাত আদায়ের ইচ্ছা পোষণ আরো আগে নিষেধ হওয়ার কথা। আর এখানে নিষেধ বলতে বাতিল হওয়াকেই বুঝাচ্ছে যেমনটি ইতিপূর্বে বলা হয়েছে।

সলাতের ইচ্ছা পোষণ যদি ক্ববরের কারণে নাও হয় তথাপি উল্লেখিত মাসজিদসমূহে সলাত আদায় অপছন্দনীয়

আর বর্ণিত দ্বিতীয় অবস্থায় সেখানে সলাত আদায় কেবল অপছন্দনীয়। তবে সলাত বাতিল হওয়ার বিধান আমার কাছে স্পষ্ট নয়। কেননা এ ক্ষেত্রে বাতিল বলতে হলে বিশেষ দলিলের প্রয়োজন রয়েছে। প্রথম অবস্থাকে বাতিল প্রমাণের জন্য আমরা যে দলিল উপস্থাপন করেছি দ্বিতীয় অবস্থায় তা সম্ভব হচ্ছে না। কেননা ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মাণের নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত কিছু দলীলের ভিত্তিতে অবস্থাটি বাতিল গণ্য হয়েছে।

বিশুদ্ধ কথা হল, এরূপ মাসজিদে সলাত আদায়ের ইচ্ছা পোষণেই সলাত বিনষ্ট হয়ে যাবে, কিন্তু উক্ত মাসজিদের ইচ্ছা পোষণ ব্যতিরেকে সলাত বিনষ্ট হওয়ার ব্যাপারে এমন কোন নির্দিষ্ট নিষেধাজ্ঞা নেই যার উপর নির্ভর করা যায় এবং এমন কোন বিশুদ্ধ কিয়াসও নেই যার দ্বারা এর উপর বিশ্বাস করা সম্ভব।

সম্ভবতঃ এ কারণেই জমহুর বাতিল হওয়ার পরিবর্তে অপছন্দনীয় হওয়ার দিকে গিয়েছেন। আমি বলব, এটিই স্বীকৃতির যোগ্য। কেননা বিষয়টি আরো অধিক বিশ্লেষণের মুখাপেক্ষী। তবে বাতিল হওয়ার কথাটিই সম্ভাবনা রাখে। অতএব এ বিষয়ে যার জ্ঞান রয়েছে তিনি যেন দলীল সহকারে তার বক্তব্য প্রদান করেন। আমরা তার প্রতি কৃতজ্ঞ হব এবং এর বিনিময়ে তিনি নেকিপ্রাপ্ত হবেন।

দু' কারণে ক্ববরের উপর নির্মিত মাসজিদে সলাত আদায় অপছন্দনীয়

প্রথম কারণ ঃ উক্ত মাসজিদে সলাত আদায় ইয়াহুদ খৃষ্টানদের সাদৃশ্য। কেননা তারা ক্ববরের উপর নির্মিত মাসজিদে সর্বদা ইবাদাত করার ইচ্ছা রাখত!

দ্বিতীয় কারণ ঃ ক্ববরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অজুহাতে তথায় সলাত আদায় করা। অথচ এরূপ সম্মান প্রদর্শন শরীয়তের সীমা বহির্ভূত। তাই সতর্কতা অবলম্বন ও মাধ্যম বন্ধের উদ্দেশ্যে তা নিষেধ করা হয়েছে। বিশেষ করে ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মাণে (ফাসাদ) বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ায় সেখানে অভিশাপ বর্ষিত হয়। পূর্বে এ বিষয় বারবার ব্যক্ত হয়েছে। আলিমগণ এর প্রত্যেকটির কারণ বা ত্রুটি বর্ণনা করেছেন। যেমন-হানাফী আলিম আল্লামা ইবনুল মুলক (রহ) বলেন ঃ "ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মাণ হারাম। কারণ সেখানে সলাত আদায় ইয়াহুদদের অনুসরণেরই নামান্তর।"

শায়খ মোল্লা আলী আল-কারী "মিরক্বাত" 'গ্রন্থের (১/৪৭০)-তে উক্ত বক্তব্য তুলে ধরে তাতে স্বীকৃতি দিয়েছেন। পরবর্তীকালের কতিপয় হানাফী আলিম ও অন্যান্যরাও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন। এর বর্ণনা সামনে আসছে।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহঃ) "আল-কায়িদাতুল জালীলাহ" গ্রন্থের (২২ পৃষ্ঠা)-তে বলেন ঃ "কোন স্থানকে মাসজিদরূপে গ্রহণের অর্থই হল সেখানে পাঁচ ওয়াক্ত ফর্য সলাতসহ অন্যান্য সলাত আদায় করা হবে। কারণ মাসজিদ সেজন্যই তৈরি হয়ে থাকে। তাই কোন স্থান বিশেষকে মাসজিদ বানালে সেখানে কেবল আল্লাহ্‌র ইবাদাত ও তাঁর নিকট প্রার্থনার ইচ্ছাই করা হয়, সৃষ্টিকুলের কারো নিকট দু'আ করার নয়। তাই তো নাবী ﷺ অন্যান্য মাসজিদের অনুসরণে সলাতের উদ্দেশ্য ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মাণকে হারাম করেছেন। যদি সেখানে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যও হয় তথাপিও তা এমন মারাত্মক রূপ নেবে যেখানে মাসজিদ গ্রহণে ক্ববরবাসী, ক্ববরবাসীর জন্য দু'আ, ক্ববরবাসীর মাধ্যমে দু'আ ও দু'আ প্রার্থনার ইচ্ছা মুখ্য হয়ে দাঁড়াবে। সেজন্য রসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ স্থানকে কেবল আল্লাহ্‌র ইবাদতের উদ্দেশে হলেও (মাসজিদরূপে) গ্রহণ করতে বারণ করেছেন যেহেতু এ ধরনের মাধ্যম আল্লাহ্‌র সঙ্গে অংশীদার স্থাপনে জড়িয়ে ফেলে।

যখন কোন কাজ ফাসাদে ফেলে দেয় এবং তার কোন সংশোধনের পথ দেখা যায় না তখনই তাতে নিষেধ করা হল। যেমন তিন সময়ে সলাত নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি; যেখানে ফাসাদ সৃষ্টির ভয়কে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। কারণ তা মুশরিকদের সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে এবং শিরকে ধাবিত করে। তাই সলাতের জন্য অতিরিক্ত সময় থাকার কারণে উক্ত তিন সময়ে সলাত আদায়ে বিশেষ কোন কল্যাণ নেই। এ জন্য আলিমগণ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ নিয়ে মতপার্থক্য করেছেন।(১)

ফলে অনেক আলিমই উক্ত সময়ে (বিশেষ কিছু) সলাতের জন্য অনুমতি দিয়েছেন। কারণ কল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত করণের লক্ষে উক্ত নিষেধাজ্ঞা মাধ্যমকে বন্ধ করে দিয়েছে এবং কারণসমূহকে উক্ত তিন সময়ের মুক্ষাপেখী করেছে। কেননা উক্ত সময়ে যদি তা সম্পন্ন না করা হয় তবে তা ছুটে যায় যেমন কল্যান ছুটে যায়। তাই উক্ত সময়ে কল্যাণকে বৈধ করা হয়েছে। এরূপ কারণ ছাড়া ব্যতিক্রম করা ঠিক হবে না যেহেতু অন্যান্য কার্য উক্ত সময় ছাড়া অন্য সময়ও করা সম্ভব। সুতরাং নিষেধাজ্ঞার ফলে কল্যাণমূলক কাজ ছুটে যাবে না। ফাসাদের ভয়েই তো নিষেধাজ্ঞাকে ওয়াজিব করা হয়েছে। উক্ত তিন সময়ে সলাত আদায় শিরক বন্ধের তাগিদে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ তা সূর্যের উদ্দেশে সিজদাহ, দু'আ ও কিছু প্রার্থনার দিকে ধাবিত করবে। ঠিক যেমনটি করে থাকে সূর্য, চন্দ্র ও তারকা পূজারীরা। তারা হারাম জেনেও সূর্য ও চন্দ্রের কাছে দু'আ প্রার্থনা করে থাকে। বড় ধরনের হারাম বিধায় উক্ত সময়ে সলাত আদায় নিষেধ করা হয়েছে। কেননা তা তার কাছে আহ্বানের (দু'আ) প্রতি ধাবিত করে। ঠিক এভাবেই নাবী ও সৎ লোকের ক্ববরে মাসজিদ নির্মাণ নিষেধ করা হয়েছে যদিও তার কাছে কেবল সলাতের উদ্দেশ্যও হয়। কেননা তা তাদের নিকট দু'আ প্রার্থনায় ধাবিত করবে। আর তাদের ক্ববরে মাসজিদ নির্মাণের চেয়ে তাদের কাছে দু'আ প্রার্থনা ও তাদেরকে সিজদাহ করা অধিক হারামের কাজ।"

জেনে রাখুন! আলিমগণের ঐকমত্যে ঐরূপ মাসজিদে সলাত আদায় অপছন্দনীয় (যার আলোচনা গত হয়েছে এবং সামনে আসবে)। তবে সলাত বাতিল হবে কিনা এ নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। হাম্বালী মাযহাব প্রকাশ্যেই সলাত শুদ্ধ হবে না বলে ফতোয়া দিয়েছে। ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) এ ব্যাপারে দৃঢ় (যেমন পূর্বে গত হয়েছে)। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহঃ) "ইক্বতিযাউস্ সিরাতুল মুসতাক্বীম গ্রন্থের (১৫৯) পৃষ্ঠাতে বলেন ঃ

১। আমি বলি ঃ অর্থাৎ কারণবশত সলাত যেমন তাহিয়াতুল মাসজিদের দু'রাকআত এবং অযুর সুন্নাত ও অনুরূপ অন্যান্য সলাত।

নাবী, সৎ লোক, শাসক ও অন্যদের ক্ববরে যেসব মাসজিদ নির্মিত হয় তা ধ্বংসের ব্যাপারে সহযোগিতা করতে হবে। এ নিয়ে প্রসিদ্ধ আলিমদের মাঝে কোন মতভেদ আছে বলে আমার জানা নেই। আমি অবগত আছি কোনরূপ মতপার্থক্য ছাড়াই আলিমগণ সেখানে সলাত আদায়কে অপছন্দনীয় জেনেছেন।

অতএব এ ব্যাপারে অভিশম্পাত ও নিষেধাজ্ঞামূলক বর্ণনা ও ভিন্ন হাদীস থাকায় আমাদের নিকটেও তা বৈধ নয় (অর্থাৎ তাতে সলাত আদায় শুদ্ধ হবে না)।

তবে মাসজিদ হতে পৃথক ক্ববরস্থান সম্পর্কে আমাদের সাথীবর্গ মতভেদ করেছেন। সেই ক্ববর স্থানের সীমানা কি তিনজনের ক্ববর দ্বারা হবে, নাকি একজনের ক্ববরের সামনে সলাত আদায় নিষেধ যদি আশপাশে অন্যদের ক্ববর না থাকে? এ দু' অবস্থা নিয়ে মতভেদ করেছেন।"

আমি বলি ঃ ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহ) "ইখতিয়ারাতুল ইল্‌মিয়্যাহ" নামক গ্রন্থের (২৫ পৃষ্ঠা)-তে দ্বিতীয় মতকে প্রাধ্যান্য দিয়ে বলেন ঃ ইমাম আহমাদ ও তার সাথীদের বক্তব্যে এ বিষয়ে মতপার্থক্য নেই। বরং তাদের প্রত্যেকেরই বক্তব্য, ব্যাখ্যা ও দলিলাদি একক ব্যক্তির ক্ববরের নিকট সলাত আদায়কেও আবশ্যকভাবে নিষেধ করে। এ মতটি সঠিক। ক্ববর দেয়ার জায়গাকেই ক্ববরস্থান বলা হয়। তাতে (অনেকগুলো) ক্ববর একত্র হওয়া শর্ত নয়। আমাদের সাথীবর্গ বলেন ঃ যে জায়গা ক্ববরস্থান নামে অবিহিত হবে তাতে সলাত আদায় করা যাবে না।

এতে নির্ধারণ হয়ে যাচ্ছে- এই নিষিদ্ধতা একক ক্ববর ও উক্ত ক্ববরের পার্শ্ববর্তী জায়গাকে নিষিদ্ধ করছে। এ কথা উল্লেখ করেছেন, আল্লামা আবুদী ও অন্যান্যরা। নিশ্চয় (যে মাসজিদের ক্বিবলার দিকে ক্ববর রয়েছে) সেখানে সলাত বৈধ হবে না যতক্ষণ না মাসজিদের দেয়াল ও ক্ববরের মাঝে আরেকটি দেয়াল না থাকবে। তাদের কেউ কেউ একে ইমাম আহমাদের মূল বক্তব্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

আবূ বাক্‌র আল আসলাম বলেন ঃ আমি ইমাম আহমাদকে ক্ববরস্থানে সলাত আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে শুনেছি। ফলে তিনি ক্ববরস্থানে সলাত আদায় অপছন্দ করলেন। তাকে বলা হল ঃ যে মাসজিদ ক্ববরের মাঝে অবস্থিত

তাতে সলাত আদায় করবে কি? তিনি একেও অপছন্দ করলেন। তাকে বলা হল ঃ সেই মাসজিদ ও ক্ববরের মাঝে তো প্রাচীর রয়েছে? তিনি সেখানে ফরয সলাত আদায় অপছন্দ করলেন তবে জানাযার সলাতের অনুমতি দিলেন।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আরো বলেন ঃ **"ক্ববরের মাঝের মাসজিদে জানাযার সলাত ছাড়া অন্য সলাত আদায় করবে না। কারণ জানাযার সলাত যেখানে আদায় করা সুন্নাত।"**

হাফিজ ইবনু রজব "ফাতহুল বারী" গ্রন্থে বলেন ঃ ইমাম আহমাদ এর দ্বারা সাহাবীদের কর্মের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। ইবনু মুনযির বলেন ঃ ইবনু উমারের আযাদকৃত দাস নাফে বলেছেন ঃ

قال نافع مولى ابن عمر : صلينا على عائشة وأم سلمة وسط البقيع، والإمام يومئذ أبو هريرة وحضر ذلك ابن عمر

আমরা আয়িশাহ, উম্মু সালামাহ (রাযিঃ) এঁদের জানাযার সলাত বাক্বী ক্ববরস্থানের মধ্যস্থানে আদায় করেছি। ইমামতি করেছেন আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) এবং সেখানে ইবনু উমার (রাযিঃ) উপস্থিত ছিলেন।(১)

ইমাম আহমাদ (রহ) সম্ভবত প্রথম বর্ণনায় সংক্ষেপে কেবল ফরয সলাতের কথা উল্লেখ করেছেন। তাই এতে অন্যান্য সুন্নাত সলাত যে জায়েয হবে তা প্রমাণ হয় না। কেননা এ কথা তো জানাই আছে যে, নফল সলাতসমূহ বাড়িতে আদায় করা অতি উত্তম। সেজন্য ইমাম আহমাদ ফরয সলাতের সাথে এর উল্লেখ করেননি। তাছাড়া তাঁর দ্বিতীয় সাধারণ বর্ণনাটি একে আরো দৃঢ় করেছে। তা হল ঃ "ক্ববরের মধ্যকার মাসজিদে জানাযার সলাত ব্যতীত অন্য সলাত আদায় করা যাবে না। এটাই হল আমাদের বক্তব্যের দলীল।

ইমাম আহমাদের পূর্বোক্ত দলীলকে আরো দৃঢ় করেছে আনাস (রাযিঃ) সূত্রের বর্ণনা। তা হল ঃ

كان يكره أن يبنى مسجد بين القبور

"তিনি ক্ববরের মধ্যভাগে মাসজিদ নির্মাণ অপছন্দ করতেন।"

১। আমি বলি ঃ এই আসারটি আব্দুর রাযযাক "মুসান্নাফ" গ্রন্থে (১/৪০৭/১৫৯৪) নাফে হতে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেছেন। দেখুন কাওয়াকিবুদ দুরারী গ্রন্থের (৬৫/৮১/১,২)।

অতএব স্পষ্ট হয়ে গেল মাসজিদ ও ক্ববরের মাঝে প্রাচীরের অবস্থান প্রতিবন্ধকতার জন্য যতেষ্ট নয়। বরং সম্ভবত এ কথা সাধারণভাবে ক্ববরের মাঝে মাসজিদ নির্মাণের বৈধতাকে অস্বীকৃতি দেয়। এই মতটিই নিকটতম কেননা তা শিরকের মৌলিকত্বকে ছিন্ন করে দেয়।

অতঃপর শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহ) "আল ইক্তাযা" গ্রন্থে বলেন ঃ "ইব্রাহীম (আঃ) এর ক্ববরের উপরের ভিত্তিকে (প্রাসাদকে) বন্ধ করে দেয়ার ফলে সেখানে চার শত বৎসর পর্যন্ত প্রবেশ করা যায়নি। অতঃপর বলা হল, খুলাফাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত কতিপয় মহিলা এ বিষয়ে স্বপ্ন দেখার কারণে তা খনন করা হয়েছিল। এও বলা হল যে, খ্রিষ্টানরা এ অঞ্চল দখলের পর একে খনন করেছিল। এরপর উক্ত মাসজিদকে পরবর্তী বিজয়ের পর পরিত্যাগ করা হয়। আমাদের উস্তাদগণ ছিলেন সেই মর্যাদাসম্পন্ন লোক। রসূলুল্লাহর ﷺ নির্দেশ অনুসরণে তাঁরা স্বীয় ছাত্রদেরও সেখানে সলাত আদায়ে নিষেধ করতেন এবং অবাধ্যতা হতে বেঁচে থাকতেন (যেমন পূর্বে গত হয়েছে)।"

এরূপই ছিল তাদের পূর্ববর্তী উস্তাদগণের অবস্থা। অথচ অন্যদিকে আমাদের এ যুগের ওস্তাদরা এই শারঈ হুকুম সম্পর্কে উদাসীন। বরং তাদের অধিকাংশ এরূপ মাসজিদে সলাত আদায়ের ইচ্ছা রাখেন। ছোট বেলায় আমিও সুন্নাতের জ্ঞান না থাকায় তাদের কতকের সঙ্গে ইবনু আরাবীর ক্ববরের দিকে যেতাম! কিন্তু যখন আমি এটি হারাম হওয়ার কথা অবগত হলাম তখন এ বিষয়ে বহু শায়খের সঙ্গে আলোচনা করলাম। এরপর মহান আল্লাহ হিদায়াত দান করলেন এবং সেখানে সলাত আদায় হতে বিরত রাখলেন। যিনি আমাকে এ বিষয়ে অবহিত করে কৃতজ্ঞতায় বাধিত করেছেন যা কিনা হিদায়াত লাভের কারণ হয়েছিল, আল্লাহ তাকে অনুগ্রহ এবং ক্ষমা করুন। সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র জন্যই যিনি এর ফলে আমাকে পথ প্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ যদি পথ প্রদর্শন না করতেন তবে আমরা হিদায়াত পেতাম না।

সম্মানের উদ্দেশ্য না হলেও ক্ববরের মাসজিদে সলাত আদায় অপছন্দনীয়

জেনে রাখুন! ক্ববরের উপর নির্মিত মাসজিদে সলাত আদায় সর্বাবস্থায় অপছন্দনীয়। চাই ক্ববর সামনে হোক বা পিছনে, ডানে কিংবা বামে প্রত্যেক

অবস্থায়ই তা অপছন্দনীয় (মাকরূহ)। কিন্তু যখন ক্ববরের দিকে মুখ করে সলাত আদায় করা হবে তখন সেই মাকরূহ আরো কঠিন (হারাম) পর্যায়ে চলে যাবে। কারণ উক্ত অবস্থায় মুসল্লী দু'টি (শরীয়াত) পরিপন্থী কাজে জড়িয়ে পড়ছে। প্রথমত সেই মাসজিদে সলাত আদায়। দ্বিতীয়ত ক্ববরের দিকে মুখ করে সলাত আদায়। রসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে সাধারণভাবেই নিষেধ করা হয়েছে। চাই সেটা মাসজিদের ভেতরে হোক বা অন্য কোথাও।

এ সম্পর্কে আলিমগণের অভিমত ঃ

ইমাম বুখারী (রহ) স্বীয় 'সহীহ' গ্রন্থে এই অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করে নিম্নোক্ত শিরোনাম এনেছেন ঃ " অনুচ্ছেদ-ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মাণকে যারা অপছন্দ করেন। হাসান বিন হুসাইন বিন আলী মৃত্যু বরণ করলে এক মহিলা তাঁর ক্ববরের উপর এক বছর পর্যন্ত জামার আস্তিন মারার পর ক্ষান্ত হল। অতঃপর তারা এক শব্দকারীকে বলতে শুনল ঃ তারা যা হারিয়েছে তা কি পেয়েছে? অন্যজন উত্তরে বলল ঃ বরং তারা হতাশ হয়েছে। সুতরাং ফিরে যাও।" অতঃপর ইমাম বুখারী পূর্বে উল্লেখিত কতিপয় হাদীস তুলে ধরেন। হাফিজ ইবনু হাজার শাফিয়ী তাঁর ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেন ঃ

"এ আসার (হাদীস) ফুসত্বাত্ব শহরের বাসিন্দাদের সঙ্গে সম্পর্কিত। সেখানকার লোকেরা সলাত আদায় ছেড়ে দিত না। কিন্তু ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মাণ ছিল তাদের অবশ্যকীয় কাজ। ক্ববরকে তারা কিবলার দিক বানাতো। এতে করে অপছন্দনীয় কার্যাবলী বেড়ে গেল।(১)

আল্লামা বদ্‌রুদ্দীন আইনী হানাফী (রহ)ও "উমদাতুল কারী" গ্রন্থের (৪/১৪৯)-তে অনুরূপ বক্তব্য উল্লেখ করেন। শায়খ মুহাক্কিক মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া কানদাহলুবী হানাফী প্রণীত "কাওয়াকিবুদ্ দুরারী আলা জামে তিরমিযী" গ্রন্থের (১৫৩ পৃষ্ঠ)-তে রয়েছে ঃ "ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মাণ ইয়াহুদদের সাদৃশ্য।

১। এটি উদ্ধৃত করেছেন আযহার বিশ্ববিদ্যায়ের অন্যতম আলিম শায়খ মুহাম্মাদ বিন মুখাইমির "কওলুল মুবীন" গ্রন্থের (৮১১ পৃষ্ঠা)-তে ইবনু হাজার সূত্রে, তিনি সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'ফাতহুল বারী'-তে বলেছেন ঃ "হাদীসে ক্ববর রয়েছে এমন মাসজিদে সলাত আদায়ে নিষেধ করা হয়েছে কেননা এর দ্বারা মানুষ ফিতনায় পড়বে। তাই এর বিলোপ সাধন অপরিহার্য।"

আমি বলি ঃ ফাত্হুল বারীর উল্লেখিত স্থানে আমি তা দেখিনি, হতে পারে তার অন্য কোন স্থানে রয়েছে। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

তারা তাদের নাবী ও সম্মানিত ব্যক্তিদের ক্ববরের উপর মাসজিদ গ্রহণ করেছে। যা মৃত ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও প্রতিমা উপাসনার সাদৃশ্য রাখে। যদিও উক্ত ক্ববর গোত্রের পক্ষ থেকে হত। ক্ববর ডান বা বাম দিক থেকে কিবলার বরাবর হওয়ার চেয়ে কিবলার সম্মুখ দিয়ে হলে তা অধিক অপছন্দনীয় বিবেচিত হবে। ক্ববর যদি মুসল্লীর পিছনে হয় তবে তা পূর্বের তুলনায় হালকা হল বটে কিন্তু অপছন্দনীয় মুক্ত নয়।"

হানাফী মাযহাবের অন্যতম গ্রন্থ 'শার'আতুল ইসলাম' এ (৫৬৯ পৃষ্ঠায়) রয়েছে ঃ "ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করে তথায় সলাত আদায় নিন্দনীয়।"

সুতরাং এ সকল বর্ণনা সাধারণভাবে ক্ববরের উপর নির্মিত মাসজিদে সলাত আদায় নিন্দনীয় হওয়াকে দৃঢ় করে। চাই ক্ববরের দিকে মুখ করে সলাত আদায় করা হোক বা না হোক। তবে এই মাসআলার সঙ্গে মাসজিদ বিহীন ক্ববরের দিকে ফিরে সলাত আদায়ের মাসআলার পার্থক্য নির্ণয় অবশ্য কর্তব্য। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে ক্ববরের নিকট অভ্যর্থনা প্রদর্শন (বা মুখ করণ) অপছন্দনীয় সাব্যস্ত হয়। কতিপয় আলিম এ অবস্থায় ক্ববরের প্রতি অভ্যর্থনা প্রদর্শনকে শর্তারোপ করেননি। তারা বলেছেন ঃ ক্ববরের আশপাশে সাধারণভাবে সলাত আদায় নিষেধ। যেমন হানাফীদের সূত্রে ইতিপূর্বে উল্লেখ হয়েছে এবং হানাফীদের অন্যতম গ্রন্থ "তাহাবীর ভাষ্য" "মারাকীল ফালাহ" (২০৮ পৃষ্ঠায়)-তেও অনুরূপ বক্তব্য রয়েছে। কারণসমূহ বন্ধের জন্য এটাই উপযোগী যে, নাবী ﷺ বলেছেনঃ

... فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ....

"যে ব্যক্তি সংশয় থেকে বেঁচে থাকল সে তো তার দ্বীন ও মর্যাদা রক্ষা করল। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সংশয়ে পতিত হল সে হারামে পতিত হল। তার অবস্থা ঐ রাখালের অনুরূপ যে অগ্নিশিখার পাশে (বকরী) চড়ায় (অথচ) সে অতি সত্ত্বর তাতে পতিত হবে... ।"(১)

১। এটি নু'মান বিন বাশীর হতে বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনা। হাদীসটি "তাখরীজুল হালাল" গ্রন্থে (২০) রয়েছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মাসজিদে নাববী ব্যতীত সকল মাসজিদই পূর্বের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত

জেনে রাখুন! সাধারণ দলিলের ভিত্তিতে ক্ববরে মাসজিদ না বানানোর বিধানে ছোট, বড়, পুরাতন, নতুন সকল মাসজিদই অন্তর্ভুক্ত।১

মাসজিদে নাববী ব্যতীত ক্ববর রয়েছে এমন কোন মাসজিদই এ হুকুমের বহির্ভূত নয়। কারণ মাসজিদে নাববীর এমন বিশেষ মর্যাদা রয়েছে যা ক্ববরে নির্মিত অন্য মাসজিদে অবর্তমান।(২)

১। আল্লামা শাওকানী (রহঃ) "শরহুস্‌সুদূরি ফী তাহরীমি রফ্‌ইল কুবূর" নামক গ্রন্থে জাবির (রাযিঃ) সূত্রে বর্ণিত পূর্বের হাদীস যথা **"রসূলুল্লাহ ﷺ ক্ববর নির্দিষ্ট করতে এবং নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন"** উল্লেখ করার পর (৭০ পৃষ্ঠাতে) "মাজমুআতুল মুনীবিয়্যাহ" সূত্রে বলেছেন ঃ ক্ববরের উপর প্রাসাদ নির্মাণের নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত এই সুস্পষ্ট বর্ণনায় ঐ লোকদের জন্য সমর্থন রয়েছে যারা ক্ববরের পার্শ্বে খোদাই করে থাকে। মৃতের ক্ববরকে এক গজ উঁচু করণার্থে অধিকাংশ লোকেই এমনটি করে থাকেন। কারণ তা প্রকৃত অর্থে ক্ববরকে মাসজিদে পরিণত করে না।

এটা প্রমাণ করছে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল এমন কিছু কাজ যা এর সঙ্গে মিলিত করার সন্নিকটে নিয়ে যায় এবং যারা ক্ববরের পার্শ্বের কাছাকাছি নির্মাণ কাজ করে এটা তাও সত্যায়িত করছে। যেমন বড় গির্জা, মাসজিদ ও প্রতিমা স্থাপন করা। হয়ত ক্ববর তার মধ্যভাগে অবস্থিত থাকে অথবা তার কাছাকাছি। এ ধরনের নির্মাণ ক্ববরের উপরেই হয়ে থাকে। যার ন্যূনতম জ্ঞান আছে তার নিকট এটা মোটেই গোপন নয়। যেমন বলা হয়ে থাকে ঃ বাদশা উমুক শহরে এরূপ জিনিস তৈরি করেছে অথবা উমুক গ্রামে ঐরূপ গেট নির্মাণ করেছে এবং বলা হয়ে থাকে ঃ উমুক ব্যক্তি উমুকের স্থানে মাসজিদ নির্মাণ করেছে। তাই নির্মাণ কাজটি মধ্যভাগে হোক বা কাছাকাছি তাতে পার্থক্য নেই। যেমন ছোট শহর, ছোট গ্রাম বা সংকীর্ণ স্থানে মধ্যভাগে নির্মিত হয়ে থাকে। অথবা মধ্যভাগের দূরেই নির্মাণ হোক না কেন। যেমন বড় শহর, বড় গ্রাম ও প্রশস্ত স্থানে হয়ে থাকে। যার ধারণা এরূপ সম্পৃক্তকরণ আরবী ভাষায় নিষেধ নয় তিনি আরবী ভাষা অনবহিত। তিনি আরবী ভাষা বুঝেননি এবং তার কথায় তিনি যার ব্যবহার করেছেন সে সম্পর্কেও জ্ঞাত নন।

২। এরই প্রেক্ষিতে আমি বলব ঃ আল্লামা ইবনু আবেদীন "আখবারুদ্ দুওল" গ্রন্থের টিকায় (১/৪১) পৃষ্ঠায় যেসব বাজে তথ্য ও ভ্রষ্টতাপূর্ণ সন্দেহের উল্লেখ করেছেন তা আশ্চর্যকর বটে! তিনি সুফিয়ান সাওরী পর্যন্ত সনদ টেনে বর্ণনা করেছেন ঃ

إن الصلاة في مسجد دمشق بثلاثين ألف صلاة.

"দামেস্কের মাসজিদে সলাত আদায়ে ত্রিশ হাজার গুণ বেশি ফাযিলাত রয়েছে।"

আমি বলি ঃ এ বর্ণনাটি বাতিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে এর কোনই মৌলিকত্ব নেই এমনকি সুফিয়ান সাওরী হতেও নেই। বরং তা আবুল হাসান রিবঈ ===

=== "ফাযায়িলে সাম ওয়াদ দামেস্ক" গ্রন্থের (৩৫-৩৭)-পৃঃ এবং ইবনু আসাকির "তারীখে দামেস্ক" গ্রন্থের (২/১২)-তে আহমাদ বিন আনাস বিন মালিক সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আনাস) বলেন, আমাকে এ মর্মে সংবাদ দিয়েছেন হাবীব মুয়াজ্জিন, আর তিনি বলেছেন আমাকে আবূ যিয়াদ শা'বানী ও আবূ উমাইয়্যা শা'বানী এ মর্মে সংবাদ দিয়ে বলেছেন ঃ

كنا بمكة فاذا رجل في ظل الكعبة، واذا هو سفيان الثوري فقال رجل : ياأبا عبد الله ما تقول في الصلاة في هذا البلد؟ قال بمائة ألف صلاة، قال : ففي مسجد رسول الله ﷺ؟ قال : بخمسين ألف، قال : ففي بيت المقدس؟ قال : بأربعين ألف صلاة، قال : ففي مسجد دمشق؟ قال : بثلاثين ألف.

"আমরা মাক্কায় অবস্থানকালে এক ব্যক্তি কাবার ছায়ায় অবস্থান করছিলেন, তিনি হলেন সুফিয়ান সাওরী। এক ব্যক্তি তাকে বলল ঃ হে আবূ আব্দুল্লাহ! এ শহরে সলাত আদায়ের ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন ঃ এক লক্ষ গুণ (বেশি সওয়াব) রয়েছে। এরপর লোকটি বলল ঃ আর রসূলুল্লাহ ﷺ এর মাসজিদে? তিনি বললেন ঃ পঞ্চাশ হাজার গুণ সলাতের মর্যাদা। লোকটি বলল ঃ বাইতুল মাকদিসে, তিনি বললেন ঃ চল্লিশ হাজার গুণ সলাতের মর্যাদা। লোকটি বলল ঃ আর দামেস্কের মাসজিদে? তিনি বললেন ঃ ত্রিশ হাজার গুণ সলাতের মর্যাদা।"

আমি বলি ঃ এই সনদটি দূর্বল, অজ্ঞাত। সনদের আবূ যিয়াদ শা'বানী (যার পরিচয় খিয়ার বিন সালামাহ আবূ যিয়াদ শামী) এবং আবূ উমাইয়্যাহ শা'বানী বর্ণনাকারীদ্বয় নির্ভরযোগ্য। কিন্তু তাদের উভয়ের সূত্রে বর্ণনাকারী হাবীব মুয়াজ্জিন অজ্ঞাত লোক। আসাকির স্বীয় 'তারীখ' গ্রন্থে তার উল্লেখ করেছেন এবং তার জীবনীতে কেবল এটুকুই বলেছেন যে, "সে কোন এক বাজারের মাসজিদে আযান দিত!" এছাড়া তাঁর সূত্রে বর্ণনাকারী-আহমাদ বিন আনাসের জীবনী আমি পাইনি।

তদুপরি সুফিয়ান সাওরী হতে আবূ হুরাইরা সূত্রে বর্ণিত অন্য হাদীস দ্বারা উপরোক্ত বর্ণনাটি বাতিল হয়ে যায়। তা হল ঃ **" নাবী ﷺ এর মাসজিদের সলাত একহাজার গুণ বেশি মর্যাদা রাখে।"** হাদীসটি নাবী ﷺ সূত্রে বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাই এর বিপরীত বলাটা দূরহ ব্যাপার।

এছাড়া বাইতুল মাকদিসের মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণিত বহু সহীহ হাদীস দ্বারাও উপরোক্ত বর্ণনাটি বাতিল প্রমাণ হয়। যেমন- **"সেখানে সলাত আদায়ে এক হাজার গুণ বেশি মর্যাদা রয়েছে"**- হাদীসটি ইবনু মাজাহ (১/৪২৯/-৪৩০), আহমাদ (৬/৪৬৩)-তে ভাল সনদে বর্ণনা করেছেন। অথচ উক্ত বর্ণনা বলছে চল্লিশ হাজার গুন সলাতের মর্যাদা রাখে।

অতঃপর সেই সনদটি যে ভাল নয় তা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল। কারণ তাতে এমন ত্রুটি বিদ্যমান যা তার বিশুদ্ধতাকে নষ্ট করে দেয়। আমি একে বর্ণনা করেছি "যঈফ আবী দাউদ" গ্রন্থে- "সিরাজু ফিল মাসজিদ" অনুচ্ছেদে । হ্যাঁ অন্যত্র বিশুদ্ধ বর্ণনা এসেছে যে, **"বাইতুল মাকদীসে সলাত আদায়ের মর্যাদা মাসজিদে নাববীর সলাতের চতুর্থাংশ।"** যা বায়হাকী বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনাটি সুফিয়ান সাওরীর উক্ত আসারকে বাতিল করণে অধিক কার্যকর। যা গোপন করার নয়।

মাসজিদে নাববীর মর্যাদা সম্পর্কে স্বয়ং নাবী ﷺ বলেছেন ঃ

صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام؛ فإنه أفضل.

"আমার এই মাসজিদে সলাত আদায় অন্য যে কোন মাসজিদে সলাত আদায়ের চেয়ে এক হাজার গুণ বেশি ফাযিলাতপূর্ণ। তবে মাসজিদে হারাম ব্যতীত। কেননা তা অতি উত্তম।"(১) নাবী ﷺ আরো বলেছেন ঃ

ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة.

"আমার ঘর(২) ও মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থান জান্নাতের বাগানের একটি বাগান।"(৩)

১। হাদীসটি আবূ হুরাইরাহ হতে বুখারী, মুসলিম ও অন্যরা বর্ণনা করেছেন। মুসলিম এবং আহমাদ-(অতিরিক্ত অংশটি তার) ইবুন উমার হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাদের নিকট একদল সাহাবা সূত্রে হাদীসটির বহু সনদ ও সমর্থক বর্ণনা রয়েছে। আমি সেসব সনদ "আস্‌সামারুল মুসতাত্বাবু ফী ফিকহিস সুন্নাত অল কিতাব" গ্রন্থে উল্লেখ করেছি।"

২। এখানে بيتي তথা 'আমার ঘর' শব্দের উল্লেখই বিশুদ্ধ। এছাড়া মৌখিকভাবে قبري 'আমার ক্ববর' শব্দ উল্লেখের যে প্রসিদ্ধ প্রচারণা রয়েছে তা কতিপয় বর্ণনার ভ্রান্তি মাত্র। যেমন এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন আল্লামা কুরতুবী, ইবনু তাইমিয়্যাহ, ইবনু হাজার আসকালী (রহ) ও অন্যান্যরা। আর এ জন্যই সে বিষয়ে বিশুদ্ধ কিছুই বর্ণিত হয়নি। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহ) "আল কায়ি'দাতুল জালীলাহ" গ্রন্থে (৭৪ পৃঃ) হাদীস উল্লেখের পর বলেন ঃ "এটিই বিশুদ্ধ প্রমাণিত। কিন্তু তাদের কেউ অর্থগতভাবে বর্ণনা করে বলেছেন "আমার ক্ববর" قبري। নাবী ﷺ যখন এ কথা বলেছিলেন তখন তো আর নাবী ﷺ এর ক্ববর সেখানে ছিল না। এ কারণেই কোন সাহাবী এর দ্বারা তখন দলিল গ্রহণ করেননি যখন নাবী ﷺ এর দাফনের স্থান নির্ধারণে তাদের মাঝে বিবাদ হয়েছিল। আর যদি ক্ববরটি তাঁদের নিকটে থাকত তবে অবশ্যই বিবাদের ভিত্তিমূলক কারণ থাকত। কিন্তু নাবী ﷺ কে তার মৃত্যুর স্থানে আয়িশার ঘরেই দাফন করা হয়েছিল। আমার পিতা-মাতা তাঁর জন্য কুরবান হোক এবং তাঁর উপর বর্ষিত হোক আল্লাহ্‌র রহমত ও শান্তি।"

(সতর্কীকরণ) ঃ আলিমদের ধারণা যে, ইমাম নাববী "মাজমু" গ্রন্থে বুখারী, মুসলিমের হাদীসকে "আমার ক্ববর" قبري শব্দযোগে এনেছেন। কিন্তু বুখারী, মুসলিমের নিকট এর কোন মৌলিকত্ব নেই। তাই আমি সতর্ক করে দিলাম ।

৩। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন বুখারী, মুসলিম ও অন্যরা আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ মাদানী হতে। হাদীসটি মুতাওতির, যেমন আল্লামা সুয়ূতী বলেছেন।

উপরে বর্ণিত মর্যাদা ছাড়াও মাসজিদে নাববীর আরো মর্যাদা রয়েছে।

যদি বলা হয়, মাসজিদে নাববীতেও সলাত আদায় অপছন্দনীয়। তাহলে মাসজিদে নাববীর বিশেষ মর্যাদা থাকছে না বরং এতে করে মাসজিদে নাববীর মর্যাদা অন্য সব মাসজিদের মতই হয়ে যাবে এবং নাবীর মাসজিদের মর্যাদা বিলুপ্ত করা হবে যা মোটেই বৈধ নয়। ইতিপূর্বে ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহর (রহ) বক্তব্যে আমরা এ বিষয়ে উপকৃত হয়েছি (জানতে পেরেছি)।

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহ) "আল জাওয়াবুল বাহির ফী যুরিল মাক্বাবির" নামক গ্রন্থের (১-২/২২)-তে বলেছেন ঃ "সাধারণভাবে ক্ববরের উপর নির্মিত মাসজিদে সলাত আদায় নিষেধ। তবে এ ক্ষেত্রে নাবী ﷺ এর মাসজিদটি ব্যতিক্রম। কেননা সেখানে সলাত আদায়ে এক হাজার গুণ বেশি ফাযীলাত বিদ্যমান এবং সেটির ভিত্তিও স্থাপিত হয়েছিল তাকওয়া তথা আল্লাহ ভীতির উপর। আর (নাবী ﷺ এর ক্ববর অবস্থিত 'আয়িশার সেই কক্ষটি) মাসজিদে অন্তর্ভুক্তির পূর্বেও নাবী ﷺ ও খুলাফায়ে রাশিদার জীবদ্দশাতে মর্যাদাপূর্ণ কক্ষ ছিল। তাছাড়া কক্ষটি সাহাবাগণের যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পরেই মাসজিদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।"

ইমাম ইবনু তাইহিয়্যা (রহ) এরপর উক্ত গ্রন্থের (১/৬৭-২/৬৯)-তে বলেছেন ঃ কক্ষটি মাসজিদে অন্তর্ভুক্তির পূর্বেও মাসজিদটি মর্যাদাপূর্ণ ছিল। কেননা নাবী ﷺ মাসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন স্বয়ং নিজের ও মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য। তাই তো মাসজিদটিতে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য স্বয়ং নাবী ﷺ এবং মুমিনগণ সলাত আদায় করেছিলেন। উক্ত মাসজিদে সলাত আদায়ের ধারা কিয়ামাত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে (ইনশা-আল্লাহ)। এরই উপর মাসজিদের মর্যাদা পরিস্ফুটিত।

নাবী ﷺ বলেছেন ঃ

صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه المسجد الحرام.

"আমার মাসজিদে সলাত আদায় অন্য মাসজিদের চেয়ে হাজার গুণ উত্তম। তবে হারাম মাসজিদের কথা ভিন্ন।(১)

১। হাদীসটি আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন। আমি একে বর্ণনা করেছি "ইরওয়াউল গালীল" গ্রন্থে ক্রমিক নং (৯৭১)-তে।

নাবী ﷺ এও বলেছেন,

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام، والمسجد الأقصى ومسجدي هذا.

"তিনটি মাসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও (সওয়াবের উদ্দেশে) বাহন প্রস্তুত করে ভ্রমন করা যাবে না। তা হল ঃ ১। মাসজিদুল হারাম তথা কাবা ঘর, ২। মাসজিদুল আকসা, ৩। এবং আমার মাসজিদ (তথা মাদীনায় অবস্থিত মাসজিদে নাববী)।"(১)

মাসজিদে নাববীর এ মর্যাদা কক্ষটি মাসজিদে অন্তর্ভুক্তির পূর্ব হতেই বিদ্যমান। তাই কক্ষটি অন্তর্ভুক্তির ফলে মাসজিদটি মর্যাদাপূর্ণ হয়েছে এরূপ ধারণা পোষণ বৈধ হবে না। তাছাড়া যারা কক্ষটি মাসজিদভুক্ত করেছেন তারাতো কক্ষটি মাসজিদে ঢুকাতে চাননি। বরং তারা মাসজিদ প্রশস্ত করার উদ্দেশ্যে নাবী ﷺ এর বিবিগণের কক্ষগুলো প্রবেশ করাতে চেয়েছিলেন। অতঃপর প্রয়োজনই তাদেরকে কক্ষটি মাসজিদভুক্তিতে বাধ্য করেছিল অপছন্দতার ভিত্তিতে এ আক্বিদা নিয়ে যে, সালাফ তথা পূর্বেসূরীগণ এমনটি অপছন্দ করতেন।"(২)

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ এরপর উক্ত গ্রন্থের (১-২/৫৫) পৃষ্ঠাতে বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এরূপ বিশ্বাস করবে যে ঃ ক্ববরের পূর্বে কক্ষটি সংযুক্ত হয়েছে, এর কোন মর্যাদা নেই। কেননা নাবী ﷺ, মুহাজির ও আনসারগণ সেখানে সলাত আদায় করেছেন। ওয়ালিদ বিন মালিকের খিলাফতকালে কক্ষের মর্যাদা বর্ণনা করা হয়। এরূপ কথা কেবল চরম মূর্খ অথবা কাফির ব্যক্তিই বলতে পারে। কথাগুলো সে যার থেকে গ্রহণ করেছে সে মিথ্যুক এবং হত্যাযোগ্য।

নাবী ﷺ এর জীবদ্দশায় সাহাবাগণ যেভাবে দু'আ করতেন ঠিক তাঁর ইন্তিকালের পরও তাঁরা মাসজিদে নাববীতে দু'আ করতেন।

নাবী ﷺ তাদেরকে নিষেধ করেছেন তাঁর ক্ববরকে মেলায় পরিণত করতে এবং অন্যদের ক্ববরকে মাসজিদ বানাতে। তারা সেখানে কেবল মহান আল্লাহর উদ্দেশে সলাত আদায় করতেন যেন শিরকের মাধ্যম রুদ্ধ হয়ে যায়।

১। এ হাদীসটিও আবূ হুরাইরাহ হতে বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন। আমার "আহকামুল জানায়িয ওয়া বিদ'উহা" গ্রন্থের (২৪৪-২২৫ পৃষ্ঠায়) এটি বর্ণিত আছে।

২। পূর্বে এর আলোচনা গত হয়েছে।

অতএব, দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক নাবী ﷺ এর উপর এবং শান্তির ধারা বর্ষিত হোক তার পরিবারের প্রতি! আল্লাহ্‌র প্রতিদানই উত্তম প্রতিদান। তিনিই তো তাঁর নাবীকে উম্মাতের পক্ষ থেকে তা প্রদান করেছেন। তিনি ﷺ নিজ রিসালাতের দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছেন, আমানত পূর্ণ করেছেন, উম্মাতকে উপদেশ দিয়েছেন, আল্লাহ্‌র পক্ষে জিহাদ করেছেন এবং তাঁর রবের পক্ষ হতে ইয়াকীন (মৃত্যু) আসা অবধি আল্লাহ্‌র ইবাদাত করেছেন।

{মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে সামর্থ্য দানের ফলেই এ পুস্তক সংকলন সমাপ্ত সম্ভব হল}

سبحانك اللهم وبحمدك،

أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.